

Live MCQ™

৪৯তম স্পেশাল বিসিএস (শিক্ষা) বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বিষয়: ইসলামী শিক্ষা (২০১)

Compendium PDF

(সিলেবাস অনুসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও এমসিকিউ-এর সমন্বয়ে রচিত)

Mentor:

মোঃ ফেরদৌস ইসলাম

৩৮তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

৪৯তম (স্পেশাল) বিসিএস পরীক্ষা-২০২৫ এর বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতির ইসলামি শিক্ষা বিষয়ে PSC কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাসের ওপর সকল ক্লাস ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আসন্ন চূড়ান্ত পরীক্ষাকে সামনে রেখে Live MCQ একাডেমিক টিম আপনাদের প্রস্তুতিকে শাণিত করতে বিশেষ কমপেনডিয়াম পিডিএফ প্রদান করছে। আশা করছি, এর মাধ্যমে আপনাদের প্রস্তুতি আরও শাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র:

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	PSC নির্ধারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন	০২
০২	টপিকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ	০৩
০৩	বুক লিস্ট	০৪
০৪	শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল	০৫
০৫	টপিকভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা	০৬
০৬	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ২০০ MCQ	৩১

PSC নির্ধারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন

বিষয়		ইসলামি শিক্ষা
বিষয় কোড		২০১
পার্ট-১		নম্বর: ৫০
পার্ট-১	কুরআনিক স্টাডিজ ও হাদিস স্টাডিজ	২৫
	সিরাতুন নবি	২০
	ইসলামি ব্যক্তিগত আইন	০৫
পার্ট-২		নম্বর: ৫০
পার্ট-২(১)	ইসলামের সমাজনীতি	২৫
	ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	
	ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থা	
পার্ট-২(২)	বিভিন্ন বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান	২৫
	মানবাধিকারের ধারণা	
	ধর্মপাঠ	

টপিকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিষয়: ইসলামি শিক্ষা		
বিষয়	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (***)	গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (**)
কুরআনিক স্টাডিজ	সুরা ফাতহ, সুরা হুজরাত ও সুরা নুর	
হাদিস স্টাডিজ	কিতাবুল ইমান, কিতাবুল ইলম ও কিতাবুল আদাব	
সিরাতুন নবি	রাসুল (সা) এর হিজরত-পূর্ব জীবন: নবুওয়াত-পূর্ববর্তী সময়, নবুওয়াত-পরবর্তী সময়	ইসলাম-পূর্ব আরব: সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা
	রাসুল (সা) এর হিজরত-পরবর্তী জীবন: হিজরতের কারণ, মদিনা সনদ: বিশ্বের ১ম ম্যাগনাকার্টা, কুরাইশদের সাথে দ্বন্দ্ব ও ফলাফল: বদর, উহুদ, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি, বিদায় হজ	রাসুল (সা) এর হিজরত-পরবর্তী জীবন: ইসলামি ভ্রাতৃত্ব, শান্তির দূত মুহাম্মদ (সা), বিশ্বের বিভিন্ন বাদশাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত, মক্কা বিজয় ও ইসলামের বিস্তৃতিতে এর প্রভাব
ইসলামি ব্যক্তিগত আইন	বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন	

টপিকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিষয়: ইসলামি শিক্ষা		
বিষয়	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (***)	গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (**)
ইসলামে সমাজনীতি	নারীদের অবস্থান, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য, সন্তান-প্রতিবেশি, আত্মীয় ও তাদের অধিকার	মানব উৎকর্ষ
	কুরআন ও হাদিস অনুসারে পরিবার কল্যাণ সম্পর্কে ধারণা, ইসলামে বিবাহ ও বহুবিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক	ইসলাম ও বিংশ শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা, হাদিস অনুসারে আজল এর ধারণা
ইসলামে অর্থনৈতিক অবস্থা	ইসলামে আর্থিক অবকাঠামো: যাকাত, খারাজ, উশর, সদকা, বায়তুল মাল ইত্যাদি	ভোক্তা ও ব্যয়, উৎপাদন নীতি এবং মালিকানা নীতি, আয় ও সম্পদের বণ্টন, ইসলামি ইন্সুরেন্স (তাকাফুল)

ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থা	মিল্লাত, খিলাফাত, আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার, মজলিসে শুরা	ইসলামি রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবন, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, ইসলামি দেশের রাষ্ট্রীয় ও বৈদেশিক নীতি
--------------------------	---	--

টপিকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিষয়: ইসলামি শিক্ষা		
বিষয়	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (***)	গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (**)
বিভিন্ন বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান	গণিত, মেডিসিন, ভূগোল, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ, স্থাপত্য, সার্জারি বিশেষ ব্যক্তিত্ব: খাওয়ারিজমি, ইবনে সিনা, জাবের বিন হাইয়ান, আল-বিরুনি, আল-রাজি ইত্যাদি	বিশেষ ব্যক্তিত্ব: ইয়াকুব বিন আব্দুল্লাহ, আল কিন্দি
মানবাধিকারের ধারণা	জাতিসংঘের ঐতিহাসিক ঘোষণা অনুযায়ী মানবাধিকার অধ্যয়ন, নারীদের অধিকার	নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার, ইসলাম ও দাসত্ব, যুদ্ধকালীন মানবাধিকার, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার
ধর্মপাঠ	ইসলাম, হিন্দুত্ববাদ, বৌদ্ধ, ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে তুলনামূলক মতবাদ	

বুক লিস্ট:

তাফসির ফাতহুল মাজিদ	মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
মিশকাতুল মাসাবিহ (১ম খণ্ড)	অনুবাদ: মাওলানা আহমদ মায়মুন
মিশকাতুল মাসাবিহ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	অনুবাদ: মাওলানা আহমদ মায়মুন
আস-সিরাতুন নববীয়া (স)	ড. মো. ইব্রাহীম খলিল
ইসলামী আইন	ড. মো. ইব্রাহীম খলিল
ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ	ড. মো. ইব্রাহীম খলিল
ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা	ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আমিন
ইসলামী অর্থব্যবস্থা	মোঃ আব্দুল লতীফ
ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থা	ড. মো. ইব্রাহীম খলিল
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান	ড. মো. ইব্রাহীম খলিল
ইসলামে মানবাধিকার	ড. মো. ইব্রাহীম খলিল
বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম	ড. মো. ইব্রাহীম খলিল

ইসলামিক ক্যারিয়ার	ড. মু. কুদ্দুসুর রহমান
হতে চাই আলোকিত জ্ঞানী	শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল
ইসলামী সাধারণ জ্ঞান	ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান
সীরাত ইবনে হিশাম	ইবনে হিশাম
আর রাহিকুল মাখতুম	আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী
একাদশ-দ্বাদশ ইসলাম শিক্ষা (১ম পত্র)	
একাদশ-দ্বাদশ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম পত্র)	

প্রশ্ন হলো- এ সকল বই কি একজন সচেতন প্রার্থীর পড়া দরকার?

উত্তর হলো- না! এ সকল বই সামনে রেখে আমরা আপনাদের জন্য ইসলামি শিক্ষা বিষয়ের ক্লাসগুলো প্রস্তুত করেছি। এগুলো যদি আপনি পড়তে শুরু করেন, তাহলে আরও কনফিউজড হবেন। সময় নষ্ট হবে। এখন একদম শেষ সময়ে এসে আপনার বরং উচিত বারবার রিভিশন করা। একটি কথা মনে রাখবেন, যেকোনো বই, শিট, প্রশ্ন আপনি অন্তত ৩ বার পড়বেন, সবচেয়ে ভালো হয় যদি গ্যাপ দিয়ে ৪ বার পড়তে পারেন।

শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল

- ❖ বুক লিস্ট থেকে কোনো বই কিনবেন না বা সংগ্রহ করবেন না।
- ❖ শুধু আপনি নন, পৃথিবীর সবাই-ই ভুলে যায়; অধিক মনে রাখার একটিই কার্যকর কৌশল। তা হলো- বিরতি দিয়ে কোন বিষয় অন্তত ৪ বার পড়া।
- ❖ আপনি বেকার বা চাকরিজীবী যাই হোন না কেন, শেষ সময়ে সবাই টেবিলে অন্তত ১২-১৪ ঘণ্টা করে সময় দিন।
- ❖ শেষ সময়ে এসে নিয়মিত মডেল টেস্ট দিন এবং কোন্ বিষয়/অধ্যায়/টপিকে বেশি খারাপ করছেন, সেটি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজর দিন।
- ❖ জেনারেল ১০০ তে পিছিয়ে না থেকে সাবজেক্টিভ ১০০ নম্বরে একটি গোছানো প্রস্তুতি নিলে সহজেই এগিয়ে যাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।
- ❖ কোয়ালিটি পড়াশোনা নিশ্চিত করুন। কেবল টেবিলে বসে থাকাটাই পড়াশোনা নয়; আপনি যদি ১৪ ঘণ্টা টেবিলে বসে ৮ ঘণ্টা আনমনা বা অমনোযোগী থাকেন, তাহলে দিনশেষে শূন্য হাতে ফিরতে হবে।
- ❖ Live MCQ এর কোর্সের যাবতীয় মেটেরিয়ালস ভালোভাবে শেষ করে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো একটু ইন্টারনেটে সার্চ করুন।
- ❖ ‘তাফসির ফাতহুল মাজিদ’ থেকে সূরা ফাতহ, সূরা হুজরাত ও সূরা নুর এর তাফসির ২ বার পড়ে ফেলুন। ‘তাফসির ফাতহুল মাজিদ’ গুগল প্লে স্টোরে থাকা ‘কুরআন মাজিদ’ অ্যাপে পাবেন।
- ❖ মিশকাতুল মাসাবিহ এর ১ম খণ্ড থেকে ‘কিতাবুল ইমান’ ও ‘কিতাবুল ইলম’ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড থেকে ‘কিতাবুল আদাব’ অধ্যায়ের নির্ধারিত হাদিসের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ অন্তত ২ বার পড়ার পরামর্শ থাকবে।
- ❖ সিরাতুননবি অধ্যায়ে একটু বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখান থেকে নম্বর উঠানো সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।
- ❖ ইসলামি শিক্ষার ২য় পার্টের ‘ইসলামে অর্থব্যবস্থা’ অধ্যায়ের যাকাত, খারাজ, উশর ইত্যাদি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদানের কিছু তথ্য ছাড়া বাকি সকল টপিক আসলে ‘নৈতিকতা ও সুশাসনের’ মতো। এখানে তত্ত্ব বেশি, তথ্য কম। সুতরাং, নেগেটিভ মার্কিং থেকে সাবধান থাকবেন।

পরিশেষে আপনাদের জন্য অনেক দোয়া ও শুভ কামনা রইল।

টপিকভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা

লেকচার ০১: কুরআনিক স্টাডিজ

সূরা ফাতহ:

- ❖ সূরা ফাতহ কুরআনের ৪৮তম সূরা।
- ❖ আয়াত সংখ্যা: ২৯টি।
- ❖ রুকু সংখ্যা: ৪।
- ❖ অবতীর্ণ স্থান: মদিনা।
- ❖ সূরা ফাতহ ২৬তম পারায় অবস্থিত।
- ❖ অবতীর্ণ কাল: হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর।
- ❖ ফাতহ অর্থ: বিজয়, সফলতা, উন্মুক্তকরণ।
- ❖ হিজরি ৬ষ্ঠ সালে রাসুল (সা) সাহাবীদের নিয়ে উমরাহর উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন। কুরাইশ বাধা দিলে হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- ❖ মুসলমানদের কাছে চুক্তিটি প্রথমে প্রতিকূল মনে হলেও কুরআন একে ‘ফাতহুম মুবীন’ বা ‘স্পষ্ট বিজয়’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।
- ❖ ‘বাইআতুর রিদওয়ান’-এর প্রসঙ্গ এসেছে আয়াত ১৮ তে।
- ❖ হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল ইসলামের টার্নিং পয়েন্ট।
- ❖ মাত্র দুই বছরের মধ্যে মক্কা বিজয়ের পথ সুগম হয়।
- ❖ সাহাবাদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—একটি বীজ থেকে শক্তিশালী গাছ হয়ে ওঠার মতো।
- ❖ ১ম আয়াত থেকে সূরা ফাতহের নামকরণ করা হয়েছে।
- ❖ সূরা ফাতহে বর্ণিত সুন্নাহ শব্দের অর্থ নিয়ম।
- ❖ সূরা ফাতহে জাহেলি যুগের অহংকারের কথা বর্ণিত হয়েছে।
- ❖ রাসুলে কারিম (সা) এর কাছে সূরা ফাতহের ২ নং আয়াতটি পৃথিবীর সবকিছু থেকে প্রিয়।
- ❖ হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত সাহাবীদের আল্লাহ খায়বার যুদ্ধের গনিমতের সম্পদের অগ্রিম প্রাপ্তির কথা জানিয়েছিলেন।
- ❖ মুসলিমরা ৭ম হিজরিতে কাযা ওমরা পালন করেন।
- ❖ হুদায়বিয়া মূলত একটি কূপের নাম।
- ❖ মদিনার চতুর্দিকে বসবাসকারী গিফার, মুয়াইনা, জাহাইনা, আসলাম এবং দুআল গোত্র হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিল না।
- ❖ হুদায়বিয়ার প্রান্তরে রাসুল (সা) ৭০টি উট কুরবানি করেন।

সূরা হুজরাত:

- ❖ সূরা হুজরাত কুরআনের ৪৯তম সূরা।
- ❖ আয়াত সংখ্যা: ১৮টি।
- ❖ রুকু সংখ্যা: ২।
- ❖ অবতীর্ণ স্থান: মদিনা।
- ❖ সূরা হুজরাত ২৬তম পারায় অবস্থিত।
- ❖ মূল বিষয়: সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক আদর্শ।
- ❖ সূরাটিকে অনেকে আদব ও নৈতিকতার সূরা বলেন।
- ❖ নামকরণ হয়েছে ৪র্থ আয়াতে উল্লেখিত الحجرات (হুজরাত = কক্ষসমূহ) শব্দ থেকে।

- ❖ মুসলমানদের শেখানো হয়েছে—রাসুল (সা) এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না; তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে বিনয়ের সাথে; নবির ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করা অশোভন আচরণ; নবির সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু করলে আমল নষ্ট হতে পারে।
- ❖ এ সুরায় ভ্রাতৃত্ব ও সমাজনীতি বর্ণিত হয়েছে।
- ❖ মুমিনদের পরস্পর ভাই হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।
- ❖ মুসলিমদের মধ্যে কলহ হলে সমঝোতা করতে হবে। যদি একটি দল অন্যায়ের পথে যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সাথে লড়াই করতে হবে এবং সমঝোতা করার সময় ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।
- ❖ বিদ্রূপ করা, উপহাস করা, মন্দ নামে ডাকা হারাম।
- ❖ গীবত, কুৎসা ও সন্দেহ এবং কারো ক্রটি অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❖ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত হলো সে, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন।
- ❖ মানবজাতিকে আল্লাহ বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে সৃষ্টি করেছেন পরিচয়ের জন্য, শ্রেষ্ঠতার জন্য নয়।
- ❖ ইসলামী সমাজে শাসকের দায়িত্ব হলো ন্যায়ভিত্তিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা।
- ❖ সত্য তথ্য যাচাই না করে গুজব ছড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (আয়াত ৬)। তথ্য যাচাই না করলে নিরপরাধের ক্ষতি হতে পারে।
- ❖ গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
- ❖ আয়াত ১-৫ : রাসুল (সা) এর সাথে আচরণের আদব।
- ❖ আয়াত ৬ : গুজবের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশ।
- ❖ আয়াত ৯-১০ : মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা করার নির্দেশ।
- ❖ আয়াত ১১ : বিদ্রূপ, উপহাস ও কুৎসা নিষিদ্ধ।
- ❖ আয়াত ১২ : সন্দেহ, গীবত ও ক্রটি অনুসন্ধান থেকে বাঁচার নির্দেশ।
- ❖ আয়াত ১৩ : তাকওয়াকে মর্যাদার মাপকাঠি ঘোষণা।
- ❖ আয়াত ১৪-১৫ : বেদুঈনদের ইসলাম গ্রহণের দাবি ও প্রকৃত ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য।
- ❖ সুরা হুজুরাত ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধানতুল্য শিক্ষা প্রদান করে।
- ❖ সুরা হুজুরাতের ২য় আয়াত হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমার (রা)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।
- ❖ সুরা হুজুরাতে নবি কারিম (সা) এর বিষয়ে ৩টি আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- ❖ কণ্ঠ নিচু করার পুরস্কার কুরআনে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার বলা হয়েছে।

সুরা নুর:

- ❖ সুরা নুর কুরআনের ২৪তম সুরা।
- ❖ আয়াত সংখ্যা: ৬৪।
- ❖ রুকু সংখ্যা: ৯।
- ❖ অবতীর্ণ স্থান: মদিনা।
- ❖ সুরা নুর পবিত্র কুরআনের ১৮তম পারায় অবস্থিত।
- ❖ নামকরণ হয়েছে ৩৫তম আয়াতে “আল্লাহ আসমান ও জমিনের নুর” (نور) থেকে।
- ❖ মূল বিষয়: সামাজিক নৈতিকতা, পারিবারিক জীবন, শালীনতা ও শুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা।
- ❖ সুরাটি বিশেষভাবে নৈতিক ও সামাজিক সংবিধান হিসেবে পরিচিত।
- ❖ ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ বেত্রাঘাত।
- ❖ ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে প্রকাশ্যে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ আছে।
- ❖ ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের দৃষ্টি সংযত রাখতে বলা হয়েছে।

- ❖ নারীদের জন্য শালীন পোশাক ও পর্দার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ❖ অপবাদ (قذف) প্রদানকারীর শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত।
- ❖ মুমিন নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া মারাত্মক গুনাহ।
- ❖ চারজন সাক্ষী ছাড়া ব্যভিচারের অভিযোগ করা যাবে না।
- ❖ আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনা (البراءة) এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে।
- ❖ গৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- ❖ দাস-দাসীদের মুক্তির ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।
- ❖ সুরার ৩৫ নম্বর আয়াতে বিখ্যাত 'আয়াতুন নুর' এসেছে। এ আয়াতে আল্লাহকে আসমান-জমিনের নুর বলা হয়েছে।
- ❖ আল্লাহর নুরের উপমা দেওয়া হয়েছে প্রদীপের আলো দ্বারা।
- ❖ দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ হলে لعان (শপথের নিয়ম) প্রণীত হয়েছে।
- ❖ মুসলিমদের সমাজে অশ্লীলতার প্রচারকারীদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।
- ❖ সূরা নুর একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও সামাজিক সংবিধান, যা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।
- ❖ সূরা নুর অবতীর্ণ হয় বনু মুস্তালিক যুদ্ধের সময়।
- ❖ বনু মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৫ম/৬ষ্ঠ হিজরিতে।
- ❖ বনু মুস্তালিক যুদ্ধের অপর নাম মুরাইসির যুদ্ধ।
- ❖ হযরত আয়েশা (রা) এর আরোপিত মিথ্যা অপবাদের জবাব দেওয়া হয়েছে সূরা নুরের ১১ নং আয়াতে।
- ❖ অনুমতি ছাড়া অপরের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে আইন করা হয় সূরা নুরের ২৭ নং আয়াতে।
- ❖ পুরুষদের দৃষ্টি অবনত ও লজ্জাস্থান হেফাজত রাখতে বলা হয়েছে সূরা নুরের ৩০ নং আয়াতে।
- ❖ নারীদের দৃষ্টি অবনত ও লজ্জাস্থান হেফাজত রাখতে বলা হয়েছে সূরা নুরের ৩১ নং আয়াতে।
- ❖ গাইরে মাহরাম (যাদের সাথে দেখা করা নিষিদ্ধ কিন্তু বিয়ে সিদ্ধ) এর তালিকা প্রদান করা হয়েছে সূরা নুরের ৩১ নং আয়াতে।
- ❖ মুসলিমদের একে অপরকে সালাম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সূরা নুরের ৬২ নং আয়াতে।
- ❖ পৃথিবীতে হৃদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে চল্লিশ দিনের বৃষ্টিপাত অপেক্ষা উত্তম।
- ❖ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে পাথর ছুঁড়ে মারার শাস্তিকে অস্বীকার করে খাওয়ারিজ সম্প্রদায়।
- ❖ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে পাথর ছুঁড়ে মারার শাস্তি হাদিসে মুতাওয়াতিহ দ্বারা প্রমাণিত।
- ❖ ব্যভিচার/ব্যভিচারিনীকে মুমিনদের জন্য বিবাহ করা হারাম।
- ❖ লিআন এর বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল হেলাল বিন উমাইয়া (রা) এর ব্যাপারে।
- ❖ ইফকের ঘটনায় জড়িত ছিলেন যে ৩জন সাহাবি হযরত মিসতাহ (রা), হযরত হাসসান (রা) এবং হযরত হিমনাহ (রা)।
- ❖ সূরা নুরে হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতের সংখ্যা ১০টি।
- ❖ ইফকের ঘটনার সাথে হযরত আয়েশা (রা) এর যে আত্মীয় (আবু বকর রা এর খালাত ভাই) জড়িত ছিলেন তিনি হলেন মিসতাহ ইবনে আসাসা (রা)।
- ❖ ইফকের ঘটনার পরে রাসুল (সা) এর কাছে ওহি আসা বন্ধ ছিল প্রায় ১ মাস।
- ❖ বনু মুস্তালিক যুদ্ধের সময় হযরত আয়েশা (রা) নিজ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সফওয়ান বিন মুআত্তাল আসসুলামি আযযাকওয়ানি (রা) তাকে নিয়ে মদিনায় আসেন।

লেকচার ০২: হাদিস স্টাডিজ

কিতাবুল ইমান:

- ❖ কিতাবুল ইমানের ১ম হাদিসে চারটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ইসলাম, ইমান, ইহসান ও কিয়ামতের নিদর্শন।
- ❖ ইসলামের ভিত্তি হলো ৫টি।
- ❖ ইহসান হলো- এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো।
- ❖ কিয়ামতের নিদর্শন: দাসী তার মালিককে জন্ম দেবে এবং নগ্নপায়ী মেঘপালকেরা অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে।
- ❖ কিতাবুল ইমানের ১ম হাদিসকে হাদিসে জিবরিল, উম্মুস সুন্নাহ ও উম্মুল আহাদিস বলা হয়।
- ❖ দ্বীনের মূল তিনটি বিষয়: ইমান, ইসলাম ও নিষ্ঠা।
- ❖ সুফিদের ভাষায় ইহসানকে বলা হয় তাসাউফ।
- ❖ হাদিসে জিবরিলের ঘটনা সুরা হুজরাত ২ নং আয়াতের প্রেক্ষাপটে ঘটে।
- ❖ ইমান অর্থ হলো বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য করা।
- ❖ ইসলাম অর্থ হলো বশ্যতা স্বীকার করা।
- ❖ ইহসান অর্থ হলো উত্তম আচরণ ও নিষ্ঠা।
- ❖ যাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করা।
- ❖ সালাত ফরজ হয় মিরাজের রাতে।
- ❖ যাকাত ফরজ হয় ২য় হিজরিতে।
- ❖ সাওম ফরজ হয় ২য় হিজরিতে।
- ❖ হজ ফরজ হয় ৯ম হিজরিতে।
- ❖ ইমানের শাখা হলো ৭০টিরও বেশি।
- ❖ ইমানের শ্রেষ্ঠ শাখা হলো—আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই বলা।
- ❖ ইমানের সর্বনিম্ন শাখা হলো—রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।
- ❖ ইমানের বিশেষ শাখা হলো লজ্জাশীলতা (হায়া)।
- ❖ “بضع” শব্দের অর্থ—টুকরো বা ৩ থেকে ৯ এর মধ্যে সংখ্যা।
- ❖ “الحياء” শব্দের অর্থ—লজ্জা, নম্রতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার গুণ।
- ❖ সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি ছিলেন আবু হুরায়রা (রা)।
- ❖ প্রকৃত মুসলিম সেই, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে।
- ❖ প্রকৃত মুহাজির সেই, যে আল্লাহর নিষেধকৃত কাজ ত্যাগ করে।
- ❖ প্রকৃত মুমিন হতে হলে রাসূল (সা)-কে সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে।
- ❖ আহলে কিতাব বলতে সাধারণত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বোঝানো হয়।
- ❖ ইমান, সালাত ও যাকাত ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।
- ❖ মুসলিম হওয়ার শর্ত হলো—নামাজ পড়া, কিবলা অনুসরণ করা ও মুসলিমদের জবাইকৃত পশু খাওয়া।
- ❖ কিবলা পরিবর্তন হয় ২য় হিজরিতে, মসজিদে বনু সালামায় নামাজ চলাকালীন সময়ে।
- ❖ ইসলাম, হিজরত ও হজ—এই তিনটি কাজ অতীতের সকল গুনাহ মুছে দেয়।
- ❖ দ্বীনের মূল হলো ইসলাম (কালিমাহ)।
- ❖ দ্বীনের স্তম্ভ হলো সালাত।
- ❖ দ্বীনের উচ্চ শিখর হলো জিহাদ।
- ❖ যে ব্যক্তি আমানতদার নয়, তার ইমান নেই।
- ❖ যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করে না, তার দ্বীন নেই।

- ❖ ইমানের স্বরূপ হলো—সৎকাজে আনন্দ পাওয়া ও অসৎকাজে কষ্ট পাওয়া।
- ❖ সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরিক করা।
- ❖ মুনাফিকের তিনটি আলামত: মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানত খিয়ানত করা।
- ❖ হাদিসে মুনাফিককে তুলনা করা হয়েছে—বানডাকা ছাগীর সাথে।

কিতাবুল ইলম:

- ❖ ইলম শব্দের অর্থ— জানা, বোঝা, অনুধাবন করা এবং ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের শক্তি।
- ❖ আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান প্রদান করেন।
- ❖ জ্ঞান বণ্টনকারী ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা)।
- ❖ উত্তম মানুষকে তুলনা করা হয়েছে সোনা-রূপার খনির সাথে।
- ❖ ঈর্ষা করা বৈধ কেবল দুজনকে: (১) জ্ঞানী বিচারক, (২) দানশীল ধনী।
- ❖ হাসাদ মানে হিংসা; এটি নাজায়েজ।
- ❖ গিবতাহ মানে ইতিবাচক ঈর্ষা; এটি জায়েজ।
- ❖ মৃত্যুর পর তিনটি সওয়াব চলমান থাকে: সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, নেক সন্তান।
- ❖ শেষ যুগে জ্ঞানকে উঠিয়ে নেওয়া হবে আলিমদের মৃত্যুর মাধ্যমে।
- ❖ মূর্থরা শেষ যুগে ফতোয়া প্রদানকারী ও নেতা হবে।
- ❖ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) লোকদেরকে বৃহস্পতিবারে নসিহত করতেন।
- ❖ রাসুল (সা) যেকোন কথা তিনবার বলতেন।
- ❖ রাসুল (সা) কোন গোত্রের নিকট গেলে তিনবার সালাম দিতেন।
- ❖ অন্যায় হত্যার একটি অংশের পাপ বহন করে কাবিল (কারণ সে প্রথম হত্যাকারী)।
- ❖ ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য পাখা বিছিয়ে দেন।
- ❖ আসমান-জমিনের সকল সৃষ্টিই ইলম অন্বেষণকারীর জন্য মাগফিরাত কামনা করে।
- ❖ আলিমরাই নবিদের উত্তরাধিকারী।
- ❖ নবিগণ ইলম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন।
- ❖ আলিমের মর্যাদা ইবাদতকারীর চেয়ে বেশি, যেমন পূর্ণিমার চাঁদ তারকারাজির ওপরে।
- ❖ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভয় করে আলিমরা।
- ❖ এক হাজার ইবাদতকারীর চেয়ে একজন ফকিহ উত্তম।
- ❖ অপাত্রে জ্ঞান দেওয়া হলো শূকরের গলায় মুজা বুলানোর মতো।
- ❖ মুনাফিকের মধ্যে একসাথে নৈতিকতা ও দ্বীনের সঠিক জ্ঞান থাকতে পারে না।
- ❖ ইলম অন্বেষণকারী ব্যক্তির পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যায়।
- ❖ ইলম জেনে গোপনকারীকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।
- ❖ রাসুল ﷺ এর হাদিস বর্ণনায় মিথ্যা বলা হলে আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।
- ❖ কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যাকারীর শাস্তি জাহান্নাম।
- ❖ তাফসির হলো বাহ্যিক ব্যাখ্যা, তাবিল হলো অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা।
- ❖ তাফসির দুই প্রকার: (১) তাফসির বিল মাছুর, (২) তাফসির বিল রায়।
- ❖ কুরআন নিয়ে অযথা তর্ক করা কুফরি।
- ❖ পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে কুরআন নিয়ে বাদানুবাদ করার কারণে।
- ❖ কুরআন ৭টি পঠনরীতিতে নাজিল হয়েছে।
- ❖ কুরআনের প্রতিটি আয়াতে দুটি অর্থ আছে: বাহ্যিক ও তাত্ত্বিক।
- ❖ কুরআন নাজিল হয়েছে ৭টি গোত্রের ভাষায় (যেমন কুরাইশ, তাই, হাওয়ায়েন ইত্যাদি)।

- ❖ ইলম মূলত ৩ প্রকার: (১) আয়াতে মুহকাম, (২) সুন্নাতে কায়েমা, (৩) ফরিজায়ে আদেলা।
- ❖ না জেনে ফতোয়া দেওয়া হলো বিশ্বাসঘাতকতা।
- ❖ ভুল ফতোয়ার গুনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে।
- ❖ কুরআনের পাশাপাশি রাসুল ﷺ গুরুত্ব দিয়েছেন ইলমে ফারাজে (উত্তরাধিকার জ্ঞান) শেখার বিষয়ে।
- ❖ রাসুল (সা) বলেছেন, মদিনার আলিমরা সর্বাধিক বিজ্ঞ।
- ❖ আব্বাহ প্রতি শতাব্দিতে দুইনকে সংস্কারের জন্য একজন মুজাদ্দিদ পাঠান।
- ❖ যারা দুইনের ইলম অবশেষে ব্যস্ত, তারা জান্নাতে নবিগণের নিকটতম স্তরে থাকবে।
- ❖ মৃত্যুর পরও চলমান সওয়াবের মধ্যে রয়েছে মসজিদ, কূপ, মুসাফিরখানা ইত্যাদি নির্মাণ, কুরআন, নেক সন্তান ইত্যাদি।
- ❖ ইবাদতের চেয়ে উত্তম হলো দুইনের ইলম অর্জন।
- ❖ সারারাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম হলো ইলম নিয়ে আলোচনা।
- ❖ রাসুল (সা) পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন শিক্ষক হিসেবে।
- ❖ দুইনের বিষয়ে ৪০টি হাদিস মুখস্থ করলে কাউকে ফকিহ বলা যায়।
- ❖ সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো ইলম শিক্ষা করা ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

কিতাবুল আদাব:

- ❖ ادب শব্দটি مأدبة থেকে গৃহীত।
- ❖ আদব বলতে প্রশংসনীয় কাজ ও কথাকে বোঝানো হয়।
- ❖ ইমাম সুযুতির (রহ.) মতে, চারিত্রিক মহৎ গুণাবলী লাভ করাই আদব।
- ❖ আদব হলো বড়দের সম্মান করা ও ছোটদের সাথে সদয় আচরণ করা।
- ❖ السلام শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দোষ থেকে মুক্ত থাকা।
- ❖ কুরআনে সালাম শব্দটি শান্তি ও নিরাপত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ❖ প্রথমে সালাম দেওয়া সুন্নাহ।
- ❖ সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব।
- ❖ অমুসলিমদের সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ।
- ❖ হযরত আদম (আ) কে আব্বাহর নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ❖ হযরত আদম (আ) এর উচ্চতা ছিল ৬০ গজ।
- ❖ আদম (আ) প্রথম সালাম দিয়েছিলেন ফেরেশতাদের।
- ❖ আদম (আ) এর প্রথম সালামের বাক্য ছিল: আসসালামু আলাইকুম।
- ❖ ফেরেশতারা আদম (আ) এর সালামের উত্তর দিয়েছিল: আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ বাক্যের মাধ্যমে।
- ❖ জান্নাতে মানুষ আদম (আ) এর আকৃতিতে প্রবেশ করবে।
- ❖ অপরকে খাবার খাওয়ানো ও পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া উত্তম।
- ❖ একজন মুমিনের উপর অন্য মুমিনের ৬টি অধিকার রয়েছে।
- ❖ মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম হলো সালাম।
- ❖ আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তিকে সালাম দেবে।
- ❖ পদব্রজে চলা ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দেবে।
- ❖ অল্পসংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে।
- ❖ রাসুল (সা) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সালাম দিতে নিষেধ করেছেন।
- ❖ রাসুল (সা) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জন্য পথ সংকীর্ণ করতে বলেছেন।
- ❖ ইহুদিদের সালামের উত্তরে ওয়া আলাইকা / ওয়া আলাইকুম বলা হয়।

- ❖ হযরত আয়েশা (রা) ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।
- ❖ রাস্তার হক: চক্ষু বন্ধ রাখা, কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, পথপ্রদর্শন করা।
- ❖ সালামের নেকি বাক্যের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ১০, ২০, ৩০ বা ৪০ হয়।
- ❖ আল্লাহর নিকট অগ্রগণ্য ব্যক্তি হলো যে প্রথমে সালাম দেয়।
- ❖ ইহুদিরা অঙ্গুলির ইশারায় সালাম দেয়।
- ❖ খ্রিস্টানরা হাতের তালু দ্বারা সালাম দেয়।
- ❖ লেখার সময় কানে কলম রাখলে কথা সহজে স্মরণ হয়।
- ❖ রাসুল (সা) হযরত যাবেদ বিন সাবিতকে (রা) সুরিয়ানি ভাষা শিখতে বলেছেন।
- ❖ আদম (আ) সৃষ্টির পরে প্রথম হাঁচি দিয়েছেন।
- ❖ হাঁচির মাধ্যমে আদম (আ) আল্লাহর প্রশংসা করেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ বলে।
- ❖ প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ুষ্কাল কপালে বা দু-চোখের মাঝে লেখা থাকে।
- ❖ আদম (আ) তার আয়ুর ৬০ বছর হযরত দাউদ (আ) কে দান করেছিলেন।
- ❖ মানুষ ভুলে যায় কারণ আদম (আ) তার দানকৃত আয়ু মনে রাখতে পারেননি।
- ❖ সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি হলো যে সালাম দিতে কৃপণতা করে।
- ❖ অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয় যে আগে সালাম দেয়।
- ❖ কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি নিতে তিনবার সালাম দিতে হয়।
- ❖ অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) ও হযরত আলি (রা)।
- ❖ অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করা যায় যখন কাউকে ডেকে পাঠানো হয়।
- ❖ রাসুল (সা) দরজার ডানে বা বামে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইতেন।
- ❖ কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যায় না যদি সে প্রথমে সালাম না দেয়।

লেকচার ০৩-০৪: সিরাতুন নবি

- ❖ আইয়াম শব্দের অর্থ: সময় বা যুগ।
- ❖ জাহেলিয়া শব্দের অর্থ: অজ্ঞতা বা তমসা।
- ❖ আইয়্যামে জাহেলিয়া অর্থ: তমসা বা অজ্ঞতার যুগ।
- ❖ পি. কে. হিদ্দির মতে, জাহেলিয়া হলো সেই যুগ যখন আরবে নবী বা ঐশী কিতাব ছিল না।
- ❖ আরব ঐতিহাসিকদের মতে হযরত ঈসা (আ.) তিরোধানের পর থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কালকে জাহেলিয়া যুগ বলা হয়।
- ❖ ইংরেজ পি. কে. হিদ্দি পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকে আইয়্যামে জাহেলিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।
- ❖ আরবগণ সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ।
- ❖ প্রাচীন আরবি শিলালিপিতে ইমরুল কায়েসকে সমস্ত আরবের রাজা বলা হয়েছে।
- ❖ গোত্রের প্রধানকে আরবে শেখ বলা হতো।
- ❖ যুদ্ধের মূল মন্ত্র: “Blood for blood”।
- ❖ সাতটি কবিতার সমষ্টি সাবআ মুয়াল্লাকা নামে পরিচিত।
- ❖ আদ বংশে নবী: হযরত হুদ (আ.)।
- ❖ ছামুদ বংশে নবী: হযরত সালিহ (আ.)।
- ❖ মহানবী (সা) এবং চার খলিফা মুস্তারাব/কুরাইশ বংশের।
- ❖ ফিহরের অন্য নাম: কুরাইশ।
- ❖ ঐতিহাসিক গীবন মতে, জাহেলিয়া যুগে আনুমানিক ১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

- ❖ মহানবী (সা) আবির্ভাবের পূর্বে লাভ, উজ্জাহ, মানাত ছিল প্রভাবশালী দেবতা।
- ❖ কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল।
- ❖ রাসুলের জন্ম: ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ, রবিউল আউয়াল ১২, সোমবার। জন্মের ৬ মাস আগে পিতা মারা যান।
- ❖ মাতার নাম: আমিনা। মাতার বংশ: বনু যোহরা। তিনি ৫৭৬ খৃ: ইন্তিকাল করেন।
- ❖ মা নবীর নাম রাখেন: আহমদ।
- ❖ দাদা নবীর নাম রাখেন: মুহাম্মদ।
- ❖ ধাত্রী মা: হালিমা সাদিয়া, ধাত্রী মা: সাদ গোত্র।
- ❖ দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইন্তিকাল: ৫৭৮ খৃ।
- ❖ ৫৮২ খ্রি: রাসুল (সা) সিরিয়া সফর করেন এবং খৃষ্টান পাদ্রী বুহায়রার সাথে সাক্ষাৎ হয়।
- ❖ হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠা: ৫৯৫ খৃ। প্রতিষ্ঠাতা: নবী মুহাম্মদ (সা)।
- ❖ ৫৯৫ খ্রি: নবী (সা) ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সী খাদিজা (রা) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
- ❖ ৬১০ খ্রি: হেরা পর্বতের গুহায় নবুওয়াতের সূচনা, সুরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নাজিল হয়।
- ❖ খাদিজা রা প্রথম নারী মুসলিম; আবু বকর রা প্রথম পুরুষ মুসলিম।
- ❖ ফাতরাতুল ওহি: নবুওয়াতের সাময়িক বিরতি, প্রায় ৩ বছর।
- ❖ ৬১৯/৬২০ খ্রি: আমুল হুজন (শোকের বছর), চাচা আবু তালিব ও খাদিজা রা ইন্তিকাল।
- ❖ ৬২১ খ্রি: মিরাজের ঘটনা, রজব মাসের ২৬-২৭ তারিখ।
- ❖ মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ আসে।
- ❖ হযরত আলী (রা): প্রথম কিশোর মুসলিম, বয়স ১০, উপাধি আসাদুল্লাহ।
- ❖ ৬২২ খ্রি: নবী মুহাম্মদ (সা) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত।
- ❖ মুসলমানগণ প্রথম হিজরত করেন ৬১৫ সালে আবিসিনিয়ায়। মোট ১৫ জন ছিল এর মাঝে ৪ জন মহিলা ছিল।
- ❖ মহানবী সাঃ কুরাইশ গোত্রের মাঝে উচ্চ মানসম্মত বনু হাশেম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।
- ❖ মিরাজ শব্দের অর্থ হলো সিড়ি। মিরাজের সময় প্রথম আসমানে দেখা হয় হযরত আদম (আ) এর সাথে।
- ❖ মিরাজের রাতে ৫০ ওয়াক্ত থেকে ৫ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে আসেন হযরত মুসা (আ) এর পরামর্শে।
- ❖ মদীনার আউস ও খাজরাজ গোত্র মহানবী (সা) কে মদীনা যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়।
- ❖ হিজরতের আগে কুরাইশদের আমানত ফিরিয়ে দেয়ার জন্য হযরত আলী (রা) কে দায়িত্ব দিয়ে যান।
- ❖ হিজরতের সময় সফর সঙ্গি হযরত আবু বকর (রা) এর সাথে পথিমধ্যে রাসুল (সা) সাওর গিরি গুহায় ৩ দিন অবস্থান করেছিলেন।
- ❖ হিজরতকে স্মরণীয় করে রাখতে হযরত ওমর (রা) হিজরী সন চালু করেন।
- ❖ হযরত ওমর (রা) এর স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মদ (সা) হিজরী ২য় সনে আযানের প্রবর্তন করেন।
- ❖ মদীনা সনদ বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান। এতে মুসলিম ও অমুসলিমদের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়। মুসলিম উম্মাহকে একটি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ইহুদিদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শর্ত রাখা হয়।
- ❖ বদর যুদ্ধ (৬২৪ খ্রি.): ১৭ রমজান, ২ হিজরি (১৩ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)। মুসলিম ৩১৩ বনাম কুরাইশ ১০০০, মুসলিম জয়। মুসলিম শহিদ- ১৪জন, কাফির নিহত- ৭০জন।
- ❖ উহুদের যুদ্ধ (৬২৫ খ্রি.): মুসলিমদের বিপর্যয়, ৭০ শহীদ মুসলিম, হযরত হামজা (রা) শহীদ।
- ❖ বীরে মাওনা (৬২৫ খ্রি.): ৭০ মুসলিম শহীদ।
- ❖ খন্দকের যুদ্ধ (৬২৭ খ্রি.): কুরাইশ ও মদীনা বিরোধী ১০,০০০, মুসলিম ৩,০০০, মুসলিম জয়।
- ❖ খায়বারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রি.): হযরত আলী (রা) নেতৃত্ব, জয়নবের বিষ প্রয়োগ।
- ❖ মুতা অভিযান (৬২৯ খ্রি.): তিন মুসলিম সেনাপতি শহীদ, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এর সাইফুল্লাহ উপাধি লাভ।
- ❖ হুনাইনের যুদ্ধ (৬৩০ খ্রি.): মুসলিম জয়।
- ❖ প্রথম কিবলা: বায়তুল মাকদাস; ২য় হিজরীতে কাবা কিবলা নির্ধারিত।

- ❖ মুহাম্মদ (সা) ৬ষ্ঠ হিজরির ষিলকদে ১৪০০ মুসলিম নিয়ে উমরা করতে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হুদায়বিয়া প্রান্তরে যাত্রাবিরতি করেন।
- ❖ দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয় এবং ১০ বছরের যুদ্ধবিরতি হয়।
- ❖ মক্কা বিজয় ঘটে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে, ৮ হিজরি, রমজান ১০/১৭/১৮/২০/২৩ তারিখ।
- ❖ বিদায় হজ্জে নবী যুল-হুলাইফা মীকাতে সাহাবীদের ইহরাম পরিধানের শিক্ষা দেন।
- ❖ আরাফাতে নবী (সা) জাবালে রহমত পাহাড়ে ভাষণ দেন।
- ❖ খুতবায় মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও সম্পদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়। দাস মুক্তি ও সদ্যবহারের নির্দেশ বিদায় খুতবায় দেওয়া হয়। নবী (সা) মুসলমানদের আত্মত্ব, সুদের নিষিদ্ধকরণ, রক্তের প্রতিশোধ বাতিলকরণ ও কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দেন।
- ❖ রাসুল (সা) এর পালক পুত্রের নাম য়ায়েদ বিন হারিস (রা)। আর খাদেমে রাসুল হলেন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)।
- ❖ রাসুল (সা) এর ২ কন্যা রোকাইয়া ও কুলসুমকে বিয়ে করার জন্য হযরত ওসমান (রা) কে জুননুরাইন উপাধি দেয়া হয়। এর অর্থ হলো দুই জ্যোতির অধিকারী।
- ❖ ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফেজে কুরআন শহীদ হন ৬৩২ সালে।
- ❖ জামেউল কুরআন বলা হয় হযরত ওসমান (রা) কে।

লেকচার ০৫: ইসলামি ব্যক্তিগত আইন

- ❖ নিকাহ শব্দের অর্থ মিলন বা বন্ধন।
- ❖ রাসুল (সা) বিবাহকে সুন্নাহ ও দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণতা বলেছেন।
- ❖ অবৈধ পথে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকলে বিবাহ ফরজ।
- ❖ যৌন চাহিদা প্রবল হলে বিবাহ ওয়াজিব।
- ❖ সাধারণ অবস্থায় বিবাহ সুন্নাহ।
- ❖ অধিকার আদায় অসম্ভব হলে বিবাহ মাকরুহ।
- ❖ ক্ষতির উদ্দেশ্যে বিবাহ হারাম।
- ❖ বিবাহের মূল রুকন হলো ইজাব ও কবুল।
- ❖ সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়।
- ❖ অভিভাবকের অনুমোদন নারীর বিবাহের শর্ত।
- ❖ দেনমোহর স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য অধিকার।
- ❖ অভিভাবক হতে হলে মুসলিম, ন্যায়পরায়ণ ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হতে হবে।
- ❖ স্থায়ীভাবে মাহরাম নারীদের সাথে বিবাহ হারাম।
- ❖ অস্থায়ীভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ যেমন—অন্যের স্ত্রী, ইদ্দতে থাকা নারী, স্ত্রীর বোন, চাচি।
- ❖ মৃতআ বিবাহ ইসলামে হারাম।
- ❖ বিবাহে খুৎবা প্রদান করা সুন্নাহ।
- ❖ তালাক বৈধ হলেও আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজ।
- ❖ তালাকের সংজ্ঞা হলো বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার বৈধ ঘোষণা।
- ❖ তালাক এ আহসান সবচেয়ে উত্তম তালাক।
- ❖ তালাক এ বিদঈ একসাথে তিন তালাক, যা গুনাহের কাজ।
- ❖ রিজঈ তালাকে ইদ্দতের মধ্যে স্বামী রুজু করতে পারে।
- ❖ বায়িন তালাকে নতুন বিবাহ ছাড়া ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।
- ❖ মুগাল্লাযাহ তালাকে স্ত্রী স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়।

- ❖ ইন্দত তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য বাধ্যতামূলক।
- ❖ ইন্দত তিন মাসিক, আর গর্ভবতী হলে সন্তান জন্ম পর্যন্ত।
- ❖ এক বা দুই তালাকের পর স্বামী ইন্দতের মধ্যে রুজু করতে পারে।
- ❖ তিন তালাকের পর হালালা ছাড়া ফেরত সম্ভব নয়।
- ❖ খোলা তালাক হলো স্ত্রীর দাবিতে দেনমোহর ফিরিয়ে দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ।
- ❖ ঈলা হলো স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক না করার শপথ।
- ❖ জিহার হলো স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা।
- ❖ লিয়ান হলো সাক্ষী ছাড়া ব্যভিচারের অভিযোগ তোলা।
- ❖ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ইন্দতকালীন ভরণপোষণ দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব।
- ❖ ফারাইয শাস্ত্রের রুকন ৩টি। ওয়ারিসদাতা, উত্তরাধিকারীগণ, উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য হক।
- ❖ কালালাহ শব্দের অর্থ হলো সন্তান-পিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি।
- ❖ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় যে সব ব্যক্তি: হত্যাকারী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, দাস/দাসী।

লেকচার ০৫: ধর্মপাঠ

হিন্দুধর্ম:

- ❖ হিন্দু ধর্মের ১০টি লক্ষণ: ধৃতি, ক্ষমা, শীত-তাপ সহিষ্ণুতা, চুরি না করা, মিথ্যা না বলা, দেহ-মনের নির্মলতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধীবিদ্যা, সত্য ও অক্ৰোধ।
- ❖ হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় নাম সনাতন ধর্ম।
- ❖ হিন্দু ধর্মের প্রধান ভিত্তি বেদ।
- ❖ বেদের কয়টি ভাগ ৪টি। ঋগবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।
- ❖ বেদের ৪টি ভাগের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ঋগবেদ।
- ❖ উপনিষদের অন্য নাম বেদান্ত।
- ❖ বর্তমানে ১১২টি উপনিষদের নাম জানা যায়।
- ❖ স্মৃতি সংহিতার সংখ্যা ২০টি।
- ❖ প্রশ্ন: রামায়ণ ও মহাভারতের মূল উপজীব্য বেদ ও উপনিষদের ভাষ্য।
- ❖ পুরাণ দুই প্রকার। মহাপুরাণ ও উপপুরাণ।
- ❖ বিষ্ণুর ১০ অবতার: মীন, কর্ম, বরাহ, প্রহ্লাদ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধদেব ও কণ্ঠ অবতার।
- ❖ হিন্দুধর্মের বর্ণগুলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।
- ❖ হিন্দুধর্মে দুঃখ মুক্তির চারটি মার্গ: জ্ঞান মার্গ, কর্ম মার্গ, যোগ মার্গ ও ভক্তি মার্গ।
- ❖ হিন্দু সমাজের মূল আরাধ্য দেবতার নাম বিষ্ণু।
- ❖ সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনসা।
- ❖ ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র।

বৌদ্ধ:

- ❖ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মহামতি গৌতম বুদ্ধ।
- ❖ কর্মবাদী এবং ঈশ্বর ও আত্মা নিরপেক্ষ ধর্ম বৌদ্ধধর্ম।
- ❖ বৌদ্ধধর্মের বিভাগ দুটি: হীনযান ও মহাযান।
- ❖ বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি গ্রন্থের নাম: ত্রিপিটক।
- ❖ ত্রিপিটক তিনটি পিটকের সংকলন।

- ❖ ত্রিপিটকের তিনটি পিটকের নাম: বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক ও অভিধম্ম পিটক।
- ❖ মহামতি বুদ্ধ ৪টি আর্ষসত্য লাভ করেছিলেন।
- ❖ ৪টি আর্ষসত্য: ১. জীবন দুঃখময়, ২. দুঃখের কারণ আছে, ৩. দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং ৪. দুঃখ নিরোধের উপায় আছে।
- ❖ অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো দুঃখ নিরোধের যে পথ যা অনুসরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- ❖ অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলো: সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।
- ❖ বৌদ্ধধর্মে কর্মকে ১২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
- ❖ নির্বাণ অর্থ আত্যন্তিক বিনাশ বা পূর্ণ বিলুপ্তি।
- ❖ নির্বাণ লাভের জন্য ১০টি অকুশল বা নিষেধ কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

ইহুদি:

- ❖ পৃথিবীর ধর্মসমূহের মধ্যে কেবল ইহুদি ধর্ম জন্মগতভাবে গ্রহণ করা যায়।
- ❖ ইহুদি ধর্মের আদিপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ.)।
- ❖ ইহুদি ধর্মের অনুসারীগণ জ্যাকবের বংশধর।
- ❖ ইহুদি ধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম Old Testament. আল-কুরআনে এর নাম তাওরাত।
- ❖ ইহুদি ধর্মের প্রবর্তকের নাম মোশী। আল-কুরআনে তাঁর নাম মুসা (আ.)।
- ❖ ইহুদি ধর্মের ইতিহাস প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন।
- ❖ ইহুদিগণ সপ্তাহের শনিবার দিন বিশেষভাবে উপাসনা করেন।
- ❖ মাসের ১০ তারিখে ইহুদিগণ বিশেষ প্রার্থনা করেন।
- ❖ ইহুদিদের উপাসনালয়ের নাম সিনাগগ।
- ❖ জেহোভা ইহুদি ধর্মানুসারে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, যিনি এক ও একক।
- ❖ জেহোভা ইহুদিদেরকে ১০টি বিশেষ কাজের নির্দেশ দান করেন।

খ্রীষ্টান:

- ❖ খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্ট। আল-কুরআনে তাঁর নাম ঈসা ইবন মারইয়াম (আ.)।
- ❖ খ্রিস্টধর্মের অনুসারীগণ বর্তমানে ২টি ভাগে বিভক্ত: ক্যাথলিক (Catholic) এবং প্রোটেস্ট্যান্ট (Protestant)।
- ❖ যীশুখ্রিস্ট ইসরাঈলের জুদিয়া রাজ্যের বথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেন।
- ❖ যীশু তাঁর প্রচার কাজের জন্য ১২ জন সহচর মনোনীত করেন।
- ❖ যীশু যেসব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন: দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিশক্তি দান, রোগীকে আরোগ্যকরণ, পায়ে হেটে সমুদ্র পার হওয়া ইত্যাদি।
- ❖ যীশুর আত্মগোপনের স্থান সম্পর্কে কেবল যীশুর ১২ জন শিষ্য জানতেন।
- ❖ যীশু আত্মগোপন অবস্থা থেকে তাঁর শিষ্য জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতায় বন্দি হন। মাত্র ৩০টি রৌপ্যমুদ্রার লোভে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে।
- ❖ খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরকে তিনটি রূপে: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর রূপে বিশ্বাস করা হয়।
- ❖ খ্রিস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল।
- ❖ বাইবেলের প্রধান দুটি অংশের নাম Old Testament বা পূর্বখ- এবং New Testament বা অন্তঃখ।
- ❖ কুরআন মাজীদের সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারইয়ামে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
- ❖ হযরত ঈসা (আ.) শৈশবে, দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলা শুরু করেন।

ইসলাম:

- ❖ ইসলামের মূল ভিত্তি ৫টি।
- ❖ প্রধান ফেরেশতা ৪ জন। হযরত জিবরাঈল, ইসরাফীল, মিকাইল ও আজরাঈল (আ.)।
- ❖ জাহিলী যুগে ফেরেশতাদের সম্পর্কে ধারণা প্রচলিত ছিল: ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর কন্যা এবং মানুষের উপাস্য।
- ❖ মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য ১০৪ খানা কিতাব প্রেরণ করেছেন।
- ❖ মহান আল্লাহ প্রেরিত প্রধান চারখানা কিতাব: যাবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল এবং আল-কুরআন।
- ❖ যাবুর কিতাব হযরত দাউদ (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে।
- ❖ তাওরাত কিতাব কার হযরত মুসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে।
- ❖ ইঞ্জিল কিতাব হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে।
- ❖ মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ১ লক্ষ ২৪ হাজার মতান্তরে ২ লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন।
- ❖ কুরআন মাজীদে সর্বমোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখিত রয়েছে।
- ❖ মহানবী (স) সালাতকে মুমিনের মিরাজ বলে ঘোষণা করেছেন।
- ❖ উত্তর:
- ❖ মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুসারে সালাত অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।
- ❖ কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ মতানুসারে ৮২টি স্থানে মহান আল্লাহ সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন।
- ❖ যাকাত অর্থ প্রশংসা করা, প্রাচুর্য লাভ করা বা সংশোধন করা।
- ❖ কুরআন মাজীদে যাকাতকে التَّطَهُّرُ পবিত্রকরণ এবং الزَّيَادَةُ বৃদ্ধিকরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
- ❖ যাকাতের নিসাব ৭.৫ তোলা সোনা বা ৫২.৫ তোলা রুপা কিংবা এর যে কোনো একটির সমপরিমাণ অর্থ।
- ❖ যাকাত ফরয হলে যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদের ২.৫% যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হয়।
- ❖ কুরআনের ঘোষণা অনুসারে ৮ শ্রেণির লোক যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।
- ❖ সাওম অর্থ বিরত থাকা বা আত্মসংযম করা।
- ❖ মহান আল্লাহ সাওমের প্রতিদান নিজ হাতে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।
- ❖ হজ্ব অর্থ ইচ্ছা বা অভিপ্রায় পোষণ, আগ্রহ ব্যক্ত করা, সুদৃঢ় প্রত্যয় বা সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- ❖ হজের নির্ধারিত সময় যিলকাদ ও যিলহজ্জ মাস।
- ❖ হজের নির্ধারিত কাজগুলো হলো: ইহরাম বাঁধা, সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা, আরাফা-মীনা-মুযদালিফায় অবস্থান করা, কুরবানী করা এবং কাবায় তাওয়াফ করা।
- ❖ সারা জীবনে হজ ১ বার পালন করা ফরয।
- ❖ মহানবী (সা)-এর ঘোষণা অনুসারে কবুল হজের একমাত্র প্রতিদান জাহ্নাত।
- ❖ মুসলিম উম্মাহর বার্ষিক মহাসম্মেলন ঘটে হজের মাধ্যমে।
- ❖ মহানবী (সা)-এর ঘোষণা অনুসারে সব মুমিন মিলে মূলত একটি দেহ সদৃশ।

লেকচার ০৬: ইসলামি সমাজনীতি

- ❖ আদর্শ পরিবার হলো- আদর্শ ও সুন্দর সমাজের অপরিহার্য উপাদান।
- ❖ বিশ্ব প্রকৃতির এক শাস্ত্র রূপ হলো- বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন।
- ❖ নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব হলো পুরুষের।
- ❖ “তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারের সাথে জীবন যাপন করো”- উক্তিটি মহান আল্লাহর।

- ❖ নফল রোজা রাখার ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।
- ❖ ইসলামী পরিবারের উৎপত্তি হয়েছিল হযরত আদম ও হাওয়া (আ) এর মাধ্যমে।
- ❖ স্ত্রীর মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব।
- ❖ স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামী হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
- ❖ কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে সর্বোচ্চ ৩ দিন কথা না বলে থাকতে পারে।
- ❖ “মানুষ স্বভাবতই সামাজিক প্রাণী। যে ব্যক্তি সমাজের সদস্য নয়, হয় সে দেবতা, নয়তো পশু।” বলেছেন, অ্যারিস্টটল।
- ❖ হাক্কুল ইবাদ অর্থ হলো- বান্দাহর হক।
- ❖ সফরে ৩ জন থাকলে একজনকে ইমাম নির্বাচন করতে হবে।
- ❖ আত্মীয়কে দান করলে ২ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়।
- ❖ আত্মীয় শব্দটি এসেছে আত্মা থেকে।
- ❖ আশেপাশের ৪০ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।
- ❖ আদল শব্দের অর্থ হলো- ন্যায়বিচার।
- ❖ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জন্য নিশ্চিত করা হয়- কল্যাণ।
- ❖ ইসলামী সমাজ গঠনে সর্বপ্রথম প্রাধান্য দিতে হয়- তাওহীদের।
- ❖ পূর্ণাঙ্গ সমাজ ব্যবস্থা প্রথম চালু হয়- মদিনায়।
- ❖ নুহ (আ) এর সময় প্রথম সমাজব্যবস্থায় বিধি নিষেধ বা আইন কানুন চালু হয়।
- ❖ ইসলামি সমাজের নাগরিক হবে সৎ ও চরিত্রবান।
- ❖ ارحام দ্বারা পবিত্র কুরআনে আত্মীয় স্বজনদের বুঝানো হয়েছে।
- ❖ “দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা যাবে না”- বাণীটি মহান আল্লাহর।
- ❖ অত্যন্ত অসহায় ও দরিদ্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করে মানব শিশু।
- ❖ পিতার আদেশ পালনে নিজেকে সপে দিয়েছিলেন ইসমাইল (আ)।
- ❖ সন্তানের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পিতার।
- ❖ মা ২ বছর পর্যন্ত সন্তানকে দুধ পান করাবে।
- ❖ দুই বছর দুধ পান করানোর বিষয়টি সুরা বাকারার ২৩৩ আয়াতে রয়েছে।
- ❖ মানুষের শিক্ষার শুরু হয় পরিবার থেকে।
- ❖ দুর্বল পারিবারিক বন্ধন উন্নত বিশ্বে বিপথগামী নাগরিক তৈরি করছে।
- ❖ “কন্যা সন্তানকে ঘৃণা করো না। কারণ আমি স্বয়ং কন্যা সন্তানের পিতা।” বাণীটি মহানবি (সা) এর।
- ❖ ইসলামে পিতা-মাতা প্রতি সদাচরণ ফরজ।
- ❖ পিতামাতার অধিকারের আরবী অনুবাদ হবে: حقوق الوالدين।
- ❖ মাতাপিতার সম্পদের ১/৩ অংশ ব্যয় করা যাবে ওসিয়তের জন্য।
- ❖ মাতাপিতাকে গালি দেয়া কবিরাত গুনাহ।
- ❖ আল্লাহর পরেই পিতামাতার স্থান।
- ❖ মাতার অধিকার পিতার অধিকারের ৩ গুণ।
- ❖ রাসুল (সা) পিতাকে তার সন্তানের জন্য বদদোয়া করতে নিষেধ করেছেন।
- ❖ মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য।
- ❖ পরিবার মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।
- ❖ পরিবার আদম ও হাওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়।
- ❖ গ্রিক সভ্যতায় পরিবারকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হতো।
- ❖ অ্যারিস্টটল পরিবারকে স্বাভাবিক মানবীয় সংস্থা মনে করতেন।

- ❖ ইসলামে মানব উৎকর্ষের ধারণা আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি অন্তর্ভুক্ত করে।
- ❖ জাহিলী যুগে নারীকে বিক্রয় করা হতো এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হতো।
- ❖ ঋতুস্রাব অবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ।
- ❖ হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।
- ❖ হিন্দু সমাজে নারী পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত।
- ❖ বৌদ্ধ ধর্মে নারীর দায় বেশি ধরা হতো।
- ❖ ইহুদী ধর্মে নারীকে পাপ ও মন্দের কারণ হিসেবে ধরা হতো।
- ❖ খৃষ্টধর্মে নারীর আত্মা নেই বলে ধরা হতো।
- ❖ আদম থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ❖ ইসলামে স্ত্রী ও স্বামীর সম্পর্ক পরিপূরক।
- ❖ পায়ুপথে সহবাস হারাম।
- ❖ দুটি কন্যা সন্তান লালন করলে জালাতে রাসুলের সাথে থাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে।
- ❖ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের ওপর বেশি।
- ❖ শিশুকে সৌজন্যবোধ শেখানো মায়ের দায়িত্ব।
- ❖ শিশুর উন্নত মন-মানসিকতা গঠনে মা দায়িত্বশীল।
- ❖ সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আকিকা করা সুন্নাহ।
- ❖ দারিদ্র্যের কারণে সন্তান/ক্রম হত্যা হারাম।
- ❖ শিশু মৌলিক চাহিদা পূরণ করা পিতার দায়িত্ব।
- ❖ পরিবার মানব সমাজের মূল একক।
- ❖ মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক।

লেকচার ০৭: ইসলামি অর্থনীতি

- ❖ যাকাত আদায় করার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের।
- ❖ বাংলাদেশে যাকাত বোর্ড চালু হয় ১৯৮২ সালের ৫ জুন।
- ❖ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক চালু হয় ১৯৮৩ সালে।
- ❖ যাকাত না দেওয়ার শাস্তি হলো- কেয়ামত দিবসে সেই সম্পদকে মারাত্মক বিষধর সাপে পরিণত করা হবে এমনকি সাপটি তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৭৮৪)
- ❖ অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের যাকাত হলো তার পক্ষ থেকে আইনানুগ অভিভাবককে তার সম্পদের যাকাত পরিশোধ করতে হবে।
- ❖ যৌথ মালিকানা থাকলে যতটুকু অংশের মালিক তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে।
- ❖ কুরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাকাতের কথা ৮২ বার বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের ১৯ টা সূরায় ৩২ জায়গায় জাকাতের কথা বলা হয়েছে।
- ❖ কোনো ভূমি মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের পর মুসলমানদের মাঝে বন্টন না করে কাফেরদের কাছেই রেখে দিলে তা খারাজ ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।
- ❖ সন্ধির মাধ্যমে বিজিত এলাকার ভূমি খারাজ ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।
- ❖ কাফের কোনো অনাবাদি ভূমি আবাদ করলে, চাই তা উশরী ভূমির পাশে হোক বা খারাজী ভূমির পাশে হোক, তা খারাজ ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।
- ❖ মুসলমান খারাজী ভূমির পাশের অনাবাদি ভূমি আবাদ করলে তা খারাজ ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।
- ❖ কাফের থেকে ভূমি ক্রয় করলে তা খারাজ ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।
- ❖ খারাজ আরবি শব্দ।

- ❖ খারাজের পরিমাণ ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- ❖ খারাজ আদায়ের পদ্ধতি ৩টি। মাসাহা (জমির আয়তনের উপর ভিত্তি করে), মুকাসামা (উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের উপর), মুকাতাআ (প্রদেয় কর এক কিস্তিতে বা নগদে)।
- ❖ কোনো জমিনের মালিকেরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেলে তাদের ভূমি উশরী হয়ে যাবে।
- ❖ মুসলিম সেনাপতি কোনো কাফের রাষ্ট্র বিজয়ের পর সে এলাকার জমি মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিলে তা উশরী জমিতে রূপান্তরিত হবে।
- ❖ কোনো অনাবাদী জমি মুসলমান আবাদ করলে তার পাশের জমি উশরী থাকলে তাও উশরী বলে সাব্যস্ত হবে।
- ❖ মুসলমান থেকে উশরী জমি কিনলে তা উশরী হিসেবেই বাকি থাকবে।
- ❖ যে ভূমির অবস্থা জানা নেই, তাও উশরী বলে ধর্তব্য হবে।
- ❖ কুরআনে করকে ইনফাক ও সাদাকাহ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ❖ মহান আল্লাহ ৩ ধরনের করের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।
- ❖ ইসলামের ওয় রুকুন হলো জাকাত।
- ❖ সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদের ১/৫ অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব হিসাবে জমা দিতে হবে।
- ❖ লাওয়ারিশ সম্পদের পূর্ণ অংশ বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে।
- ❖ খনিজ সম্পদে ১/৫ কর দিতে হবে।
- ❖ রিকাজের ক্ষেত্রে (গুপ্তধন) ১/৫ কর দিতে হবে।
- ❖ জরুরি কর (যারাইব) অর্থাৎ যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ অথবা বেকারত্ব দূরীকরণে জাকাত ও সাদকাহ ব্যতিত সরকারের পক্ষ থেকে বিত্তবানদের উপর যে কর আরোপ করা হয়।
- ❖ উৎপাদনের উপাদান চারটি।
- ❖ ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদান: ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- ❖ ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমির প্রকৃত মালিক আল্লাহ।
- ❖ শ্রম তিন প্রকার।
- ❖ বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবা নীতিতে আমানত গ্রহণ করে।
- ❖ পৃথিবীর সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণ করেন হযরত নুহ (আ)?
- ❖ ইসলামী অর্থনীতিতে ৩ ধরনের উদ্যোক্তা দেখা যায়।
- ❖ মালিকানার আরবি প্রতিশব্দ ملكية।
- ❖ ইসলামী অর্থনীতিতে নিরঙ্কুশ মালিক মহান আল্লাহ।
- ❖ মৃত ব্যক্তির ৩টি কাজ মৃত্যুর পরেও চলমান থাকে কয়টি।
- ❖ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত।
- ❖ জাবিল ফুরুজ: যাদের অংশ কুরআন ও হাদিস দ্বারা নির্ধারিত।
- ❖ জাবিল ফুরুজ: ১২ জন।
- ❖ জাবিল আরহাম: মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় যারা জাবিল ফুরুজ নয়।
- ❖ আসাবা বলতে বোঝায় এমন উত্তরাধিকারীদেরকে যারা নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করার পর অবশিষ্ট সম্পূর্ণ সম্পদের অধিকারী।
- ❖ উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ ৪টি।
- ❖ কুরআন অনুসারে কোন ব্যক্তি তার সম্পদের ১/৩ অংশ অসিয়ত করতে পারবে।
- ❖ মীরাস শব্দের অর্থ উত্তরাধিকার।
- ❖ জাবিল ফুরুজ এ পুরুষ ৪ জন।
- ❖ জাবিল ফুরুজ এ নারীর সংখ্যা ৮ জন।
- ❖ ব্যয়ের কুরআনিক পরিভাষা ইনফাক।

- ❖ ইসলামে স্ত্রীর মোহরানা আদায় করা ফরজ।
- ❖ সুদের আরবি প্রতিশব্দ রিবা।
- ❖ রিবা শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া।
- ❖ জুয়ার আরবি প্রতিশব্দ মাইসির।
- ❖ ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে মূলত ইসলামের ইহসানের নীতি অনুসরণ করা হয়।
- ❖ ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী বীমার প্রকারগুলো: লাইফ তাকাফুল, জেনারেল তাকাফুল ও স্যোশাল তাকাফুল।
- ❖ ইসলামী সাধারণ বীমার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বীমাব্যবস্থা নৌ-বীমা।
- ❖ নৌ-বীমার শুরু হয় ১১৮২ সালে।
- ❖ ইসলামী বীমার প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় সুদানে, ১৯৭৯ সালে।
- ❖ ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে প্রকৃত বিপ্লব সাধিত হয়- মালয়েশিয়ায়, ১৯৮৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে।
- ❖ ইউরোপে ইসলামী বীমা বিস্তারে দারুল মাল আল-ইসলামী ভূমিকা পালন করে।
- ❖ বাংলাদেশে ইসলামী বীমার যাত্রা শুরু হয় ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে।
- ❖ বাংলাদেশের প্রথম বীমা প্রতিষ্ঠান ইসলামী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড।
- ❖ ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণে ও বিনিয়োগে মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতি অনুসরণ করে।
- ❖ কাফালাহ: শিওরিটি বা গ্যারান্টি চুক্তি।
- ❖ ইসলামী বীমায় গ্রাহকগণ মূলত বীমার অংশীদার।
- ❖ বীমা একটি Mutual সংস্থা।
- ❖ তাকাফুল শব্দের অর্থ হলো একে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা।
- ❖ দিয়াত শব্দের অর্থ হলো রক্তপণ।
- ❖ কাফালা (জামানতদারী) ২ প্রকার। ক. কাফালা আন নাফস খ. কাফালা আল মাল।
- ❖ ইসলামী বীমায় ২ টি হিসাব খোলা থাকে। ক. বীমাকারীর হিসাব খ. সাধারণ হিসাব।
- ❖ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বীমা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে।
- ❖ ইসলামী সাধারণ বীমা মোট ৩ প্রকার। যথা- ক. সম্পত্তি বীমা খ. দায় বীমা গ. অন্যান্য বীমা
- ❖ পৃথিবীতে প্রথম বীমা চালু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০ অব্দে ভূমধ্যসাগরের পাশে।
- ❖ অগ্নিবীমা প্রথম প্রবর্তন হয় ১৬৮৪ সালে লন্ডনে।
- ❖ আধুনিক বীমার যাত্রা ১৭০৫ সালে Amicable Society for Perpetual Assurance নামে।
- ❖ ইসলামী বীমার উৎপত্তি হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে (৬০১-৭০০)।
- ❖ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামী বীমার উৎপত্তি হয়েছে ১৯৭৯ সালে Islamic Insurance Company of Sudan নামে।
- ❖ Islamic Insurance Company of Sudan তার প্রথম বৈদেশিক শাখা স্থাপন করে সৌদি আরবে।
- ❖ মালেশিয়া প্রথম তার ইসলামিক ইন্সুরেন্স চালু করে ১৯৮৪ সালে তাকাফুল এ্যাক্ট-১৯৮৪ অনুযায়ী। প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো সিয়ারিকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া বারহাদ নামে।
- ❖ বাংলাদেশে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রথম চালু হয় ১৯৭৩ সালে।
- ❖ ১৯৭৪ সালে আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি বাংলাদেশে চালু হয়।
- ❖ ১৯৮৫ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম বীমা ব্যবস্থা চালু হয়। তার নাম ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি।
- ❖ ১৯৯৯ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ইসলামী বীমা প্রথম চালু হয়।

- ❖ এখন পর্যন্ত দেশে ১৩টি ইসলামি জীবন বীমা কোম্পানি ও ৫টি ইসলামি সাধারণ বীমা কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- ❖ ইসলামী ইন্সুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্সুরেন্স কোম্পানি প্রথম বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
- ❖ ফারহাস্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালের ৩০ মে।
- ❖ আবিস্কৃত সম্পদের মালিক আবিস্কারকই।
- ❖ মানুষকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আমানত হিসাবে।
- ❖ ইসলামে সম্পদের অবাধ মালিকানা স্বীকৃত নয়।
- ❖ পুঁজিবাদে পুঁজিপতির ক্ষমতা সীমাহীন।
- ❖ সমবায় প্রথা উৎপত্তির উৎস হলো আল কুরআন।
- ❖ হত্যাকারীর ওয়ারিশের হুকুম হলো হত্যাকারী ওয়ারিশ স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।
- ❖ মৃতের উত্তরাধিকারী অন্য ধর্মের অনুসারী হলে সে মৃতের সম্পত্তির অংশীদার হবে না।
- ❖ পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে ওয়ারিশ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ❖ আসাবাগণকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।
- ❖ মোহামেডান ল গ্রন্থের লেখক হলো- মি. রামজে।
- ❖ ইসলামের উত্তরাধিকারী আইন বৈজ্ঞানিক ও নির্ভুল- বলেছেন মি. রামজে।

লেকচার ০৮: ইসলামি রাষ্ট্রনীতি

- ❖ মানুষের জীবনের সবচেয়ে প্রভাবশালী সমস্যা হলো রাজনৈতিক সমস্যা।
- ❖ কুরআন মাজীদের সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা রয়েছে।
- ❖ হযরত রাসুলুল্লাহ (সা) মদীনাতে একটি আদর্শিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- ❖ মানব সমাজের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠনের নাম রাষ্ট্র।
- ❖ সামসময়িক মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ State শব্দের পরিবর্তে Political System পরিভাষা ব্যবহার শুরু করেছেন।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য নব্যুত্থের প্রতিনিধিত্ব করা।
- ❖ আল্লাহর ঘোষণা অনুসারে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃতি ও দায়িত্ব- মানুষকে সৎ কাজে আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তাআলা।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্র আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল এবং তাঁদের প্রকৃত অনুসারী উলুল আমরের আনুগত্য ঘোষণা করে।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। সব মানুষ সমবিচার পাবেন।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রে আইনের প্রধান উৎস ৪টি। আল-কুরআন, আল-হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রে আইনের ৫টি অপ্রধান উৎস হলো- ইজতিহাদ, ইসতিহসান, ইসতিসলাহ, ইসতিদলাল ও ইসতিসহাব।
- ❖ ইসতিহসান অর্থ সুন্দর করা, ভালো মনে করা, পছন্দনীয় বা কল্যাণকর কাজে মনোযোগ দেওয়া ইত্যাদি।
- ❖ ইসতিহসানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইমাম আবু হানীফা (র)।
- ❖ ইমাম শাফিঈ (র) ইসতিহসাবুল হালকে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন।
- ❖ ইমাম মালিক (র) প্রতিষ্ঠিত নীতি ইসতিসলাহ।
- ❖ আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন যেন তারা একে-অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।
- ❖ হযরত রাসুলুল্লাহ (সা) আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুনাত আঁকড়ে ধরার আদেশ দিয়েছেন।

- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রের উপাদানগুলো হলো- স্বাধীন ভূ-খণ্ড, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, মুসলিম জনগণ, ইসলামি সরকার ও শাসনতন্ত্র, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শুরা।
- ❖ খিলাফত অর্থ প্রতিনিধিত্ব ও স্থলাভিষিক্ত।
- ❖ শীআদের মতে, ইমামত হযরত আলী (রা)-এর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রে সালাত কায়মের কাজ শাসন বিভাগ করবে।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রে যাকাত আদায়ের কাজ শাসন বিভাগ করবে।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নিরাপত্তা বিধান শাসন বিভাগ করবে।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রে ২ ধরনের নাগরিক রয়েছে: মুসলিম নাগরিক ও অমুসলিম বা জিম্মি নাগরিক।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ১. রাজনৈতিক, ২. সামাজিক, ৩. অর্থনৈতিক ও ৪. ধর্মীয় অধিকার ভোগ করে থাকেন।
- ❖ রাষ্ট্রপতি যখন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় তখন সর্বোত্তম জিহাদ- তাঁর সামনে সত্য কথা বলা।
- ❖ আল্লাহর ঘোষণা অনুসারে নারী যা উপার্জন করে তা নারীর প্রাপ্য (সুরা নিসা, আয়াত ৩২)।
- ❖ “হালাল জীবিকা উপার্জন করা ফরযের পরে ফরয।”-হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাণী।
- ❖ যার আমানতদারিতা নেই তার ইমান নেই।
- ❖ ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণ জিজিয়া নামক নিরাপত্তা কর প্রদান করেন।
- ❖ ইসলামি গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি তাওহীদ, রিসালাত, খিলাফাত ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।
- ❖ মজলিসে শুরার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ তাকওয়া।
- ❖ মজলিসে শুরা ২ স্তরবিশিষ্ট আইন পরিষদ বা পরামর্শ সভা।
- ❖ মুসলিম জাতির নাম মুসলিম আল্লাহ তাআলা রেখেছেন।

লেকচার ০৯: বিভিন্ন বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

গণিত:

- ❖ আল-খাওয়ারিজমি বীজগণিতের জনক। তিনি খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন।
- ❖ আল-খাওয়ারিজমির গ্রন্থ আল-জাবর-আল-মুকাবেলা ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক ছিল।
- ❖ আল-খাওয়ারিজমি পাটিগণিতের হিন্দাসী রচনা করেন।
- ❖ আল-বাত্তানি ত্রিকোণমিতির অনুপাত প্রকাশ করেন।
- ❖ আবুল ওয়াফা ত্রিকোণমিতির তালিকা প্রণয়ন করেন।
- ❖ আবুল ওয়াফা সাইন উপপাদ্য ও গোলাকার ত্রিভুজের সম্পর্ক স্থাপন করেন।
- ❖ ওমর খৈয়াম দ্বিঘাত, ত্রিঘাত ও ঘন সমীকরণ সমাধান করেন।
- ❖ আল ফারাবী গণিত বিষয়ে বিশ্বকোষ রচনা করেন।
- ❖ হিসাবুল জাবর গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।
- ❖ গণিতশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের জননী বলা হয়।
- ❖ ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুবাদ শুরু করেন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ।
- ❖ ত্রিকোণমিতিতে শূন্য থেকে ৯০° সাইন নির্ধারণ করেন আল-বেরুনী।
- ❖ ত্রিকোণমিতিকে জ্যোতির্বিদ্যা থেকে আলাদা করেন নাসিরুদ্দীন তুসী।

রসায়ন:

- ❖ রসায়নকে আরবরা আল কিমিয়া বলতেন।
- ❖ জাফর আস সাদিক জাবির ইবনে হাইয়ানের শিক্ষক ছিলেন।

- ❖ জাবির ইবনে হাইয়ান আধুনিক রসায়নের জনক।
- ❖ জাবির ইবনে হাইয়ান উসুলুল কিমিয়া রচনা করেন।
- ❖ আল রাজি সালফিউরিক এসিড আবিষ্কার করেন।
- ❖ আল রাজি রসায়ন বিষয়ে ১২টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।
- ❖ আল-বিরুনি ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
- ❖ আন-নাবতি রসায়ন বিষয়ে উসুলুল কাবির গ্রন্থ রচনা করেন।

মেডিসিন:

- ❖ আল-রাজি কিডনি ও গলব্লাডারের পাথরের উপর গবেষণা করেন।
- ❖ আল-রাজি আল জুদারি ওয়াল হাসবাহ গ্রন্থ রচনা করেন।
- ❖ ইবনে রুশদ কিতাব আল কুলিয়াত ফি আল তিব্ব লিখেছেন।
- ❖ আলি আত-তাবারি ফেরদৌস উল হিকমা রচনা করেন।
- ❖ আলি আল মাওসুলি চোখের ছানি অপারেশনে পারদর্শী ছিলেন।
- ❖ আলি আল মাওসুলি তাজকিরাতুল কাহহালিন রচনা করেন।
- ❖ ইবনে সিনা আল কানুন ফিত-তিব রচনা করেন।
- ❖ ইবনে সিনা ক্যানন গ্রন্থে প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের সব জ্ঞান সংকলন করেন।
- ❖ আল-জাহরাভি আধুনিক শল্যচিকিৎসার জনক।
- ❖ আল-জাহরাভি কিতাবুল তাসরিফ ৩০ খণ্ডে লিখেছেন।
- ❖ জাবির ইবন হাইয়ান চিকিৎসা বিষয়ে প্রায় ৫শত গ্রন্থ রচনা করেন।
- ❖ আল-কিন্দী চিকিৎসা বিষয়ে ২৭টি গ্রন্থ রচনা করেন।
- ❖ আল-হাবী গ্রন্থটি আল-রাযীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা গ্রন্থ।
- ❖ আল-রাযী শিশুরোগকে ২৩ ভাগে ভাগ করেন।
- ❖ হাসান ইবন নুহের বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থ: কিতাবুল গানা ওয়াল মানা।
- ❖ ইউরোপে শল্যচিকিৎসায় পথপ্রদর্শক আবুল কাসেম খালাফ যাহরাবী।
- ❖ চোখের ছানি অপসারণে প্রথম ফাঁপা সুই ব্যবহার করেন আবুল কাসিম আম্মার।
- ❖ হাসান ইবন হাইসামের শ্রেষ্ঠ অবদান: কিতাবুল মানাযির।
- ❖ আল-বেরুনী চিকিৎসা বিষয়ে ফার্মাসি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।
- ❖ আল-রাযী জ্বরকে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা বলে ব্যাখ্যা করেন।
- ❖ শিশুরোগ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন আল-রাযী।

ভূগোল:

- ❖ আল-বিরুনি ভূগোলের অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ণয় করেন।
- ❖ আল-বেরুনী পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন।
- ❖ আল-বিরুনি জোয়ার-ভাটার বৃদ্ধি ও হ্রাস নির্ণয় করেন।
- ❖ আল-বিরুনি পৃথিবী বৃত্তিক গতিতে ঘোরে উল্লেখ করেন।
- ❖ আল-বিরুনি বর্ষপঞ্জি ও ভূগোল নিয়ে আল আসারুল বাকিয়াহ লিখেছেন।
- ❖ আল ইদ্রিস আল কিতাব আল রজারী গ্রন্থে ৭০টি মানচিত্র অঙ্কন করেন।
- ❖ মুসা আল খাওয়ারিজমি সাতটি মহাদেশের ধারণা প্রদান করেন।
- ❖ মুসা আল খাওয়ারিজমি সুরত আল আরদ রচনা করেন।
- ❖ আল মাসউদি পৃথিবীকে গোলাকার হিসাবে নিশ্চিত করেন।

- ❖ ইয়াকুত মার্ভ বিখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ।
- ❖ ইবনে বতুতা একজন পর্যটক ও ভূগোলবিদ।
- ❖ মুকাদ্দিমা গ্রন্থের রচয়িতা ইবনে খালদুন।
- ❖ আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আহমদ আল-মাকদিসি একজন স্পেনের ভূগোলবিদ।
- ❖ মুসলিম জ্যোতির্বিদরা সাধারণত অ্যাস্ট্রোল্যাব ব্যবহার করতেন।

জ্যোতির্বিদ্যা:

- ❖ আল-বাত্তানি বছরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন।
- ❖ আল-বাত্তানীর লেখা আল-জিজ আল-সাবি ল্যাটিনে অনূদিত হয়।
- ❖ ইবনে ইউনুস সময় নির্ণয়ে পেডুলাম ব্যবহার করেন।
- ❖ ইবনুল হাইসাম আলো-ছায়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন।
- ❖ ইবনুল হাইসাম আলোকে সরল তরঙ্গ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন।
- ❖ ইবনুল হাইসামের আবিষ্কারের সূত্রে ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়।
- ❖ ইবনুল হাইসাম রিফলেকশন তত্ত্বের জনক।
- ❖ জ্যোতির্বিদ্যা প্রাচীনতম প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।
- ❖ ইবন সিনা জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র ও মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।
- ❖ এস্ট্রোফিজিক্স হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি শাখা।

পদার্থবিদ্যা:

- ❖ আল-বেরুনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিয়ে গবেষণা করেন।
- ❖ আল-খাজিনি কিতাব মিয়ান আল-হিকমাহ লিখেছেন।
- ❖ আল-বিরুনি ১৮ প্রকার ধাতু ও পাথরের ঘনত্ব নির্ণয় করেন।
- ❖ আল-বিরুনি বলবিদ্যা ও গতিবিদ্যার সমন্বয় করেন।
- ❖ আবদুস সালাম তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখেন।
- ❖ আবদুস সালাম ইলেকট্রোউইক ইউনিফিকেশন তত্ত্ব প্রবর্তন করেন।
- ❖ আবদুস সালাম ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ❖ জামাল নজরুল ইসলাম মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেন।
- ❖ জামাল নজরুল ইসলাম The Ultimate Fate of The Universe লিখেছেন।
- ❖ জামাল নজরুল ইসলাম ২০০১ সালে একুশে পদক লাভ করেন।
- ❖ মুসলমানরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে পদার্থবিদ্যা চর্চা করেছেন।

স্থাপত্যবিদ্যা:

- ❖ প্রথম কিবলা ছিল জেরুজালেম। পরে কিবলা পরিবর্তন হয়ে মক্কা হয়।
- ❖ Hypostyle হলো- স্তম্ভ-সমর্থিত প্রার্থনাকক্ষ।
- ❖ প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় ৬২২ সালে। তার নাম মসজিদ-ই কুবা।
- ❖ মসজিদে নববির মাপ ছিল ৫৩×৫৬ মিটার।
- ❖ মুসলিমরা জাহাজ নির্মাণ প্রযুক্তি হযরত উসমান (রা) সময় শুরু করেন।
- ❖ কুবাভুস সাখরা প্রথম গম্বুজ নির্মাণের ঐতিহাসিক স্থাপনা। আব্বাসীয় আমলে বাগদাদ শহর প্রতিষ্ঠা।
- ❖ রাব্বা মসজিদ ও বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর।
- ❖ মিশরীয়রা রসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে কাচ আবিষ্কার করেন।

সার্জারি:

- ❖ আল-জাহরাভি আধুনিক শল্যচিকিৎসার জনক।
- ❖ আল-জাহরাভি ৩০ খণ্ডে চিকিৎসা বিশ্বকোষ লিখেছেন।
- ❖ আল-জাহরাভি ইউরোপে চিকিৎসাশাস্ত্রে অনুকরণীয় ছিলেন।
- ❖ ইবনে সিনা ইসলামের গ্যালেন নামে পরিচিত।
- ❖ ইবনে সিনা ক্যানন গ্রন্থে চিকিৎসা নিয়ম-কানুন প্রকাশ করেছেন।
- ❖ আল-রাজি শল্যচিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন।
- ❖ আল মওসুলি কিতাবুল মুনতাকাব ফি ইলাজিল আইন লিখেছেন।
- ❖ সার্জারি বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন আবুল কাসিম আয-যাহরাবী।
- ❖ আলী তাবারী ও আল-রাযী শল্যচিকিৎসা পূর্ণতা দান করেন।

আল খাওয়ারিজমি:

- ❖ আল খাওয়ারিজমি ৭৮০ সালে খাওয়ারিজমে জন্মগ্রহণ করেন।
- ❖ তার পুরো নাম মুহাম্মদ ইবনে মুসা ইবনে শাকীর আল খাওয়ারিজমি।
- ❖ আধুনিক উজবেকিস্তানের খিভা তার জন্মভূমি।
- ❖ আল খাওয়ারিজমি বীজগণিতের জনক।
- ❖ তাকে মুসলিম জাতির নিউটন বলা হয়।
- ❖ তিনি বায়তুল হিকমার পরিচালক ছিলেন।
- ❖ তিনি চারজন আব্বাসীয় খলিফার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।
- ❖ তিনি বীজগণিত ও পাটিগণিত পৃথক করেছেন।
- ❖ তিনি আল জাবর ওয়াল মুকাবালা রচনা করেন।
- ❖ জাবর শব্দ থেকে আলজেবরা শব্দের উৎপত্তি।
- ❖ ৮২৫ সালে কিতাবুল জামা ওয়াল তাফরিক বি হিসাবিল হিন্দ রচনা করেন।
- ❖ ভারতীয় সংখ্যা প্রণালী ছড়িয়ে দিতে অবদান রাখেন।
- ❖ খলিফা মামুনের অনুরোধে ইলমুল হিসাব গ্রন্থ রচনা করেন।
- ❖ পৃথিবীর মডেল সুরাতুল আরদ তৈরি করেন।
- ❖ পৃথিবীকে ৭টি ইকলিমে ভাগ করেন।
- ❖ তার পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থের নাম হিন্দাসী।
- ❖ গণিতে আল জাবরের ভাগ ৫টি।
- ❖ ৮৫০ সালে আল মুতাওয়াঙ্কীলের শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে সিনা:

- ❖ ইবনে সিনার পুরো নাম আবু আলী আল হুসায়ন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা।
- ❖ তিনি ৯৮০ সালে খারমাইন, উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।
- ❖ মাত্র ১০ বছর বয়সে কুরআনের হাফেজ হন।
- ❖ মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিখ্যাত চিকিৎসক হয়ে ওঠেন।
- ❖ ২১ বছর বয়সে আল মাজসুয়া বিশ্বকোষ রচনা করেন।
- ❖ কিতাবুশ শিফা ও কানুন ফিত তিব্ব গ্রন্থ রচনা করেন।
- ❖ পেটের পীড়ায় ভুগে ১০৩৭ সালে মারা যান।
- ❖ গ্রন্থসমূহ: আন নাযাহ, কিতাবুল ইনসাফা, সাদিদিয়া।

- ❖ ভেষজ বিদ্যায় Cannonmedicina নকশা করেন।
- ❖ হানাফি মাযহাবভুক্ত সুন্নি ছিলেন।
- ❖ কানুন ফিত তিব্ব-এ ৭৬০ ঔষধের বর্ণনা রয়েছে।
- ❖ ইউরোপে প্রাচ্যের গ্যালেন নামে পরিচিত।

জাবির ইবনে হাইয়ান:

- ❖ পূর্ণ নাম আবু আব্দুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান।
- ❖ জন্ম খুরাসানের তুস নগরে ৭২১ বা ৭২২ সালে।
- ❖ ইমাম জাফর তাঁকে রসায়নে উৎসাহ দেন।
- ❖ গ্রন্থ: কিতাবুল বুরহান, কিতাবু কিমানুল মাআদীন, কিতাবুল হাজর, কিতাবুল মুলক, কিতাবুল আসরার।
- ❖ ফিহরিস্ত অনুসারে ২ হাজারের বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি।
- ❖ মৃত্যু ৭৭৬ বা ১১৬ হিজরী।
- ❖ ইমাম জাফর সাদিকের শিষ্য।
- ❖ নাইট্রিক এসিড আবিষ্কার করেছেন তিনি।
- ❖ রসায়নশাস্ত্রে মৃত ও জীবিত পদার্থ ভাগ করেছেন।

আল-বেরুনি:

- ❖ পূর্ণ নাম আবু রাইহান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-বেরুনি।
- ❖ জন্ম: ৫ সেপ্টেম্বর ৯৭৩ খ্রি।
- ❖ মৃত্যু: ১২ ডিসেম্বর ১০৪৮ খ্রি।
- ❖ উপাধি: “পূর্বের এরিস্টটল”।
- ❖ গ্রন্থ: কিতাবুল হিন্দ, আল-কানুন আল-মাসউদি, আল-আসারুল বাকিয়া, কিতাব আল-সাইদালা, তাহাদিদ আল আমাকিন, কিতাবুত তাহফীম।
- ❖ ভূগোল: পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ধারণ করেছেন।
- ❖ জ্যোতির্বিদ্যা: গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচল ব্যাখ্যা করেছেন।
- ❖ গণিতে sine ও cosine ব্যবহার করেছেন।
- ❖ বীজগণিতের লগারিদম আবিষ্কার করেছেন।
- ❖ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রবর্তক তিনি।
- ❖ ইউরোপীয় সমালোচকরা তাকে বিশ্বকোষ বলে অভিহিত করে থাকেন।

আল-কিন্দি:

- ❖ পূর্ণ নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দি।
- ❖ জন্ম কুফা, ইরাক, আনুমানিক ৮০১ খ্রি।
- ❖ মুসলিম পেরিপ্যাটোটিক দার্শনিকের জনক।
- ❖ গ্রীক ও হেলেনীয় দর্শন আরবিতে পরিচিত করেন।
- ❖ ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি মুসলিম ও খ্রিস্টান বিশ্বের কাছে পরিচিত করেন।
- ❖ কম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
- ❖ ইসলামী ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে দর্শন সংযোগ স্থাপন করেন।
- ❖ মৃত্যু ৮৭৩ খ্রি।

লেকচার ১০: ইসলামে মানবাধিকার

মানবাধিকারের মূল বৈশিষ্ট্য:

- ❖ সার্বজনীনতা (Universality)
মানবাধিকার বিশ্বজনীন এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা জাতীয়তা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।
- ❖ সহজাত (Inherent):
এই অধিকারগুলো মানুষের জন্মগত, যা তাকে কেউ দিতে পারে না বা কেড়েও নিতে পারে না।
- ❖ অবিভাজ্য (Inalienable):
কোনো অবস্থাতেই মানবাধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না, এবং এটি অন্যের ক্ষতিসাধন না করে ভোগ করা উচিত।
- ❖ বৈষম্যহীনতা (Non-discrimination):
সকল মানুষ কোনো বৈষম্য ছাড়াই মানবাধিকার পাওয়ার অধিকারী।

নাগরিক অধিকার:

- ❖ ধর্মীয় স্বাধীনতা
- ❖ জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা
- ❖ ন্যায়বিচারের অধিকার
- ❖ শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের অধিকার

সামাজিক অধিকার:

- ❖ ন্যায়বিচারের অধিকার:
- ❖ সম্পদের সুষম বন্টনের অধিকার:
- ❖ প্রতিবেশির অধিকার: মহানবী সা প্রতিবেশীর জন্য ৬টি অধিকারের কথা হাদিসে বলেছেন-
 ১. কারও সঙ্গে দেখা হলে সালাম দেবে;
 ২. আমন্ত্রণ করলে তা কবুল করবে;
 ৩. পরামর্শ চাইলে সং পরামর্শ দেবে;
 ৪. হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়লে তার জবাব দেবে
 ৫. পীড়িত হলে তার কাছে গিয়ে খবরাখবর নেবে;
 ৬. ইন্তেকাল করলে তার জানাজায় অংশগ্রহণ করবে।

অন্যান্য সামাজিক অধিকারসমূহ:

- ❖ জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার
- ❖ সম্পত্তির সুরক্ষা ও মালিকানার অধিকার
- ❖ সম্মান ও মর্যাদার অধিকার
- ❖ সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা
- ❖ ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিহত করা
- ❖ পারিবারিক অধিকার
- ❖ প্রতিবেশী ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অধিকার:

- ❖ পরামর্শ/সমাবেশের অধিকার
- ❖ গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
- ❖ ধর্মীয় স্বাধীনতা
- ❖ আইনের চোখে সমতা
- ❖ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা
- ❖ নিপীড়িতদের পক্ষে অবস্থান

অর্থনৈতিক অধিকার:

শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে মহানবী (সা) তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে বলেছেন।

অর্থনৈতিক অধিকারের কিছু প্রধান দিক:

- ❖ সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা: ইসলাম মানুষকে বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন, সংরক্ষণ ও ভোগ করার অধিকার দেয়, যেমন - নগদ টাকা, জমি, বাড়ি, পশুপাখি ইত্যাদি।
- ❖ উত্তরাধিকারের অধিকার: মৃত্যুর পর সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করা হয়, যাতে কেউ বঞ্চিত না হয়, অর্থাৎ সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা হয়।
- ❖ শোষণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা: সুদ (রিবা), জুয়া, কালোবাজারি, মওজুদদারী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল মেশানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এগুলো অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করে।

সাংস্কৃতিক অধিকার:

- ❖ ইসলামে সাংস্কৃতিক অধিকারের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা।

ইসলামে সংস্কৃতির মূলকথা:

- ❖ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে
- ❖ বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি
- ❖ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়
- ❖ কল্যাণমুখী ব্যবহার

ইসলাম ও দাসত্ব:

ইসলামের পূর্বে দাসত্বের অবস্থা:

- ❖ দাস ছিল গৃহপালিত পশুর মতো
- ❖ তাদের কোন মানবিক মর্যাদা ছিল না
- ❖ দাসীর সাথে জোরপূর্বক যৌনসম্পর্কে বৈধ ধরা হতো
- ❖ প্রভুরা দাসকে হত্যা বা নির্যাতন করলে কোন শাস্তি হতো না

ইসলামের আগমনে দাসপ্রথা সৎস্কার: ইসলাম দাসপ্রথাকে একেবারে হঠাৎ বাতিল না করে প্রথমে তাদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন-

- ❖ দাসকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া
- ❖ খাদ্য-পোশাকে সমতা
- ❖ নির্যাতন নিষিদ্ধ
- ❖ দাসমুক্তির প্রতি উৎসাহ
- ❖ যাকাতের খাতে দাসদের অন্তর্ভুক্তি
- ❖ মুকাতাব ব্যবস্থা

যুদ্ধকালীন মানবাধিকার:

মহান আল্লাহ প্রয়োজনে যুদ্ধের বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে নিষেধ করছেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতে এ বিষয়ে ঘোষণা দেন যে, “আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।”

যুদ্ধে নিষিদ্ধ কার্যাবলী:

- ❖ ইমাম আওয়যীর মতে, অকারণে অমুসলিমদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা যাবে না।
- ❖ ইমাম মালেকের মতে, যুদ্ধকালীন গৃহপালিত পশু ও মৌচাকও ধ্বংস করা যাবে না।
- ❖ মৃতব্যক্তির চেহারা বিকৃত করা যাবে না।
- ❖ ইমাম শাফেয়ী বলেন- প্রাণহীন সকল কিছু ধ্বংস করা যাবে যদি তা শত্রুপক্ষকে শক্তিশালী করে।

জাতিসংঘ ও মানবাধিকার:

১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ ঘোষণা করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে এবং বিশ্বের সব রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার আহবান করে। এখানে মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ ডিসেম্বর প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী দিনটি মানবাধিকার দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়।

জাতিসংঘের মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেলসমূহ:

- ধারা ১ – সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও মর্যাদায় সমান।
- ধারা ২ – বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক মতবাদ বা অন্য কোনো কারণে বৈষম্য করা যাবে না।
- ধারা ৩ – জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার।
- ধারা ৪ – দাসত্ব ও দাসব্যবসা নিষিদ্ধ।
- ধারা ৫ – নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ নিষিদ্ধ।
- ধারা ৬ – আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি।

- ধারা ৭ - আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা ও বৈষম্যহীন সুরক্ষা।
- ধারা ৯ - অবৈধ গ্রেপ্তার, আটক বা নির্বাসন নিষিদ্ধ।
- ধারা ১০ - সূচু ও প্রকাশ্য বিচারের অধিকার।
- ধারা ১৩ - প্রতিটি ব্যক্তির নিজ দেশের ভেতরে অবাধ চলাফেরার অধিকার।
- ধারা ১৬ - প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বিবাহের অধিকার।
- ধারা ১৮ - চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা।
- ধারা ১৯ - মতামত প্রকাশ ও তথ্য জানার স্বাধীনতা।
- ধারা ২০ - শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা।
- ধারা ২১ - সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার।
- ধারা ২২-২৬ - সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, কাজের অধিকার।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ২০০ MCQ
কুরআনিক স্টাডিজ ও হাদিথ স্টাডিজ

০১. হাদিসে জিবরিলে কোন বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রাসুল (সা) বলেন, “যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার থেকে প্রশ্নকারীই এ বিষয়ে ভালো জানেন?”

- (ক) ইহসান (খ) কিয়ামতের আলামত
- (গ) কিয়ামত সংঘটনের সময় (ঘ) ইমান

সঠিক উত্তর: (গ) কিয়ামত সংঘটনের সময়

ব্যাখ্যা: হাদিসে জিবরিলে হযরত জিবরাইল (আ) এসে আল্লাহর রাসুল (সা) এর সাথে ইমান, ইসলাম, ও ইহসান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। কিন্তু যখন কিয়ামত সংঘটনের সময় সম্পর্কে রাসুল (সা) কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেন, “যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার থেকে প্রশ্নকারীই এ বিষয়ে ভালো জানেন।”

০২. পবিত্র কুরআনের সূরা নূর -এ মোট কতটি হুদুদ বর্ণিত হয়েছে?

- (ক) ৩টি (খ) ৪টি
- (গ) ৫টি (ঘ) ৮টি

সঠিক উত্তর: (ক) ৩টি

ব্যাখ্যা: পবিত্র কুরআনের সূরা নূর-এ মোট তিনটি প্রধান হুদ/হুদুদ (সীমারেখা/শাস্তি) বর্ণিত হয়েছে।

১. ব্যভিচারের শাস্তি - ১০০ বেত্রাঘাত (আয়াত ২)।
২. মিথ্যা অপবাদ (কযফ) এর শাস্তি - ৮০ বেত্রাঘাত (আয়াত ৪)।
৩. লিয়ানের বিধান - স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যভিচারের অভিযোগ নিয়ে আল্লাহর নামে শপথ (আয়াত ৬-৯)।

০৩. কী পরিমাণ ইলম শিখলে কাউকে ফকিহ বলা যাবে?

- (ক) দ্বীনের বিষয়ে ১০০টি হাদিস (খ) দ্বীনের বিষয়ে ২০টি হাদিস
- (গ) দ্বীনের বিষয়ে ৪০টি হাদিস (ঘ) দ্বীনের বিষয়ে ১০০০টি হাদিস

সঠিক উত্তর: (গ) দ্বীনের বিষয়ে ৪০টি হাদিস

ব্যাখ্যা: “রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের জন্য দীন সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদিস মুখস্থ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন ফকিহ হিসেবে (কবর হতে) উঠাবেন।”

০৪. কারা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করতে চায়?

- (ক) খ্রিস্টান (খ) কাফির

(গ) বেদুইন

(ঘ) দ্বিমত পোষণকারী

সঠিক উত্তর: (গ) বেদুইন

ব্যাখ্যা: “তারা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায়” সূরা ফাতহের ১৫ নং আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেদুইনরা।

০৫. ইফকের ঘটনায় নিচের কোন ব্যক্তি জড়িত ছিল?

(ক) হিমনাহ

(খ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই

(গ) হাসসান

(ঘ) এদের সবাই

সঠিক উত্তর: (ঘ) এদের সবাই

ব্যাখ্যা: ইফকের ঘটনায় জড়িত ছিলেন ৩জন সাহাবি- হযরত মিসতাহ (রা), হযরত হাসসান (রা) এবং হযরত হিমনাহ (রা)। এছাড়া মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল এ ঘটনার মূল হোতা।

০৬. সূরা হুজরাত অনুযায়ী আল্লাহ কেন মানুষকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন?

(ক) পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য

(খ) যুদ্ধের জন্য

(গ) ব্যবসার জন্য

(ঘ) পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য

সঠিক উত্তর: (ক) পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য

ব্যাখ্যা: “হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।” (সূরা হুজরাত, আয়াত ১৩)

০৭. الذُّبَاء (দুব্বা) শব্দের অর্থ কী?

(ক) মাটির তৈরি সবুজ কলসি

(খ) কদুর খোল দ্বারা প্রস্তুতকৃত পাত্রবিশেষ

(গ) (খেজুর) গাছের বা কাঠের পাত্রবিশেষ

(ঘ) আলকাতরা দ্বারা মালিশকৃত পাত্র

সঠিক উত্তর: (খ) কদুর খোল দ্বারা প্রস্তুতকৃত পাত্রবিশেষ

ব্যাখ্যা: الْمُرَقَّت (মুযাফফাত) শব্দের অর্থ আলকাতরা দ্বারা মালিশকৃত পাত্র, الْحَنْئَم (হানতাম) শব্দের অর্থ মাটির তৈরি সবুজ কলসি, الذُّبَاء (দুব্বা) শব্দের অর্থ কদুর খোল দ্বারা প্রস্তুতকৃত পাত্রবিশেষ, النَّفِير (নাকির) শব্দের অর্থ (খেজুর) গাছের বা কাঠের পাত্রবিশেষ।

০৮. কবে মক্কা বিজয় সংগঠিত হয়?

(ক) রমজান মাসের ১০ তারিখ

(খ) রমজান মাসের ১৭ তারিখ

(গ) ফিলকদ মাসের ৭ তারিখ

(ঘ) ফিলহজ মাসের ২০ তারিখ

সঠিক উত্তর: (ক) রমজান মাসের ২০ তারিখ

ব্যাখ্যা: মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরির ২০ রমজান তারিখে, যা খ্রিস্টীয় ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার মাধ্যমে মক্কা শহর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

০৯. সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে কোন বিষয়টি আলোচিত হয়েছে?

(ক) গোপন দোষ অনুসন্ধান

(খ) অহেতুক ধারণা করা

(গ) গিবত করা

(ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ) সবগুলো

ব্যাখ্যা: “হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না।” সুতরাং, ১২ নং আয়াতে প্রশ্নে উল্লেখিত ৩টি বিষয়টিই আলোচিত হয়েছে।

১০. সংবাদের সত্যতা যাচাই করার নির্দেশনা পবিত্র কুরআনের কোথায় রয়েছে?

(ক) সূরা হুজরাতের ৮ নং আয়াতে

(খ) সূরা হুজরাতের ৬ নং আয়াতে

(গ) সূরা ফাতহের ৬ নং আয়াতে

(ঘ) সূরা হুজরাতের ১৮ নং আয়াতে

সঠিক উত্তর: (খ) সূরা হুজরাতের ৬ নং আয়াতে

ব্যাখ্যা: “হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও।” সূরা হুজরাতের ৬ নং আয়াতে সংবাদের সত্যতা যাচাই করার নির্দেশনা রয়েছে।

১১. আর-রুইয়া বিল-হাক দ্বারা কী বোঝায়?

- (ক) হৃদয়বিয়ার সন্ধি (খ) মক্কা বিজয়
(গ) খায়বার বিজয় (ঘ) পারস্য বিজয়

সঠিক উত্তর: (খ) মক্কা বিজয়

ব্যাখ্যা: “অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসুলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন।” সূরা ফাতহের ২৭ নং আয়াতে ‘আর-রুইয়া বিল-হাক’ দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য।

১২. সূরা ফাতহের যে আয়াতটি রাসুলে কারিম (সা) এর কাছে পৃথিবীর সবকিছু থেকে প্রিয়—

- (ক) ২ নং আয়াত (খ) ৫ নং আয়াত
(গ) ১৪ নং আয়াত (ঘ) ১১ নং আয়াত

সঠিক উত্তর: (ক) ২ নং আয়াত

ব্যাখ্যা: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমার কাছে এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা সমস্ত দুনিয়া হতে উত্তম। সেটি হলো সূরা ফাতহের ২ নম্বর আয়াত।

১৩. সূরা হুজরাতের কারা পরিপক্ব ঈমানদার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন?

- (ক) যারা কণ্ঠস্বর নিচু করেছে (খ) যারা যুদ্ধ করেছে
(গ) যারা হিজরত করেছে (ঘ) যারা সাদাকাহ দিয়েছে

সঠিক উত্তর: (ক) যারা কণ্ঠস্বর নিচু করেছে

ব্যাখ্যা: “নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসুলের নিকট নিজদের আওয়াজ অবনমিত করে, আল্লাহ তাদেরই অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।” (সূরা হুজরাত, আয়াত ৩) যারা কণ্ঠস্বর নিচু করেছে, তারা পরিপক্ব ঈমানদার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

১৪. তাযির বলতে বোঝায়—

- (ক) অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া (খ) অপরাধীকে বেত্রাঘাত করা
(গ) অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি (ঘ) অপরাধের জন্য অনির্ধারিত শাস্তি

সঠিক উত্তর: (ঘ) অপরাধের জন্য অনির্ধারিত শাস্তি

তাযির এমন অনির্ধারিত শাস্তি যা শরিয়ত নির্ধারণ করেনি। যে সমস্ত গুরুতর অপরাধের শাস্তির পরিমাণের ব্যাপারে কুরআন হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত সে সব শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় হদ ও কিসাস বলা হয়। আর তাযির হলো সেই সব সাধারণ শাস্তি, যা হদ ও কিসাস ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ অপরাধের কারণে দেওয়া হয়ে থাকে।

১৫. সূরা নুরে ঘরে প্রবেশের শিষ্টাচার কোন আয়াতে বলা হয়েছে?

- (ক) ২৩ (খ) ২৭
(গ) ১৯ (ঘ) ৩০

সঠিক উত্তর: (খ) ২৭

ব্যাখ্যা: “হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে।” (সূরা নুর, আয়াত ২৭)

১৬. কোন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে?

- (ক) যে ব্যক্তি লোকদেখানো দান করেছে (খ) যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করেছে
(গ) যে ব্যক্তি ইলম জেনেও গোপন রেখেছে (ঘ) যে লোকদেখানো মসজিদ নির্মাণ করেছে

সঠিক উত্তর: (গ) যে ব্যক্তি ইলম জেনেও গোপন রেখেছে

ব্যাখ্যা: মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের কিতাবুল ইলম অধ্যায়ের হাদিসে রয়েছে, যে ব্যক্তি ইলম জেনেও গোপন রেখেছে, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।

১৭. বনু তামিম গোত্রের কোন ব্যক্তির নাম নেতা হিসেবে হযরত উমর (রা) প্রস্তাব করেন?

- (ক) কাকা বিন মাবাদ (খ) সাইদ বিন আস
(গ) আকরা বিন হাবেস (ঘ) আব্বান বিন সাইদ

সঠিক উত্তর: (গ) আকরা বিন হাবেস

ব্যাখ্যা: বনু তামিম গোত্রের একটি কাফিলা (তাদের নেতা নির্বাচনে) নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে আগমন করে। আবু বকর (রা) তাদের নেতা হিসেবে কাকা বিন মাবাদ এর নাম প্রস্তাব করেন এবং উমর (রা) আকরা বিন হাবেস এর নাম প্রস্তাব করেন।

১৮. সূরা ফাতহের “أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ” আয়াতাতংশ দ্বারা কাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে?

- (ক) সাহাবিদের (খ) ফেরেশতাদের
(গ) মুনাফিকদের (ঘ) আহলে কিতাবদের

সঠিক উত্তর: (ক) সাহাবিদের

ব্যাখ্যা: “মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়...”। সূরা ফাতহের ২৯ নং আয়াতের এ অংশে সাহাবিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

১৯. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) প্রতিদিন লোকদেরকে নসিহত করতে অস্বীকৃতি জানান কেন?

- (ক) ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে (খ) লোকেরা যেন বিরক্ত না হয়
(গ) শ্রোতাদের ব্যস্ততার কারণে (ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) লোকেরা যেন বিরক্ত না হয়

ব্যাখ্যা: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) প্রতিদিন লোকদেরকে নসিহত করতে অস্বীকৃতি জানান এ কারণে যে, এতে করে লোকেরা বিরক্ত হতে পারে। এজন্য তিনি কেবল সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ১ দিন লোকদের উদ্দেশ্যে নসিহত করতেন।

২০. সূরা হুজরাতের শিক্ষায় ইসলামি আদর্শিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি কী?

- (ক) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (খ) সামাজিক শিষ্টাচার
(গ) তাকওয়া ও পরস্পরের প্রতি সম্মান (ঘ) রাষ্ট্রীয় আইন

সঠিক উত্তর: (গ) তাকওয়া ও পরস্পরের প্রতি সম্মান

ব্যাখ্যা: হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবি (সা) তাঁকে বলেন: “তুমি মনে রেখো যে, তুমি লাল ও কালোর কারণে কোন মর্যাদা রাখ না। হ্যাঁ, তবে তুমি মর্যাদা লাভ করতে পার আল্লাহভীরুতার মাধ্যমে।” সুতরাং, ইসলামি আদর্শিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া।

২১. সূরা আল-ফাতহ নাযিল হয় কত হিজরিতে?

- (ক) ৪ হিজরি (খ) ৫ হিজরি
(গ) ৬ হিজরি (ঘ) ৭ হিজরি

সঠিক উত্তর: (গ) ৬ হিজরি

ব্যাখ্যা: সূরা আল-ফাতহ হিজরি সালের ৬ষ্ঠ হিজরিতে অবতীর্ণ হয়। এটি মদিনায় অবতীর্ণ একটি সূরা, যা হৃদয়বিয়ার চুক্তি সম্পাদনের পর মক্কা থেকে মদীনা ফেরার পথে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর উপর নাযিল হয়।

২২. শরিয়তে যেসব অপরাধের শাস্তি ও শাস্তির পদ্ধতি নির্ধারিত রয়েছে, তাদের সংখ্যা—

- (ক) ৪ টি (খ) ৫ টি
(গ) ৩ টি (ঘ) ৭ টি

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৭ টি

ব্যাখ্যা: ইসলামী শরিয়ত কিসাস ছাড়াও সাত ধরনের অপরাধের শাস্তি (হদ) নির্ধারণ করে দিয়েছে। যথা: ১) ব্যভিচার সংশ্লিষ্ট বিধান ২) অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ৩) বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারে রজম ৪) চোরের হাত কাটা ৫)

ডাকাতি, সন্ত্রাস কিংবা সমাজে নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর শাস্তি ৬) মদপানকারীর শাস্তি ও ৭) ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী মুরতাদের শাস্তি।

২৩. নবি কারিম (সা) এর বিষয়ে সুরা হুজুরাতে কয়টি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

- (ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) অগণিত

সঠিক উত্তর: (খ) ৩টি

ব্যাখ্যা: “আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সামনে অগ্রবর্তী না হওয়া”, “নবির আওয়াজের উপর আওয়াজ উঁচু না করা”, এবং “হুজরাসমূহের পিছন থেকে ডাকাডাকি না করা” এই ৩টি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সুরা হুজুরাতে।

২৪. কয়টি পদ্ধতিতে রাসুলে কারিম (সা) এর নিকট ওহি আসত?

- (ক) ১টি (খ) ৩টি
(গ) ১৪টি (ঘ) ৭টি

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৭টি

ব্যাখ্যা: ৭টি পদ্ধতিতে রাসুলে কারিম (সা) এর নিকট ওহি আসত: স্বপ্নযোগে, ইলহামের মাধ্যমে, ঘণ্টাধ্বনির মতো, জিবরাইল (আ) মানুষের আকৃতিতে, জিবরাইল (আ) আপন আকৃতিতে, সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন ও ইসরাফিল (আ) এর মাধ্যমে।

২৫. হাদিস অনুসারে কোন ৩ ধরনের লোক নসিহত করতে পারেন?

- (ক) ফকিহ, আলেম, নবি (খ) নবি, আলেম, সুফি
(গ) আমির, আমিরের প্রতিনিধি, অহঙ্কারী ব্যক্তি (ঘ) মুর্শিদ, আমির, আমিরের প্রতিনিধি

সঠিক উত্তর: (গ) আমির, আমিরের প্রতিনিধি, অহঙ্কারী ব্যক্তি

ব্যাখ্যা: রাসুলে কারিম (সা) এর হাদিস অনুসারে ৩ ধরনের লোক কেবল নসিহত করতে পারেন। তারা হলো: আমির, আমিরের প্রতিনিধি, অহঙ্কারী ব্যক্তি।

২৬. অমুসলিমদের কোন বাক্যের মাধ্যমে সালাম দিতে হয়?

- (ক) السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (খ) السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
(গ) السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى (ঘ) السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

সঠিক উত্তর: (গ) السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

ব্যাখ্যা: রাসুলে কারিম (সা) এর হাদিস অনুসারে কোন অমুসলিমকে সালাম দিতে হলে এ বাক্যের মাধ্যমে দিতে হবে: السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى অর্থৎ, “শান্তি তার ওপর, যে সঠিক পথ অনুসরণ করেছে।”

২৭. রাসুলে কারিম (সা) কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি কোন ইলম শিখতে গুরুত্বারোপ করেছেন?

- (ক) ফিকহ (খ) ইলমে ফারায়াজ
(গ) তাফসির (ঘ) হাদিস

সঠিক উত্তর: (খ) ইলমে ফারায়াজ

ব্যাখ্যা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা (আমার নিকট হতে) ফারায়াজ ও কুরআন শিখে নাও এবং লোকেদেরকেও তা শিখিয়ে দাও। কারণ আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে (আমার মৃত্যু হবে)।

২৮. রাস্তার হক কয়টি?

- (ক) ৩টি (খ) ৪টি
(গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

সঠিক উত্তর: (খ) ৪টি

ব্যাখ্যা: রাস্তার হক ৪টি: ১। চক্ষু হেফাজত করা, ২। কাউকে কষ্ট না দেওয়া, ৩। সালামের উত্তর দেওয়া, ৪। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা। অন্য হাদিস অনুসারে রাস্তার হক ৫/৬টি।

২৯. কোনটি মাক্কি সুরা?

(ক) সুরা হুজরাত

(খ) সুরা নুর

(গ) সুরা ফুরকান

(ঘ) সুরা ফাতহ

সঠিক উত্তর: (গ) সুরা ফুরকান

ব্যাখ্যা: কুরআনিক স্টাডিজ সিলেবাসের ৩টি সুরা অর্থাৎ সুরা ফাতহ, সুরা হুজরাত ও সুরা নুর মাদানি সুর। তবে সুরা ফুরকান একটি মাক্কি সুরা। মাদানি সুরা ৯২টি এবং মাক্কি সুরা ২২টি।

৩০. হৃদয়বিয়া সন্ধি চুক্তি করার জন্য কাফিরদের পক্ষ থেকে কাকে প্রেরণ করা হয়?

(ক) সাহল ইবনে আমর

(খ) হুওয়াইতির ইবনে আবদিল উযযা

(গ) মুকরি ইবনে হাফস

(ঘ) এদের সবাইকে

সঠিক উত্তর: (ঘ) এদের সবাইকে

ব্যাখ্যা: কুরাইশরা সাহল ইবনে আমর, হুওয়াইতির ইবনে আবদিল উযযা এবং মুকরি ইবনে হাফসকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন সন্ধি স্থাপন করার জন্য। পরবর্তীতে ১০ বছর মেয়াদি হৃদয়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৩১. রাসুল (সা) পৃথিবীতে কী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন?

(ক) শাসক

(খ) শিক্ষার্থী

(গ) শিক্ষক

(ঘ) যোদ্ধা

সঠিক উত্তর: (গ) শিক্ষক

ব্যাখ্যা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চই আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

৩২. মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থে সংকলিত হাদিসে জিবরিল এর রাবি কে?

(ক) হযরত আবু হুরায়রা (রা)

(খ) হযরত উমর (রা)

(গ) হযরত আলি (রা)

(ঘ) হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা)

সঠিক উত্তর: (খ) হযরত উমর (রা)

ব্যাখ্যা: মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থে সংকলিত হাদিসে জিবরিল এর রাবি হযরত উমর (রা)। হাদিসটি সহিহ মুসলিম থেকে সংকলিত হয়েছে।

৩৩. হাদিসে মুনাফিককে তুলনা করা হয়েছে—

(ক) বানডাকা গাভীর সাথে

(খ) দুই নৌকায় পা দেওয়া মানুষের সাথে

(গ) বানডাকা ছাগীর সাথে

(ঘ) পথহারা পথিকের সাথে

সঠিক উত্তর: (গ) বানডাকা ছাগীর সাথে

ব্যাখ্যা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুনাফিকের দৃষ্টান্ত সে (বানডাকা) বকরীর ন্যায়, যে দুই ছাগপালের মধ্যে থেকে (নরের খোঁজে) একবার এ পালে ঝুঁকে আর একবার ঐ পালের দিকে দৌড়ায়।

৩৪. পবিত্র কুরআনের কোন অংশ নিয়ে তর্কবিতর্ক করার হুকুম কী?

(ক) কবিরী গুনাহ

(খ) শিরক

(গ) কুফর

(ঘ) ফাসেকি

সঠিক উত্তর: (গ) কুফর

ব্যাখ্যা: আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআনের কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরী।

৩৫. সুরা ফাতহে রুকু সংখ্যা কয়টি?

(ক) ২টি

(খ) ৪টি

(গ) ৭টি

(ঘ) ৮টি

সঠিক উত্তর: (খ) ৪টি

ব্যাখ্যা: সুরা ফাতহ-এর রুকু সংখ্যা ৪টি। এই সুরাটি কুরআনের ৪৮তম সুরা এবং এতে মোট ২৯টি আয়াত রয়েছে। এটি আল-ফাতহ নামে পরিচিত এবং এর অর্থ বিজয়।

৩৬. ইমানের মূল অভিব্যক্তি কী?

- (ক) সৎকাজে আনন্দ ও অসৎকাজে কষ্ট পাওয়া (খ) নিয়মিত সালাত আদায়
(গ) নিয়মিত রোজা রাখা (ঘ) সকল মৌলিক ইবাদাত প্রতিপালন

সঠিক উত্তর: (ক) সৎকাজে আনন্দ ও অসৎকাজে কষ্ট পাওয়া

ব্যাখ্যা: মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের কিতাবুল ইমান অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমানের মূল অভিব্যক্তি হলো সৎকাজে আনন্দিত হওয়া ও অসৎকাজে কষ্ট পাওয়া।

৩৭. বাইআতে রিদওয়ানকে অন্য যে নামে ডাকা হয়—

- (ক) বাইআতে হুদায়বিয়া (খ) বাইআতে শাজার
(গ) বাইআতে সামুরা/বাবলা (ঘ) বাইআতে মাগানিম

সঠিক উত্তর: (খ) বাইআতে শাজার

ব্যাখ্যা: বাইআতে রিদওয়ানকে বাইআতে শাজার বা গাছের শপথ নামেও ডাকা হয়। ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়া নামক স্থানে রাসুল (সা) তার ১৪০০ সাহাবীর কাছ থেকে উসমান (রা) হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি গাছের নিচে এই শপথ গ্রহণ করান।

৩৮. ইমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা কোনটি?

- (ক) লজ্জাশীলতা (খ) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা
(গ) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো (ঘ) অনাহারীকে খাবার খাওয়ানো

সঠিক উত্তর: (খ) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা

ব্যাখ্যা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম (গুরুত্বপূর্ণ) শাখা হলো আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এ ঘোষণা দেওয়া। সাধারণ শাখা হলো, কষ্টদায়ক কোন বস্তুকে পথ থেকে অপসারিত করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।

৩৯. আল্লাহকে গালমন্দ করার অর্থ কী?

- (ক) আল্লাহ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেন না মর্মে দাবি করা
(খ) আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন মর্মে দাবি করা
(গ) আল্লাহ বান্দার প্রতি অবিচার করেছেন মর্মে দাবি করা
(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন মর্মে দাবি করা

ব্যাখ্যা: হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ আল্লাহকে গালমন্দ করে অর্থাৎ আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন মর্মে দাবি করে এবং মানুষ আল্লাহকে গালি দেয় অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে পারবেন না বলে থাকে।

৪০. হাদিস অনুসারে সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম কোনটি?

- (ক) দ্বীনের বিষয়ে ১০০০ হাদিস শিক্ষা করা
(খ) আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা রাখা
(গ) নিকটতম প্রতিবেশীদের মেহমানদারি করা
(ঘ) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো

সঠিক উত্তর: (খ) আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা রাখা

ব্যাখ্যা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম হলো আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা, আর আল্লাহর জন্য কারও সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা।

৪১. সূরা ফাতহে কাদেরকে ধ্বংসমুখী সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

- (ক) মুনাফিক (খ) কাফির
(গ) বেদুইন (ঘ) ক+গ

সঠিক উত্তর: (ঘ) ক+গ

ব্যাখ্যা: “বরং তোমরা মনে করেছিলে রাসুল (সা) ও মুমিনরা তাদের পরিবারের কাছে কখনো ফিরে আসবে না; আর এটি তোমাদের অন্তরে শোভিত করে দেয়া হয়েছিল; আর তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে এবং তোমরা ছিলে ধংসোন্মুখ সম্প্রদায়। সূরা ফাতহের ১২ নং আয়াতে ধংসমুখী সম্প্রদায় বলতে বেদুইন বা মুনাফিকরা উদ্দেশ্য।

৪২. বাইআতে রিদওয়ানে প্রথম যে সাহাবি বাইয়াত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন–

(ক) জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা)

(খ) আবু সিনান আসাদি (রা)

(গ) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)

(ঘ) সালমান ফারসি (রা)

সঠিক উত্তর: (খ) আবু সিনান আসাদি (রা)

ব্যাখ্যা: সর্বপ্রথম যিনি এই বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত আবু সিনান আসাদী (রা)।

৪৩. মিশকতুল মাসাবিহ গ্রন্থের কিতাবুল ইমানের ১ম হাদিসটির ভিন্ন পরিচয় কী?

(ক) উম্মুল আহাদিস

(খ) উম্মুস সুন্নাহ

(গ) হাদিসে জিবরিল

(ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ) সবগুলো

ব্যাখ্যা: মিশকতুল মাসাবিহ এর কিতাবুল ইমানের ১ম হাদিসকে হাদিসে জিবরিল, উম্মুস সুন্নাহ এবং উম্মুল আহাদিস বলে।

৪৪. সাহাবিরা কোন আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতে রাসুল (সা) কে প্রশ্ন করতে কুণ্ঠিত হতেন?

(ক) সূরা হুজরাতের ২য় আয়াত

(খ) সূরা আলাকের ১ম আয়াত

(গ) সূরা বাকারার ১৮৫ আয়াত

(ঘ) সূরা হুজরাতের ১ম আয়াত

সঠিক উত্তর: (ক) সূরা হুজরাতের ২য় আয়াত

ব্যাখ্যা: সূরা হুজরাতের ২য় আয়াত নাযিল হলে অনেক সাহাবি রাসুলে কারিম (সা) কে প্রশ্ন করতে দ্বিধাশ্রিত ছিলেন। যে কারণে হযরত জিবরিল (আ) এসে রাসুল (সা) কে নিজে প্রশ্ন করে সাহাবিদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন।

৪৫. সূরা নুরে মুমিনদেরকে কোন বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে?

(ক) পার্থিব ভোগ-বিলাস

(খ) রাষ্ট্রক্ষমতা

(গ) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

(ঘ) প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ

সঠিক উত্তর: (খ) রাষ্ট্রক্ষমতা

ব্যাখ্যা: “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।” (সূরা নুর, আয়াত ৫৫)

৪৬. পবিত্র কুরআনের কোথায় বাইয়াতের রিদওয়ানের কথা আলোচিত হয়েছে?

(ক) সূরা ফাতহের ১৮ নং আয়াতে

(খ) সূরা ফাতহের ১৯ নং আয়াতে

(গ) সূরা ফাতহের ২৮ নং আয়াতে

(ঘ) সূরা নূরের ৩৪ নং আয়াতে

সঠিক উত্তর: (ক) সূরা ফাতহের ১৮ নং আয়াতে

ব্যাখ্যা: বাইয়াতের রিদওয়ানের কথা পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতহের ১৮ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

৪৭. যৌথভাবে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর কাছ থেকে কতটি হাদিস বর্ণনা করেছেন?

(ক) ১২৫টি

(খ) ৩২৫টি

(গ) ৭২টি

(ঘ) ৫৩৭৪টি

সঠিক উত্তর: (খ) ৩২৫টি

ব্যাখ্যা: ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে তার কাছ থেকে ৩২৫টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবু হুরায়রা (রা) সর্বমোট ৫৩৭৪টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

৪৮. কোন সাহাবি রাসুল (সা)-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা প্রসঙ্গে তার আমল বাতিল হয়ে গেছে বলে ভয় পেয়েছিলেন?

(ক) আবু বকর (রা)

(খ) উমার (রা)

(গ) ইবনে আব্বাস (রা)

(ঘ) সাবিত ইবন কায়েস (রা)

সঠিক উত্তর: (ঘ) সাবিত ইবন কায়েস (রা)

ব্যাখ্যা: “তোমাদের আওয়াজ নবির আওয়াজের চেয়ে উঁচু কর না” আয়াতটি অবতীর্ণ হলে সাবিত বিন কায়েস (রা) বললেন: আমি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আওয়াজের ওপর আমার আওয়াজকে উঁচু করেছিলাম। আমার সকল আমল বাতিল হয়ে গেছে। আমি জাহান্নামবাসী...।

৪৯. সুরা নুরে মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী বলে কোন সাহাবিকে বর্ণনা করা হয়েছে?

(ক) হযরত উসমান (রা)

(খ) হযরত আবু বকর (রা)

(গ) হযরত উমর (রা)

(ঘ) হযরত আয়েশা (রা)

সঠিক উত্তর: (খ) হযরত আবু বকর (রা)

ব্যাখ্যা: আবু বকর (রা) যখন দেখলেন, মিসতাহ বিন আসাসাহ (খালাত ভাই) তার কন্যা আয়িশাহ (রা)-এর নামে মিথ্যা অপবাদ রটনায় জড়িত, তখন তিনি শপথ করলেন, আমি তার জন্য আর কোন কিছুই খরচ করব না। তখন সুরা নুর এর ২২ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে আবু বকর (রা) কে মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫০. ইসলামে কোন অভ্যাসটি উত্তম?

(ক) সালাম দেওয়া ও অপরকে খাবার খাওয়ানো

(খ) সালাম দেওয়া ও ইলম অন্বেষণ করা

(গ) কুরআন শেখা ও শেখানো

(ঘ) দ্বীনী জ্ঞান আলোচনা করা

সঠিক উত্তর: (ক) সালাম দেওয়া ও অপরকে খাবার খাওয়ানো

ব্যাখ্যা: মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের কিতাবুল আদাব এর হাদিস অনুসারে সালাম দেওয়া ও অপরকে খাবার খাওয়ানো ইসলামে উত্তম অভ্যাস হিসেবে বিবেচিত।

৫১. হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে সুরা নুরে অবতীর্ণ আয়াতের সংখ্যা কয়টি?

(ক) ১০টি

(খ) ১৩টি

(গ) ৭টি

(ঘ) ১টি

সঠিক উত্তর: (ক) ১০টি

ব্যাখ্যা: ٱللَّهُ বা মিথ্যা অপবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সুরা নুরের ১১-২০ নং আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয় এবং প্রমাণিত হয় যে, আয়েশা (রা) সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে সুরা নুরে অবতীর্ণ আয়াতের সংখ্যা ১০টি।

৫২. হাদিসে জিবরিলে আগন্তুক লোকটির পোশাক কেমন ছিল?

(ক) সফরের ক্লাস্তিমিশ্রিত

(খ) জীর্ণ-শীর্ণ

(গ) ধবধবে সাদা

(ঘ) কুচকুচে কালো

সঠিক উত্তর: (গ) ধবধবে সাদা

ব্যাখ্যা: “উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আমাদের নিকট এগমন করলেন। ধবধবে সাদা তাঁর পোশাক। চুল তাঁর কুচকুচে কালো...।” হাদিসে জিবরিল এর এই অনুবাদ থেকে বোঝা যায় যে, আগন্তুক লোকটির পোশাক ধবধবে সাদা ছিল।

৫৩. সুরা নুর -এ মোট কতটি বিধান বর্ণিত হয়েছে?

(ক) ৫টি

(খ) ৩টি

(গ) ৭টি

(ঘ) ৮টি

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৮টি

ব্যাখ্যা: সুরা নুরে বর্ণিত ৮টি গুরুত্বপূর্ণ বিধান: ব্যভিচারের শাস্তি (আয়াত ২), মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি (আয়াত ৪), সতীত্ব রক্ষার নির্দেশ (আয়াত ৩০), নারীদের পোশাকের বিধান (আয়াত ৩১), ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা (আয়াত ২৭), ইফক (মিথ্যা অপবাদ) থেকে সতর্কতা (আয়াত ১১-১৯), দাস-দাসীদের মুক্তি (আয়াত ৩৩) ও বিবাহের আদেশ (আয়াত ৩২)।

৫৪. কখন হদ্দে কযফ বাস্তবায়ন করা যায় না?

- (ক) হদ্দে যিনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (খ) লিআনের বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে
 (গ) বাদি ৪ জন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারলে (ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ) সবগুলো

ব্যাখ্যা: হদ্দে কযফ তখনই বাস্তবায়ন করা যায়, যখন- ১। যিনা প্রমাণিত হয় না; ২। স্বামী-স্ত্রী লিআন করতে চায় না; ৩। বাদি যদি ৪জনের কম সাক্ষী উপস্থিত করে। সুতরাং উপরোক্ত ৩টি ক্ষেত্রের কোন ক্ষেত্রেই হদ্দে কযফ (অপবাদের শাস্তি) বাস্তবায়ন করা যায় না।

৫৫. সুরা নুরের কোন আয়াতে ব্যভিচারীকে শাস্তি দেওয়ার বিধান বর্ণিত হয়েছে?

- (ক) আয়াত ১ (খ) আয়াত ২
 (গ) আয়াত ৩ (ঘ) আয়াত ৪

সঠিক উত্তর: (খ) আয়াত ২

ব্যাখ্যা: “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর।” (সুরা নুর, আয়াত ২)

সিরাতুল্লাহ

৫৬. কোন তারিখে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

- (ক) ১৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ (খ) ২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ
 (গ) ২৩ মার্চ ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) ৩ মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ

সঠিক উত্তর: (খ) ২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ

ব্যাখ্যা: উহুদের যুদ্ধ ৩ হিজরির ৭ শাওয়াল তারিখে (২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে) সংঘটিত হয়েছিল। এটি মদিনার মুসলিম ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধ, যেখানে মুসলিমদের নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ (সা) এবং কুরাইশদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান।

৫৭. রাসুলে কারিম (সা) খায়বার যুদ্ধে ইহুদিদের কোন শর্তে ক্ষমা করেন?

- (ক) সকল সম্পদ জব্দ করার শর্তে (খ) নিয়মিত কর প্রদানের শর্তে
 (গ) ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে (ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (খ) নিয়মিত কর প্রদানের শর্তে

ব্যাখ্যা: খায়বার যুদ্ধের পর রাসুল (সা) ইহুদিদের নিজেদের উর্বর ভূমিগুলো চাষাবাদ করে ফসল ভাগ করে নেওয়ার অনুমতি দেন, শর্ত ছিল যে তারা মদিনার প্রতি অনুগত থাকবে এবং মুসলিমদের বিরোধিতা করবে না। তারা নিজেরা চাষ করে ফসল পাবে, কিন্তু তার অর্ধেক অংশ মুসলিমদের দিতে হবে, এবং তারা নিজেদের ধর্ম ও জীবনযাত্রা স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে, কিন্তু মুসলিমদের নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত করবে না।

৫৮. হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?

- (ক) ১০০০০ (খ) ১২০০০
 (গ) ১৮০০০ (ঘ) ৩০০০০

সঠিক উত্তর: (খ) ১২০০০

ব্যাখ্যা: হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে; তবে বেশিরভাগ সূত্রে ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার সৈন্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে ইসহাক এর বর্ণনায় সংখ্যাটি ১০ হাজার, আবার কারো কারো মতে ১১,৫০০ ছিল বলে জানা যায়।

৫৯. খন্দক যুদ্ধের আগে মদিনায় কোন ইহুদি গোষ্ঠী বসবাস করত?

- (ক) বনু নাজির ও বনু কুরাইজা (খ) হাওয়াজিন ও সাকিফ
 (গ) কুরাইশ ও কুরাইজা (ঘ) বনু হারেস ও বনু জয়নব

সঠিক উত্তর: (ক) বনু নাজির ও বনু কুরাইজা

ব্যাখ্যা: খন্দক যুদ্ধের আগে মদিনায় বনু কুরাইজা এবং বনু নাজির নামক দুটি প্রধান ইহুদি গোষ্ঠী বসবাস করত। বনু নাজিরকে আগে মদিনা থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। তাদের প্ররোচনাতাই কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্র মদিনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল।

৬০. প্রথম বাইআতুল আকাবা কোন বছরে সংঘটিত হয়?

- (ক) নবুওতের ১১তম বছর (খ) নবুওতের ১২তম বছর
(গ) নবুওতের ১৩তম বছর (ঘ) নবুওতের ৯ম বছর

সঠিক উত্তর: (ক) নবুওতের ১১তম বছর

ব্যাখ্যা: প্রথম বাইয়াতে আকাবা ৬২১ খ্রিস্টাব্দে বা নবুওতের ১১তম বছর সংঘটিত হয়েছিল, যখন মদিনা থেকে আসা কিছু লোক মক্কায় রাসুল (সা) এর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে সাহায্য করার শপথ নেন।

৬১. খায়বার যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা কার হাতে ছিল?

- (ক) আলী (রা) (খ) মুআজ বিন জাবাল (রা)
(গ) আবু বকর (রা) (ঘ) জুবাইর (রা)

সঠিক উত্তর: (ক) আলী (রা)

ব্যাখ্যা: খায়বার যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর প্রধান পতাকা হযরত আলী (রা)-এর হাতে ছিল। নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁকে পতাকা বহনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধা। এ যুদ্ধে হযরত আলী (রা) অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি লাভ করেন।

৬২. খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আস (রা) কোন হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন?

- (ক) ৫ম (খ) ৭ম
(গ) ৯ম (ঘ) ৪র্থ

সঠিক উত্তর: (খ) ৭ম

ব্যাখ্যা: খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) ও আমর ইবন আস (রা) উভয়েই ৭ হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা মক্কায় কুরাইশদের প্রভাবশালী নেতা ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে পরবর্তীতে রাসুল (সা) উপাধি দেন সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি)। আর আমর ইবন আস (রা) ইসলাম গ্রহণের পর মিসরের বিজয়ে নেতৃত্ব দেন।

৬৩. মুতার যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতিদের মধ্যে কে শহিদ হন?

- (ক) খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) (খ) য়ায়েদ বিন সাবিত (রা)
(গ) আলি ইবনে আবি তালিব (রা) (ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: ৮ম হিজরিতে সংঘটিত মুতার যুদ্ধে আল্লাহর রাসুলের (সা) ভবিষ্যতবাণী অনুসারে ৩ জন সেনাপতি শহিদ হন। তারা হলেন- জাফর ইবনে আবি তালিব, য়ায়েদ ইবনে হারিসা, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা)।

৬৪. তাবুক যুদ্ধে মুসলিম সেনাসংখ্যা কত ছিল?

- (ক) প্রায় ১২,০০০ (খ) প্রায় ২০,০০০
(গ) প্রায় ৩০,০০০ (ঘ) প্রায় ১০,০০০

সঠিক উত্তর: (গ) প্রায় ৩০,০০০

ব্যাখ্যা: তাবুক যুদ্ধে প্রায় ৩০,০০০ মুসলিম যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল। এটি ছিল মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে শেষ সামরিক অভিযান, যা ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে (৯ম হিজরি) বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের আগ্রাসন ঠেকাতে পরিচালিত হয়েছিল।

৬৫. খায়বার যুদ্ধের মূল কারণ কী ছিল?

- (ক) রোমান আগ্রাসন (খ) ইহুদিদের মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা
(গ) মুসলিম দূত হত্যা (ঘ) গনিমতের সম্পদ অর্জনের পরিকল্পনা

সঠিক উত্তর: (খ) ইহুদিদের মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা

ব্যাখ্যা: খায়বার যুদ্ধের একটি অন্যতম মূল কারণ ছিল মদিনা আক্রমণের জন্য ইহুদিদের পরিকল্পনা এবং তাদের কার্যকলাপ। খন্দক যুদ্ধের পর ইহুদিরা মদিনা থেকে বিতাড়িত হয় এবং খায়বারে আশ্রয় নেয়, সেখান থেকে তারা মদিনার উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, যার প্রেক্ষিতেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৬৬. রাসুল (সা)-এর জীবনের শেষ গায়ওয়া ছিল কোনটি?

- (ক) হুনাইন (খ) মক্কা বিজয়
(গ) তাবুক (ঘ) পারস্য বিজয়

সঠিক উত্তর: (গ) তাবুক

ব্যাখ্যা: তাবুক যুদ্ধ ছিল মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে শেষ সামরিক অভিযান, যা ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে (৯ম হিজরি) বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের আগ্রাসন ঠেকাতে পরিচালিত হয়েছিল। একে গায়ওয়াতুল উসরা বা কষ্টের যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়।

৬৭. হৃদায়বিয়ার সন্ধিতে কোন স্ত্রী রাসুলে কারিম (সা) এর সফরসঙ্গী ছিলেন?

- (ক) হযরত আয়েশা (রা) (খ) উম্মে সালামাহ (রা)
(গ) সাওদা বিনতে যামআহ (রা) (ঘ) হাফসা বিনতে উমর (রা)

সঠিক উত্তর: (খ) উম্মে সালামাহ (রা)

ব্যাখ্যা: হৃদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে রাসুলে কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সফরসঙ্গী স্ত্রী ছিলেন উম্মে সালামাহ (রা)। তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ছিলেন এবং হৃদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসুলুল্লাহ (সা)-কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন।

৬৮. যুন্নুরাইন কার উপাধি?

- (ক) হযরত আবু বকর (রা) (খ) হযরত উসমান বিন আফফান (রা)
(গ) হযরত আলি (রা) (ঘ) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)

সঠিক উত্তর: (খ) হযরত উসমান বিন আফফান (রা)

ব্যাখ্যা: যুন্নুরাইন উপাধিটি ছিল হযরত উসমান (রা)-এর, কারণ তিনি নবী মুহাম্মদ (সা)-এর দুই কন্যা রুকাইয়া (রা) ও উম্মে কুলসুম (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন। যুন্নুরাইন শব্দের অর্থ হলো দুই জ্যোতির অধিকারী বা দুই নূরের অধিকারী।

৬৯. রাসুলে কারিম (সা) তায়েফে কতদিন অবস্থান করেন?

- (ক) ৩ দিন (খ) ৫ দিন
(গ) ৭ দিন (ঘ) ১০ দিন

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১০ দিন

ব্যাখ্যা: রাসুল (সা) তায়েফে গিয়েছিলেন নবুওয়াতের দশম বছর, শাওয়াল মাসে। তিনি তায়েফে প্রায় দশ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি সেখানকার বিভিন্ন গোত্রের সর্দারদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন।

৭০. উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পাহাড়ী তীরন্দাজ বাহিনির সদস্য কতজন ছিল?

- (ক) ৩০ জন (খ) ৪০ জন
(গ) ২৫ জন (ঘ) ৫০ জন

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৫০ জন

ব্যাখ্যা: উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পাহাড়ী তীরন্দাজ বাহিনীতে ৫০ জন সদস্য ছিল, যাদেরকে নবীজি (সা) উহুদ পর্বতে স্থাপন করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের অবস্থান ত্যাগ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৭১. রাসুল (সা) কতটি সারিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

- (ক) ৩৭টি (খ) ২৭টি
(গ) ৪৭টি (ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: রাসুল (সা) যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাকে গায়ওয়া বলে; গায়ওয়ার সংখ্যা ২৭টি। সারিয়া হলো সেসকল যুদ্ধ, যেগুলোতে তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করেননি। সারিয়ার সংখ্যা নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান।

৭২. ইসলাম-পূর্ব যুগে কাবাঘরের চাবি কোন গোত্রের কাছে ছিল?

(ক) বনু শাইবা

(খ) বনু উমাইয়া

(গ) বনু হাশিম

(ঘ) বনু আব্দুল মুতালিব

সঠিক উত্তর: (ক) বনু শাইবা

ব্যাখ্যা: ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকেই কাবাঘরের চাবির দায়িত্বে ছিল শাইবা গোত্র। মহানবী (সা) মক্কা বিজয়ের পর এই দায়িত্ব উসমান ইবন তালহার গোত্র বনু শাইবার হাতে চিরস্থায়ীভাবে অর্পণ করেন।

৭৩. বিদায় হজের সময় রাসুলুল্লাহ (সা) কতটি উট কুরবানি করেছিলেন?

(ক) ৭০

(খ) ৮০

(গ) ৯০

(ঘ) ১০০

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১০০

ব্যাখ্যা: বিদায় হজের সময় রাসুলুল্লাহ (সা) একাই ১০০টি উট কুরবানি করেছিলেন। এই ১০০টি উটের মধ্যে তিনি নিজে ৬৩টি উট জবাই করেন এবং বাকিগুলো অন্যকে দিয়ে জবাই করান।

৭৪. বদর যুদ্ধে মুহাজির বাহিনীর নেতৃত্বে কে ছিলেন?

(ক) সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)

(খ) আলি বিন তালিব (রা)

(গ) সাদ বিন মুআজ (রা)

(ঘ) মুসআব বিন কুরাইশি (রা)

সঠিক উত্তর: (খ) আলি বিন তালিব (রা)

ব্যাখ্যা: বদর যুদ্ধে মুহাজির বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আলী (রা)। বদরের যুদ্ধে তাঁর অসামান্য বীরত্বের জন্য মুহাম্মদ (সা) তাঁকে জুলফিকার নামক ঐতিহাসিক তরবারি উপহার দেন। বদরের যুদ্ধে যে দুটি কালো রংয়ের পতাকা মুসলমানদের ছিলো তার একটি ছিলো মহানবী (সা)-এর হাতে অপরটি হযরত আলী (রা) এর হাতে।

৭৫. তাবুক যুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসে পরিচিত—

(ক) গাজওয়াতুল উসরাহ হিসেবে

(খ) গাজওয়াতুল আরব হিসেবে

(গ) গাজওয়াতুল ইসলাম হিসেবে

(ঘ) ঠাণ্ডা যুদ্ধ হিসেবে

সঠিক উত্তর: (ক) গাজওয়াতুল উসরাহ হিসেবে

ব্যাখ্যা: তাবুক যুদ্ধ ইসলামী ইতিহাসে গাজওয়াতুল উসরা বা কষ্টের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এটি ছিল নবি মুহাম্মদ (সা) এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান এবং এটি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল।

৭৬. হিরাক্লিয়াস কোন সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন?

(ক) সাসানীয়

(খ) পারস্য

(গ) মিশরীয়

(ঘ) রোমান বাইজেন্টাইন

সঠিক উত্তর: (ঘ) রোমান বাইজেন্টাইন

ব্যাখ্যা: হিরাক্লিয়াস বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। তিনি ৬০২ থেকে ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন।

৭৭. রাসুলে কারিম (সা) এর ডাকনাম কী ছিল?

(ক) আবু আব্দুল্লাহ

(খ) আবুল কাসিম

(গ) আবু ইবরাহিম

(ঘ) আবু ফাতিমা

সঠিক উত্তর: (খ) আবুল কাসিম

ব্যাখ্যা: রাসুলে কারিম (সা)-এর উপনাম/ডাকনাম বা কুনিয়া ছিল আবুল কাসিম। তার প্রথম পুত্র কাসিমকে কেন্দ্র করে এই উপনামটি দেওয়া হয়েছিল, যদিও কাসিম শৈশবেই মারা যান।

৭৮. হুদায়বিয়ার সন্ধীকালীন মুসলিম শিবিরে আগত কোন নওমুসলিমকে শর্তানুযায়ী কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়?

(ক) বুদাইলা

(খ) জানদাল

(গ) উম্মে মাকতুম

(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) জানদাল

ব্যাখ্যা: হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলিম শিবিরে আগত যে নওমুসলিমকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, তিনি হলেন আবু জানদাল ইবন সুহাইল (রা)। তিনি ছিলেন চুক্তি স্বাক্ষরকারী কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল ইবন আমর-এর ছেলে।

৭৯. বিভিন্ন দেশের বাদশাদের কাছে রাসুলে কারিম (সা) এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াতসহ পত্র প্রেরণের জন্য যে রৌপ্যনির্মিত সিলমোহর তৈরি করা হয়, তাতে লেখা ছিল—

(ক) মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ

(খ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

(গ) মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

(ঘ) বিসমিকা আল্লাহুমা

সঠিক উত্তর: (গ) মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

ব্যাখ্যা: রাসুলুল্লাহ (সা) যখন বিভিন্ন দেশের বাদশাহ ও শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য পত্র পাঠান, তখন একটি রৌপ্যনির্মিত সিলমোহর প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল— মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

৮০. গোপনে ইসলাম প্রচারের ৩ বছরে মুসলিমরা কোথায় পরস্পর মিলিত হতেন?

(ক) শিয়াবে আবু তালিব

(খ) দারুল আরকাম

(গ) হেরা গুহার পাদদেশ

(ঘ) খানায়ে কাবা

সঠিক উত্তর: (খ) দারুল আরকাম

ব্যাখ্যা: ইসলামের শুরুতে গোপনে প্রচারের সময় (নবুয়তের প্রথম তিন বছর) মুসলিমরা সাধারণত মক্কার বিভিন্ন বাড়িতে, বিশেষ করে দারুল আরকাম নামক একটি বাড়িতে গোপনে মিলিত হতেন, যেখানে তাদের ইসলামি শিক্ষা দেওয়া হতো এবং এর মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হতো।

৮১. কোন যুদ্ধে রাসুল (সা) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পরপর ৩জন মুসলিম সেনাপ্রধান শহিদ হন?

(ক) হুনাইনের যুদ্ধ

(খ) মুতার যুদ্ধ

(গ) বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ

(ঘ) তাবুকের যুদ্ধ

সঠিক উত্তর: (খ) মুতার যুদ্ধ

ব্যাখ্যা: ৮ম হিজরিতে সংঘটিত মুতার যুদ্ধে আল্লাহর রাসুলের (সা) ভবিষ্যতবাণী অনুসারে ৩ জন সেনাপতি শহিদ হন। তারা হলেন- জাফর ইবনে আবু তালিব, যায়েদ ইবনে হারিসা, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা)।

৮২. রাসুল (সা) তার সম্পূর্ণ জীবনে হজ ও উমরা পালন করেছেন যথাক্রমে—

(ক) ১ ও ২ বার

(খ) ১ ও ৩ বার

(গ) ২ ও ২ বার

(ঘ) ১ ও ৪ বার

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১ ও ৪ বার

ব্যাখ্যা: রাসুল (সা) তাঁর জীবনে ১টি ফরজ হজ এবং ৪টি উমরাহ পালন করেছিলেন। তিনি মোট ৪টি উমরাহ পালন করেন, যার সবগুলোই ছিল জিলকদ মাসে। তিনি জীবনে একবারই ফরজ হজ আদায় করেছিলেন, যা ছিল ১০ম হিজরিতে (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)।

৮৩. নিচের কোন সাহাবি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

(ক) কাব বিন মালিক

(খ) মুরারা বিন রাবি

(গ) হেলাল বিন উমাইয়া

(ঘ) আবু খায়সামা

সঠিক উত্তর: (ঘ) আবু খায়সামা

ব্যাখ্যা: তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এমন সাহাবিগণ হলেন- হযরত কাব ইবনে মালিক, হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া এবং হযরত মুরারা ইবনে রাবি (রা)। এই তিনজন সাহাবি অলসতার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, যার ফলে তাদের ৫০ দিন পর্যন্ত সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছিল। সুতরাং, তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আবু খায়সামা (রা)।

৮৪. মুসলিমরা প্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন—

(ক) নবুয়তের পঞ্চম বছর

(খ) নবুয়তের ষষ্ঠ বছর

(গ) নবুয়তের সপ্তম বছর

(ঘ) নবুয়তের অষ্টম বছর

সঠিক উত্তর: (ক) নবুয়তের পঞ্চম বছর

ব্যাখ্যা: আবিসিনিয়ায় হিজরতের এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। এতে মুসলিমরা মক্কার নেতাদের নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় খুঁজে পায়। প্রথম হিজরত হয় নবুয়তের পঞ্চম বছরে, রজব মাসে। এ সময় মোট ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী হিজরত করেন।

৮৫. মহানবি (সা) নবুয়তের কোন বছরে মদিনাবাসীর মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রচার শুরু করেন?

- (ক) অষ্টম (খ) একাদশ
(গ) ত্রয়োদশ (ঘ) পঞ্চদশ

সঠিক উত্তর: (খ) একাদশ

ব্যাখ্যা: মহানবি (সা) নবুয়তের একাদশ বছরে মদিনাবাসীর মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রচার শুরু করেন। এটি হিজরতের আগেই সংঘটিত হয়েছিল। হজের সময়ে মদিনা থেকে বিভিন্ন মেয়াদে মানুষজন মক্কায়ে এসে নবি মুহাম্মদের (সা) সঙ্গে আকাবা নামক স্থানে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবির সঙ্গে আনুগত্যের চুক্তি বা বাইআত করেন।

৮৬. বদরের যুদ্ধে শহিদ প্রথম সাহাবি কে?

- (ক) উমায়ের ইবনে হামাম (রা) (খ) উবায়দা ইবনে হারিস (রা)
(গ) মুসআব ইবনে উমায়ের (রা) (ঘ) মাহজা ইবনে সালেহ (রা)

সঠিক উত্তর: (ঘ) মাহজা ইবনে সালেহ (রা)

ব্যাখ্যা: বদরের যুদ্ধে মোট ১৪ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন, এবং তাদের মধ্যে মাহজা ইবনে সালেহ (রা) প্রথম শহিদ হন।

৮৭. রাসুলে কারিম (সা) এর জন্মসালের ভিন্ন নাম কী ?

- (ক) সানাতুল উফুদ (খ) আমুল হুজন
(গ) আমুল ফিল (ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (গ) আমুল ফিল

ব্যাখ্যা: রাসুলে কারিম (সা) এর জন্মসালকে হস্তীবর্ষ বা হাতির বছর বলা হয়। এটি ছিল সেই বছর যখন আবরাহা নামক এক রাজা কাবা ঘর ধ্বংস করতে হাতি নিয়ে এসেছিলেন।

৮৮. বদর যুদ্ধে ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহর সাহায্য করার বিষয়টি কোন সূরায় বর্ণিত হয়েছে?

- (ক) সূরা বাকারা (খ) সূরা আনফাল
(গ) সূরা তাওবা (ঘ) সূরা মুহাম্মদ

সঠিক উত্তর: (খ) সূরা আনফাল

ব্যাখ্যা: বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতরণ প্রসঙ্গে কুরআনের সূরা আল-আনফাল এর ৯ নম্বর আয়াতে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

৮৯. মহানবি (সা) কর্তৃক প্রেরিত পত্র কোন শাসক ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে?

- (ক) হিরাক্লিয়াস (খ) খসরু পারভেজ
(গ) মুকাওকিস (ঘ) হাওয়া ইবন আলী

সঠিক উত্তর: (খ) খসরু পারভেজ

ব্যাখ্যা: মহানবি (সা) কর্তৃক প্রেরিত পত্র পারস্যের সম্রাট খসরু দ্বিতীয় (দ্বিতীয় খসরু) ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন। তিনি এটাকে তাঁর নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে দেখেছিলেন।

৯০. হৃদয়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের মূল কারণ ছিল—

- (ক) হুনাইন যুদ্ধ (খ) হাওয়াজিন গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা
(গ) বানু বকর ও খুজাআ গোত্রের দ্বন্দ্ব (ঘ) বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ

সঠিক উত্তর: (গ) বানু বকর ও খুজাআ গোত্রের দ্বন্দ্ব

ব্যাখ্যা: হৃদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের মূল কারণ ছিল বনু বকর ও খুজাআ গোত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও তাদের একে অপরের উপর আক্রমণ, যা হৃদায়বিয়ার চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করে। বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে এবং খুজাআ গোত্র মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল, কিন্তু বনু বকর খুজাআ গোত্রকে আক্রমণ করলে কুরাইশরা তাদের সমর্থন করে, যা চুক্তির পরিপন্থী ছিল।

৯১. কোন শহরকে উম্মুল কুরা নামে আখ্যায়িত করা হয়?

- (ক) মদিনা (খ) মক্কা
(গ) দামেশক (ঘ) বসরা

সঠিক উত্তর: (খ) মক্কা

ব্যাখ্যা: উম্মুল কুরা বা সকল বসতির জননী বলা হয় সৌদি আরবের মক্কা শহরকে। এটি ইসলামী বিশ্বের একটি পবিত্র শহর এবং মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

৯২. হৃদায়বিয়ার সন্ধিপত্রের শুরুতে লেখা হয় “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম”। কুরাইশরা এটি পরিবর্তন করে কী লিখতে বাধ্য করে?

- (ক) বিসমিল্লাহি আল্লাহুমা (খ) বিসমিকা আল্লাহুমা
(গ) বিসমিল্লাহিল আযিম (ঘ) আল্লাহুমা বিসমিকা

সঠিক উত্তর: (খ) বিসমিকা আল্লাহুমা

ব্যাখ্যা: হৃদায়বিয়ার সন্ধিপত্রের শুরুতে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” লিখতে গেলে কুরাইশরা আপত্তি জানায় এবং তাদের পক্ষ থেকে সুহাইল বিন আমর “বিসমিকা আল্লাহুমা” লিখতে বলে। রাসুলে কারিম (সা) তার দাবি মেনে নেন।

৯২. আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশির মূল নাম কী ছিল?

- (ক) আসহাম ইবন আবজার (খ) মিসররাজ মুকাওকিস বিন ইয়ামিন
(গ) মুনজির ইবন সাওয়া আল-আমিরি আল উবাদি (ঘ) জায়ফর ইবন জুলন্দি

সঠিক উত্তর: (ক) আসহাম ইবন আবজার

ব্যাখ্যা: আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশির মূল নাম ছিল আসহাম ইবন আবজার, যিনি আল-নাজ্জাশি নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন পূর্ব আফ্রিকার আকসুম রাজ্যের রাজা, যা বর্তমান ইথিওপিয়া কেন্দ্রিক ছিল।

৯৩. কোন সাহাবি হিজরতের আগে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কাবার সামনে কুরআন তিলাওয়াত করেন?

- (ক) উমর ইবনুল খাত্তাব (খ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ
(গ) সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (ঘ) য়ায়েদ বিন সাবিত

সঠিক উত্তর: (খ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ

ব্যাখ্যা: হিজরতের আগে মক্কায় প্রথম প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)।

৯৪. কাসিদা বলতে কী বোঝায়?

- (ক) কাব্যগ্রন্থ (খ) গীতি কবিতা
(গ) গল্পসমগ্র (ঘ) উপন্যাস

সঠিক উত্তর: (খ) গীতি কবিতা

ব্যাখ্যা: কাসিদা একটি ফার্সি/আরবি শব্দ, যার অর্থ কবিতার ছন্দে কোন প্রিয়জনের প্রশংসা করা। আরবি শব্দ ক্বাসাদ বিবর্তিত হয়ে ফার্সি কাসিদা হয়েছে। এটি দ্বারা গীতি কবিতা উদ্দেশ্য।

৯৫. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খুতবা প্রদান করা হয় কোন মসজিদে?

- (ক) মসজিদে কুবা (খ) মসজিদে নববি
(গ) মসজিদে জুমআ (ঘ) বায়তুল মাকদাস

সঠিক উত্তর: (গ) মসজিদে জুমআ

ব্যাখ্যা: ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রীয় খুতবা প্রদান করা হয় মদিনার বনি সালাম গোত্রের মসজিদে। এই মসজিদটি পরবর্তীতে মসজিদে জুমআ নামে পরিচিতি লাভ করে।

৯৬. আমুল হুজুন দ্বারা কোন বছর উদ্দেশ্য?

(ক) ৬১০ খ্রি.

(খ) ৬১৯ খ্রি.

(গ) ৬১৬ খ্রি.

(ঘ) ৬২২ খ্রি.

সঠিক উত্তর: (খ) ৬১৯ খ্রি.

ব্যাখ্যা: আমুল হুজুন শব্দটি দ্বারা শোকের বছর বোঝানো হয়। এটি ইসলামের ইতিহাসে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দকে নির্দেশ করে, যখন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনে দুইটি বড় শোকের ঘটনা ঘটেছিল। তার স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) এবং চাচা ও আশ্রয়দাতা আবু তালিব একই বছরে মারা যান। অন্য একটি বর্ণনায় এটি ৬২০ খ্রি. বর্ণিত হয়েছে।

৯৭. প্রাক ইসলামি যুগের আরবি কবিতার সেরা সংকলনকে কী বলা হতো?

(ক) সাবআ মুয়াল্লাকা

(খ) শাহনামা

(গ) মাসনবি

(ঘ) কাসিদা

সঠিক উত্তর: (ক) সাবআ মুয়াল্লাকা

ব্যাখ্যা: প্রাক-ইসলামি আরবের সেরা কবিতার সংকলনগুলোকে বলা হতো সাবআ মুয়াল্লাকা। এগুলি সাতটি বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতার সংকলন, যা প্রাক-ইসলামি যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা হিসেবে বিবেচিত।

৯৮. “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম” – এই আয়াত কোন দিনে নাজিল হয়?

(ক) আরাফার দিন

(খ) তাশরিকের দিন

(গ) কুরবানির দিন

(ঘ) হিজরতের দিন

সঠিক উত্তর: (ক) আরাফার দিন

ব্যাখ্যা: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম...” – এই আয়াতটি বিদায় হজ্জের আরাফার দিন শুক্রবার নাজিল হয়। এটি সুরা আল-মায়িদাহ-এর ৩ নম্বর আয়াত।

৯৯. যুল-হুলাইফা মিকাতটি ভিন্ন কী নামে পরিচিত?

(ক) হুদায়বিয়া

(খ) বাবে রহমত

(গ) আবইয়ারে আলী

(ঘ) মিকাতুন নবি

সঠিক উত্তর: (গ) আবইয়ারে আলী

ব্যাখ্যা: যুল হুলাইফা মিকাতের অপর নাম হলো আবইয়ারে আলী বা বীরে আলী। এই স্থানটি মদীনার নিকটবর্তী এবং বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে এই নামেই পরিচিত।

১০০. কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তার পরিবারকে কোন সময় অवरুদ্ধ করে রাখে?

(ক) ৬১৭-৬২১ খ্রি.

(খ) ৬১৭-৬১৯ খ্রি.

(গ) ৬১৫-৬১৭ খ্রি.

(ঘ) ৬১০-৬১৩ খ্রি.

সঠিক উত্তর: (খ) ৬১৭-৬১৯ খ্রি.

ব্যাখ্যা: কুরাইশরা মক্কার আবু তালিবের উপত্যকা-তে নবি (সা) এবং তার পরিবারকে অवरুদ্ধ করে রেখেছিল ৬১৭-৬১৯ মোট ৩ বছর।

১০১. মিরাজ সম্পর্কে নিচের কোন সুরায় বর্ণনা আছে?

(ক) সুরা আনফাল

(খ) সুরা নাজম

(গ) সুরা কাহাফ

(ঘ) সুরা মুলক

সঠিক উত্তর: (খ) সুরা নাজম

ব্যাখ্যা: সুরা নাজমে মিরাজ সম্পর্কে বর্ণনা আছে। এছাড়া সুরা ইসরাতে মিরাজ সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

১০২. রাসুলে কারিম (সা) আনুষ্ঠানিকভাবে কবে বিদেশি রাজা-বাদশাদের কাছে ইসলাম প্রচার শুরু করেন?

(ক) সপ্তম হিজরির মহররম মাস

(খ) সপ্তম হিজরির রবিউস সানি মাস

(গ) ষষ্ঠ হিজরির মহররম মাস

(ঘ) ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাস

সঠিক উত্তর: (ক) সপ্তম হিজরির মহররম মাস

ব্যাখ্যা: রাসুলুল্লাহ (সা) হোদায়বিয়া সন্ধির পর ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশি রাজা-বাদশাদের কাছে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

১০৩. রাসুলে কারিম (সা)-এর মাদানি জীবনের প্রথম মসজিদটি কী নামে পরিচিত?

(ক) মসজিদে বনু সালামা

(খ) মসজিদে নববি

(গ) মসজিদে কিবলাতাইন

(ঘ) মসজিদে কুবা

সঠিক উত্তর: (ঘ) মসজিদে কুবা

ব্যাখ্যা: নবি মুহাম্মদ (সা)-এর মদিনায় নির্মিত প্রথম মসজিদটি মসজিদে কুবা নামে পরিচিত। এটি ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের প্রথম স্থাপনাসমূহের মধ্যে অন্যতম।

১০৪. রাসুল (সা) এর কোন জিনিসটি দেখে খ্রিস্টান সন্ন্যাসী বাহিরা নবি হিসেবে চিহ্নিত করেন?

(ক) দেহের তিল

(খ) হাতের রেখা

(গ) কুরআন তেলাওয়াত

(ঘ) আচরণ

সঠিক উত্তর: (ক) দেহের তিল

ব্যাখ্যা: খ্রিস্টান সন্ন্যাসী বাহিরা রাসুল (সা)-এর আশ্চর্যজনক চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য দেখে তাঁকে নবী হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলে যায়। তিনি রাসুল (সা)-এর উচ্চ ললাট, নবীসুলভ আচরণ, এবং দেহের তিলসহ বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন, যা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোতে বর্ণিত নবীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

১০৫. হিজরতের সময় রাসুল (সা) কে হত্যার জন্য কুরাইশরা কতটি উট পুরস্কার ঘোষণা করে?

(ক) ৫০টি উট

(খ) ১০০টি উট

(গ) ৭০টি উট

(ঘ) ২০০টি উট

সঠিক উত্তর: (খ) ১০০টি উট

ব্যাখ্যা: হিজরতের সময় রাসুল (সা)-কে হত্যার জন্য কুরাইশরা ১০০টি উট পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এই পুরস্কারের অর্থ ছিল যে, কেউ যদি নবী (সা)-এর অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারে, তবে তাকে একশটি উট দেওয়া হবে।

ইসলামি ব্যক্তিগত আইন

১০৬. একই অনুষ্ঠানে কার উপস্থিতি ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হবে না?

(ক) পাত্র

(খ) পাত্রী

(গ) দুজন সাক্ষী

(ঘ) পুরুষের অভিভাবক

সঠিক উত্তর: (গ) দুজন সাক্ষী

ব্যাখ্যা: ইসলামি শরিয়ত অনুসারে দুজন ন্যায্যপরায়ণ সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। এই সাক্ষীদের অবশ্যই সুস্থমস্তিস্কের, মুসলমান এবং শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হতে হবে।

১০৭. একই মজলিসে কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়ার হুকুম কী?

(ক) মাকরুহে তানযিহি

(খ) মাকরুহে তাহরিমি

(গ) হারাম

(ঘ) মুবাহ

সঠিক উত্তর: (গ) হারাম

ব্যাখ্যা: একই মজলিসে বা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া ইসলামী শরীয়তে হারাম এবং কবির গুনাহ, তবে এর মাধ্যমে তালাক কার্যকর হয়ে যায় এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায়।

১০৮. স্বামী যদি স্ত্রীকে এক তালাক-ই বায়েন প্রদান করে, তাহলে-

(ক) তিন তুহুরে চাইলে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে

(খ) শরিয়তসম্মতভাবে নতুন করে বিবাহ করতে হবে

(গ) তাদের মধ্যে কোন অবস্থাতেই পুনরায় বিবাহ শুদ্ধ নয়

(ঘ) হালালাহ শেষে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে

সঠিক উত্তর: (খ) শরিয়তসম্মতভাবে নতুন করে বিবাহ করতে হবে

ব্যাখ্যা: স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক-ই বায়েন প্রদান করে, তবে শরিয়তসম্মতভাবে তাদের দাম্পত্য জীবন পুনরায় শুরু করতে হলে অবশ্যই নতুন করে মোহর নির্ধারণ করে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল (বিবাহের প্রস্তাব ও গ্রহণ) করে নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে।

১০৯. স্থায়ী মুহাররামাতের উদাহরণ নয় কোনটি?

(ক) শাশুড়ি

(খ) চাচি

(গ) পুত্রবধু

(ঘ) দুধবোন

সঠিক উত্তর: (খ) চাচি

ব্যাখ্যা: অস্থায়ী মুহাররামাত হলো যাদের সাথে অস্থায়ী সময়ের জন্য বিবাহ হারাম হয়। আপন চাচি যখন তালাকপ্রাপ্ত/বিধবা বা বিবাহহীন অবস্থায় থাকেন, তখন তাকে শরিয়াহ অনুসারে বিবাহ করা যায়।

১১০. কোন বিবাহিতা নারীর ইদ্দত নেই?

(ক) নাবালিকা নারী

(খ) বৃদ্ধা নারী

(গ) দাসী

(ঘ) বিবাহিতা কিন্তু সঙ্গম হয়নি

সঠিক উত্তর: (ঘ) বিবাহিতা কিন্তু সঙ্গম হয়নি

ব্যাখ্যা: যে নারীকে বিয়ের পর সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় তার ওপর কোনো ইদ্দত নেই।

১১১. উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আসাবা কত প্রকার?

(ক) ২

(খ) ৩

(গ) ৪

(ঘ) ৫

সঠিক উত্তর: (খ) ৩

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে আসাবা তিন প্রকার: আসাবা বি নাফসিহী (স্বয়ংসম্পূর্ণ আসাবা), আসাবা বি গাইরিহী (অন্যের সাথে প্রাপ্ত আসাবা), এবং আসাবা মাআল গাইরিহী (অন্যের সাথে সহযোগী আসাবা)।

১১২. নিচের কোন ব্যক্তি স্থায়ী মাহরাম নন?

(ক) দুধবোন

(খ) শাশুড়ি

(গ) পুত্রবধু

(ঘ) স্ত্রীর আপন বোন

সঠিক উত্তর: (ঘ) স্ত্রীর আপন বোন

ব্যাখ্যা: অস্থায়ী মুহাররামাত হলো যাদের সাথে অস্থায়ী সময়ের জন্য বিবাহ হারাম হয়। স্ত্রীর সাথে বিবাহবন্ধনে থাকাকালীন স্ত্রীর আপন বোন অস্থায়ী মাহরাম থাকেন। কিন্তু যখন স্ত্রীর সাথে তালাক হয়ে যায় কিংবা স্ত্রী মারা যান, তখন তাকে বিবাহ করা যায়।

১১৩. কোন ব্যক্তির ১০ জন স্ত্রী থাকায় মহানবি (সা) তাকে চারজন স্ত্রী রেখে বাকীদের মুক্ত করে দেওয়ার আদেশ দেন?

(ক) আম্মার ইবনে হুস্মাম

(খ) আকরাম ইবনে বুহাইল

(গ) গায়লান ইবনে সাকাফি

(ঘ) আসওয়াদ ইবনে আম্মার

সঠিক উত্তর: (গ) গায়লান ইবনে সাকাফি

ব্যাখ্যা: গায়লান ইবনে সালামা আল-সাকাফি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার ১০ জন স্ত্রী ছিলেন। নবি (সা) তাকে এই অবস্থায় চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি দেন এবং বাকিদের মুক্ত করে দিতে বলেন। কারণ, ইসলামে একসাথে ৪ জনের বেশি স্ত্রী রাখা যায় না।

১১৪. ইসলামে তালাকের অনুমোদিত পদ্ধতি কোনটি?

(ক) তালাক-ই আহসান

(খ) তালাকে বিদঈ

(গ) তালাক-ই বায়েন

(ঘ) তালাক-ই হাসান

সঠিক উত্তর: (ক) তালাক-ই আহসান

ব্যাখ্যা: ইসলামে তালাক হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ। তালাকের যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও ইসলামে অনুমোদিত তালাক হলো তালাক-ই আহসান। তালাক-ই-আহসান হলো ইসলামী বিবাহবিচ্ছেদের একটি পদ্ধতি, যা সবচেয়ে উত্তম বা পছন্দনীয় বলে বিবেচিত। এই পদ্ধতিতে স্বামী তার স্ত্রীকে একবার তালাক প্রদান করেন যখন তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন হয়নি এবং স্ত্রী মাসিক চক্রের (তুহর) মধ্যে পবিত্র অবস্থায় আছেন। এরপর স্বামী-স্ত্রীকে ইদতের সময়কাল (সাধারণত তিনটি মাসিক চক্র) অতিক্রম করতে হয়, এই সময়ের মধ্যে তারা চাইলে সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে পারেন। ইদতকাল শেষে যদি তালাক প্রত্যাহার না করা হয়, তবে বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়।

১১৫. বিবাহের খুতবায় কোন আয়াতটি সাধারণত পাঠ করা হয়?

(ক) সুরা নিসা, আয়াত ০১

(খ) সুরা নুর, আয়াত ০১

(গ) সুরা বাকার, আয়াত ২২

(ঘ) সুরা আহযাব, আয়াত ৪৪

সঠিক উত্তর: (ক) সুরা নিসা, আয়াত ০১

ব্যাখ্যা: বিবাহের খুতবায় সুরা নিসা-র ১নং আয়াত পাঠ করা সুন্নাত। এই আয়াতটিতে আল্লাহকে ভয় করার এবং সঠিক কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা বিয়েতে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বনের গুরুত্ব তুলে ধরে এবং নবদম্পতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

১১৬. حرمة المصاهرة বলতে কী বোঝায়?

(ক) ব্যাভিচারীর অনির্ধারিত শাস্তি

(খ) ব্যাভিচারের কারণে নিষিদ্ধ হওয়া

(গ) ব্যাভিচারের জন্য বেত্রাঘাত করা

(ঘ) ব্যাভিচারীর নির্ধারিত শাস্তি

সঠিক উত্তর: (খ) ব্যাভিচারের কারণে নিষিদ্ধ হওয়া

ব্যাখ্যা: حرمة المصاهرة শব্দটি বিবাহ/ব্যাভিচারের কারণে হারাম হওয়া বা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি ইসলামের একটি পরিভাষা, যা দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে কিছু আত্মীয়ের সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যাওয়াকে বোঝায়।

১১৭. বিয়ের পর সহবাসের পূর্বেই মোহর-নির্ধারিত নারী যদি তালাকপ্রাপ্ত হন, তাহলে তাকে-

(ক) পরিপূর্ণ মোহর দিতে হবে

(খ) অর্ধেক মোহর দিতে হবে

(গ) মোহর দেওয়া জরুরি নয়

(ঘ) যেকোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে

সঠিক উত্তর: (খ) অর্ধেক মোহর দিতে হবে

ব্যাখ্যা: বিয়ের পর সহবাসের পূর্বে তালাক প্রাপ্ত নারীর জন্য যদি মোহর নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তাকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে।

১১৮. হিদাদ বলতে কী বোঝায়?

(ক) তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ (খ) বিধবা নারীর জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

(গ) বিধবা নারীর অধিকার

(ঘ) তালাকপ্রাপ্ত নারীর অধিকার

সঠিক উত্তর: (খ) বিধবা নারীর জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

ব্যাখ্যা: বিধবা নারীর ইদতে পাঁচটি বস্তু হারাম বা নিষিদ্ধ, যার আরবি নাম হিদাদ। ১। সকল প্রকার সুগন্ধি, ২। শারীরিক সাজসজ্জা গ্রহণ করা, ৩। সাজসজ্জার কাপড় পরিধান করা, ৪। অলঙ্কার, ৫। স্ত্রী যে ঘরে থাকাবস্থায় স্বামী মারা যায় সে ঘর ব্যতীত কোথাও রাত-যাপন করা।

১১৯. ইদতপালনরত নারীকে কোন ক্ষেত্রে বিবাহের ইঙ্গিত দেওয়া হারাম?

(ক) নারী রজয়ি ইদত পালনকারী হলে

(খ) নারী বায়েন ইদত পালনকারী হলে

(গ) নারী মুগাল্লাজা ইদত পালনকারী হলে

(ঘ) সবগুলোই

সঠিক উত্তর: (ক) নারী রজয়ি ইদত পালনকারী হলে

ব্যাখ্যা: নারী রজয়ি ইদত পালনকারী হলে বিবাহের ইঙ্গিত দেওয়া হারাম। এ জাতীয় নারীকে স্পষ্ট বা ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া নিষিদ্ধ।

১২০. মৃত নারীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তাহলে স্বামী তার সম্পত্তির কত শতাংশ পাবে?

- (ক) ১/২ (খ) ১/৩
(গ) ১/৪ (ঘ) ১/৬

সঠিক উত্তর: (ক) ১/২

ব্যাখ্যা: ইসলামী উত্তরাধিকার (ফারায়েজ) অনুযায়ী— যদি কোনো স্ত্রী মারা যান এবং তার কোনো সন্তান (পুত্র বা কন্যা) না থাকে, তাহলে তার স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক (১/২ বা ৫০%) পাবে।

ইসলামে সমাজনীতি

১২১. ইসলামে নারীর সম্পদের মালিকানা কার?

- (ক) নিজের (খ) স্বামীর
(গ) সন্তানের (ঘ) রাষ্ট্রের

সঠিক উত্তর: (ক) নিজের

ব্যাখ্যা: ইসলামে নারীর সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নিজের। নারী তার নিজের উপার্জিত সম্পদ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর স্বাধীনভাবে মালিকানা লাভ করেন এবং তা নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারেন। কোনো পুরুষ বা অন্য কেউ তার অনুমতি ছাড়া তার সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

১২২. যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে—

- (ক) মুনাফিক (খ) ইমানদার নয়
(গ) মুসলমান নয় (ঘ) কাফির

সঠিক উত্তর: (খ) ইমানদার নয়

ব্যাখ্যা: হাদিস অনুসারে যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় করে বা তার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশীকে নিরাপদ রাখে না, সে পূর্ণাঙ্গ ইমানদার নয়, কারণ ইসলাম প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কথা বলে।

১২৩. মানুষের প্রথম পাঠশালা কোনটি?

- (ক) সমাজ (খ) পরিবার
(গ) পরিবেশ (ঘ) মজুব

সঠিক উত্তর: (খ) পরিবার

ব্যাখ্যা: মানুষের প্রথম পাঠশালা পরিবার। পরিবারেই শিশু প্রথম ভাষা শেখে, নৈতিকতা, ভালো-মন্দের ধারণা, এবং মূল্যবোধ অর্জন করে, যা তার ভবিষ্যতের পথচলাকে প্রভাবিত করে। বাবা-মা হলেন প্রথম শিক্ষক এবং তাদের আচরণ, কথা-বার্তা ও কাজই শিশুর প্রধান পাঠ্য বিষয়।

১২৪. “তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম” কে বলেছেন?

- (ক) মহান আব্বাস (খ) মুহাম্মদ (সা)
(গ) হযরত আবু বকর (রা) (ঘ) হাসান বসরি (র)

সঠিক উত্তর: (খ) মুহাম্মদ (সা)

ব্যাখ্যা: “তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম” কথাটি একটি হাদিসে নববি। সুতরাং, এটি রাসুলে কারিম (সা) এর বাণী।

১২৫. هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ আয়াতাতাংশ পবিত্র কুরআনের কোথায় রয়েছে?

- (ক) সূরা নিসা (খ) সূরা আলে ইমরান
(গ) সূরা নূর (ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: “তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ স্বরূপ” এ আয়াতের কারিমর অংশটুকু সুরা বাকারাহ এর ১৮৭ নং আয়াতে রয়েছে।

১২৬. কোন সুরায় মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে?

- (ক) সুরা হুজরাত (খ) সুরা নূর
(গ) সুরা বাকারাহ (ঘ) সুরা আলে ইমরান

সঠিক উত্তর: (ক) সুরা হুজরাত

ব্যাখ্যা: সুরা হুজরাতের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও।” এখানে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

১২৭. ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে?

- (ক) উৎসাহিত (খ) নিরুৎসাহিত
(গ) শর্তসাপেক্ষে বৈধ (ঘ) বাধ্যতামূলক

সঠিক উত্তর: (খ) নিরুৎসাহিত

ব্যাখ্যা: ইসলামী সমাজব্যবস্থায়, শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষমদের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং এটিকে একটি অসম্মানজনক ও নিন্দনীয় পেশা হিসেবে দেখা হয়।

১২৮. সকল সদাচারের কেন্দ্রীয় উৎস কোনটি?

- (ক) ইমান (খ) ইসলাম
(গ) ইহসান (ঘ) তাকওয়া

সঠিক উত্তর: (ঘ) তাকওয়া

ব্যাখ্যা: সকল সদাচারের কেন্দ্রবিন্দু হলো তাকওয়া, কারণ তাকওয়া হলো আল্লাহভীতি ও মননশীলতার এক বিশেষ অবস্থা, যা মানুষকে সব ধরনের অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে এবং সকল ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

১২৯. রাসুলে কারিম (সা) স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের মানদণ্ড হিসেবে কাকে উল্লেখ করেছেন?

- (ক) হযরত উসমান (রা) কে (খ) নিজেকে
(গ) হযরত আবু বকর (রা) কে (ঘ) হযরত সোলাইমান (আ) কে

সঠিক উত্তর: (খ) নিজেকে

ব্যাখ্যা: রাসুলে কারিম (সা) স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশনা দিয়ে তিনি নিজেকে উত্তম আচরণের মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১৩০. সুরা হুজরাতের আলোকে ইমানদারদের মধ্যে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্বের মূলে রয়েছে—

- (ক) বংশীয় ঐতিহ্য (খ) রাজনৈতিক সংহতি
(গ) আল্লাহর অনুগ্রহ (ঘ) ধর্মীয় সহানুভূতি

সঠিক উত্তর: (গ) আল্লাহর অনুগ্রহ

ব্যাখ্যা: “নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।” এ আয়াতে কারিমা থেকে বোঝা যায়, ইমানদারদের মধ্যে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্বের মূলে রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ।

ইসলামে অর্থনীতি

১৩১. اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا পবিত্র কুরআনের কোথায় রয়েছে?

- (ক) সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৮৫ (খ) সুরা নিসা, আয়াত ১৭
(গ) সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৭৫ (ঘ) সুরা মুমতাহিনাহ, আয়াত ৯

সঠিক উত্তর: (গ) সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৭৫

ব্যাখ্যা: “অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।” এটি পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারাহ এর ২৭৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

১৩২. ইসলামে অমুসলিম নাগরিকের কর কী নামে পরিচিত?

- (ক) জিজিয়া (খ) খারাজ
(গ) উশর (ঘ) ফাই

সঠিক উত্তর: (ক) জিজিয়া

ব্যাখ্যা: ইসলামে অমুসলিম নাগরিকদের উপর ধার্যকৃত বার্ষিক করকে জিজিয়া বলা হয়। এই কর ইসলামি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসরত অমুসলিমদের ওপর আরোপিত হতো, এবং এটি তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিনিময়ে নেওয়া হতো।

১৩৩. ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারকে কী বলা হয়?

- (ক) যাকাত ফান্ড (খ) বায়তুল মাল
(গ) খাজানা (ঘ) সঞ্চয় ফান্ড

সঠিক উত্তর: (খ) বায়তুল মাল

ব্যাখ্যা: ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুল মাল বলা হয়। এটি একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ অর্থের ঘর বা ধনের ঘর। ঐতিহাসিকভাবে, বায়তুল মাল ইসলামি খিলাফতে কর প্রশাসন, আয়-ব্যয় পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

১৩৪. খুমস বলতে কী বোঝায়?

- (ক) গনিমতের ১/৫ ভাগ (খ) যাকাতের ১/৫ ভাগ
(গ) ফাই এর ১/৫ ভাগ (ঘ) ক+গ

সঠিক উত্তর: (ক) গনিমতের ১/৫ ভাগ

ব্যাখ্যা: খুমস একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো কোনো বস্তুর এক-পঞ্চমাংশ বা ২০%। ইসলামী পরিভাষায় এটি একটি কর, যা কিছু নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে আহরিত হয় এবং বাইতুল মালে জমা দেওয়া হয়, যার মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, খনি, স্থল ও সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত।

১৩৫. তাকাফুল ইসলামের কোন নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?

- (ক) পারস্পরিক বিশ্বাস (খ) পারস্পরিক সহযোগিতা
(গ) মুনাফা (ঘ) মাইসির

সঠিক উত্তর: (খ) পারস্পরিক সহযোগিতা

ব্যাখ্যা: তাকাফুল (ইসলামী বীমা) পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা একটি অভিন্ন তহবিল গঠন করে এবং একে অপরের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যা প্রচলিত বীমার চেয়ে ভিন্ন এবং ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৩৬. তাকাফুলের মূল লক্ষ্য কী?

- (ক) শেয়ারহোল্ডারের মুনাফা বৃদ্ধি (খ) সমাজে ঝুঁকি ভাগাভাগি
(গ) বৈধ পদ্ধতিতে সুদী লেনদেন (ঘ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

সঠিক উত্তর: (খ) সমাজে ঝুঁকি ভাগাভাগি

ব্যাখ্যা: তাকাফুলের মূল লক্ষ্যই হলো সমাজে ঝুঁকি ভাগাভাগি করা, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা একটি সাধারণ তহবিলে অবদান রাখে এবং ভবিষ্যতের কোনো ক্ষতি বা দুর্ঘটনের সম্মুখীন হলে সেই তহবিল থেকে একে অপরকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

১৩৭. সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের সময়সীমা কখন পর্যন্ত?

- (ক) ঈদের নামাজের আগে (খ) রমজানের শুরুতে
(গ) ঈদের আগের দিন (ঘ) ২৭ রমজান

সঠিক উত্তর: (ক) ঈদের নামাজের আগে

ব্যাখ্যা: সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের সর্বশেষ সময় হলো ঈদুল ফিতরের নামাজ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত। তবে, ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার পর থেকে ঈদের নামাজে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ফিতরা আদায় করা উত্তম।

১৩৮. সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যতে কত গ্রাম হয়?

- (ক) ৪৮৬ গ্রাম (খ) ৬১৩ গ্রাম
(গ) ৬৮০ গ্রাম (ঘ) ৮৯১ গ্রাম

সঠিক উত্তর: (খ) ৬১৩ গ্রাম

ব্যাখ্যা: আন্তর্জাতিক মান অনুসারে ১ তোলা = ১১.৬৬৪ গ্রাম, সে হিসেবে ৫২.৫ তোলা সমান হয় ৬১২.৩৬ গ্রাম বা ৬১৩ গ্রাম।

১৩৯. ঘোড়ার যাকাত প্রচলন করেন কে?

- (ক) ওমর (রা) (খ) রাসুল (সা)
(গ) আবু বকর (রা) (ঘ) ওসমান (রা)

সঠিক উত্তর: (ক) ওমর (রা)

ব্যাখ্যা: রাসুলুল্লাহ (সা) এর যুগে ঘোড়ার উপর যাকাত ফরজ করা হয়নি। তবে খলিফা হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাঁর খিলাফতের সময়ে ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করেছিলেন — কারণ তখন যুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে ঘোড়ার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল।

১৪০. নিচের কোন প্রকার কর সাধারণত মুসলিমদের ওপর ধার্য করা যায় না?

- (ক) সাদাকাহ (খ) খারাজ
(গ) উশর (ঘ) ইনফাক

সঠিক উত্তর: (খ) খারাজ

ব্যাখ্যা: মুসলমানদের উপর ধার্যকৃত কর হলো- যাকাত, উশর, সাদাকাহ ইত্যাদি। অমুসলমানদের উপর ধার্যকৃত কর যেমন: জিজিয়া, খারাজ ইত্যাদি।

১৪১. সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ সমান কত গ্রাম?

- (ক) প্রায় ৮৮ গ্রাম (খ) প্রায় ৬৮ গ্রাম
(গ) প্রায় ৯৮ গ্রাম (ঘ) প্রায় ১২৩ গ্রাম

সঠিক উত্তর: (ক) প্রায় ৮৮ গ্রাম

ব্যাখ্যা: সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের ওজন হবে প্রায় ৮৭.৪৭ গ্রাম, কারণ ১ ভরি = ১১.৬৬৪ গ্রাম, তাই ৭.৫ ভরি × ১১.৬৬৪ গ্রাম/ভরি = ৮৭.৪৭ গ্রাম বা প্রায় ৮৮ গ্রাম।

১৪২. মাসারিফুজ জাকাতের খাতগুলো পবিত্র কুরআনের কোথায় রয়েছে?

- (ক) সুরা তাওবা, আয়াত ৬০ (খ) সুরা তাওবা, আয়াত ৬৫
(গ) সুরা মায়িদা, আয়াত ৬০ (ঘ) সুরা ইসরা, আয়াত ৪০

সঠিক উত্তর: (ক) সুরা তাওবা, আয়াত ৬০

ব্যাখ্যা: মাসারিফে যাকাত বা যাকাত বণ্টনের খাতগুলো পবিত্র কুরআনের সুরা আত-তাওবাহ এর ৬০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪৩. ১২০টি ছাগল/ভেড়া/দুগ্ধার জন্য যাকাত দিতে হবে-

- (ক) ১টি ছাগল/ভেড়া/দুগ্ধা (খ) ২টি ছাগল/ভেড়া/দুগ্ধা
(গ) ৩টি ছাগল/ভেড়া/দুগ্ধা (ঘ) ১টি গোরু

সঠিক উত্তর: (খ) ২টি ছাগল/ভেড়া/দুগ্ধা

ব্যাখ্যা: ছাগল/ভেড়া/দুগ্ধার যাকাত হলো ৪০টি হলে ১ টি ছাগল দিতে হবে, ১২০ টি পর্যন্ত ২টি, ৩০০টি পর্যন্ত ৩টি এবং এর অধিক ১০০ বা তার অংশের জন্য ১ টি করে বৃদ্ধি পাবে।

১৪৪. নিচের কোন বিধানটি সঠিক?

- (ক) ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্রে খারাজের বিধান কার্যকর হবে না
(খ) ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্রে যাকাতের বিধান কার্যকর হবে না

(গ) ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্রে সাদাকাতুল ফিতরের বিধান কার্যকর হবে না
 (ঘ) ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্রে উশরের বিধান কার্যকর হবে না
 সঠিক উত্তর: (ক) ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্রে খারাজের বিধান কার্যকর হবে না
 ব্যাখ্যা: মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে খারাজ উসুল করে দেওয়া ওয়াজিব। ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্রে খারাজের বিধান কার্যকর হবে না।

১৪৫. কোন খলিফার সময়ে প্রথম বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত হয়?

- (ক) হযরত আবু বকর (রা) (খ) হযরত উমর (রা)
 (গ) হযরত উসমান (রা) (ঘ) হযরত আলি (রা)

সঠিক উত্তর: (ক) হযরত আবু বকর (রা)

ব্যাখ্যা: প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়ে প্রথম বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে হযরত ওমর (রা) এর সময় থেকে বায়তুল মাল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে।

১৪৬. গণিমতের সম্পদ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়-

- (ক) সম্পূর্ণ অংশ (খ) ১/৫ ভাগ
 (গ) ৪/৫ ভাগ (ঘ) ১/২ ভাগ

সঠিক উত্তর: (গ) ৪/৫ ভাগ

ব্যাখ্যা: গণিমতের সম্পদ হলো যুদ্ধের ময়দানে জয়লাভের পর শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ, যা পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। এর চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং এক ভাগ (খুমুস) রাজকোষে জমা হয়।

১৪৭. যুদ্ধলব্ধ গণিমতের সম্পদ বণ্টনের বিস্তারিত নীতি কোথায় বর্ণিত হয়েছে?

- (ক) সূরা আনফাল, আয়াত ০১ (খ) সূরা আনফাল, আয়াত ৪১
 (গ) সূরা মায়িদা, আয়াত ৪১ (ঘ) সূরা আরাফ, আয়াত ৩৭

সঠিক উত্তর: (খ) সূরা আনফাল, আয়াত ৪১

ব্যাখ্যা: সূরা আনফালের ৪১ নম্বর আয়াত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গণিমতের বণ্টন সম্পর্কিত। এখানে বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

১৪৮. “অতিরিক্ত ব্যয় করো না” — এ আয়াত দ্বারা ইসলামে কোন নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

- (ক) মিতব্যয়িতা (খ) ভোগবাদ
 (গ) কৃপণতা (ঘ) দানশীলতা

সঠিক উত্তর: (ক) মিতব্যয়িতা

ব্যাখ্যা: “অতিরিক্ত ব্যয় করো না” এই আয়াতের অর্থ হলো অতিরিক্ত খরচ বা অপচয় করা থেকে বিরত থাকা। এটি একটি আর্থিক পরামর্শ যা মানুষকে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে এবং অযথা খরচ না করতে উৎসাহিত করে।

১৪৯. সম্পদ জমিয়ে রাখা ইসলামে কেন নিন্দনীয়?

- (ক) মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে (খ) উৎপাদন কমায়ে
 (গ) সামাজিক বৈষম্য বাড়ায় (ঘ) সম্পদের অপচয় ঘটে

সঠিক উত্তর: (গ) সামাজিক বৈষম্য বাড়ায়

ব্যাখ্যা: সম্পদ জমিয়ে রাখা সামাজিকভাবে বৈষম্য বাড়ায়, কারণ এতে সম্পদের অসম বণ্টন ঘটে, যা সমাজের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

১৫০. ইসলামি রাষ্ট্রে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে মূল হাতিয়ার বলা যায়?

- (ক) মাল্গত (খ) যাকাত
 (গ) সাদাকাহ (ঘ) হজ্জ

সঠিক উত্তর: (খ) যাকাত

ব্যাখ্যা: ইসলামী রাষ্ট্র বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যাকাতকে একটি মূল হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের পুনর্বণ্টন করে সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলামে রাষ্ট্রনীতি

১৫১. ইসলামি রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের উৎস কয়টি?

- (ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

সঠিক উত্তর: (গ) ৪

ব্যাখ্যা: ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের উৎস মূলত চারটি: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কুরআন হলো আল্লাহর বাণী, সুন্নাহ হলো নবী মুহাম্মদের (সা) কর্ম ও উক্তি, ইজমা হলো ফিকহবিদদের ঐক্যমত, এবং কিয়াস হলো সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৫২. ইসলামে কোন অপরাধ প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন হয়?

- (ক) লিআন (খ) অপবাদ
(গ) যিনা (ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা

সঠিক উত্তর: (গ) যিনা

ব্যাখ্যা: ইসলামে, যিনা (অবৈধ যৌন সম্পর্ক) প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অর্থাৎ চারজন পুরুষ প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য প্রয়োজন। এই সাক্ষীদের অবশ্যই নিজেদের চোখে অপরাধটি ঘটতে দেখতে হবে এবং তা সম্মতির ভিত্তিতে হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিতে হবে।

১৫৩. নিচের কোনটি ইসলামি ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতি নয়?

- (ক) কিসাস (খ) দিয়ত
(গ) হুদুদ (ঘ) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সঠিক উত্তর: (ঘ) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ব্যাখ্যা: ইসলামি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় হুদুদ (নির্ধারিত অপরাধের শাস্তি), কিসাস (প্রতিশোধ বা হত্যার বদলা), দিয়ত (রক্তের মূল্য বা ক্ষতিপূরণ) এবং তাযির (বিচারকের বিবেচনামূলক শাস্তি) হলো প্রধান নীতি বা শাস্তির রূপ। এই চারটি নীতি অপরাধের ধরন অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়, যেখানে হুদুদ ও কিসাস নির্দিষ্ট, আর তাযির ও দিয়ত বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।

১৫৪. ইসলামে অপরাধ প্রমাণের প্রধান ভিত্তি কী?

- (ক) সাক্ষ্য (খ) অনুমান
(গ) খলিফার অনুশাসন (ঘ) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত

সঠিক উত্তর: (ক) সাক্ষ্য

ব্যাখ্যা: ইসলামে অপরাধ প্রমাণের প্রধান ভিত্তি হলো সাক্ষ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্ধারিত হয়। সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে বিবাদীর অপরাধ প্রমাণের পাশাপাশি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একটি জঘন্য অপরাধ, যা ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন করে।

১৫৫. ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি কী?

- (ক) আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (খ) জনগণের সার্বভৌমত্ব
(গ) আল্লাহর মালিকানা (ঘ) সুশাসন

সঠিক উত্তর: (ক) আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

ব্যাখ্যা: ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, যার অর্থ হলো চূড়ান্ত ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁরই নির্ধারিত বিধান (কুরআন ও সুন্নাহ) আইন প্রণয়নের মৌলিক উৎস হিসেবে কাজ করে। এই ব্যবস্থায়, মানুষ আল্লাহর দেওয়া সীমিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভোগ করে, যা তাঁরই ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

১৫৬. সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের নিষেধ করা কোন বিধানের আওতাভুক্ত?

- (ক) ফরজে কিফায়া (খ) ওয়াজিব
(গ) সুন্নত (ঘ) নফল

সঠিক উত্তর: (ক) ফরজে কিফায়া

ব্যাখ্যা: সংকাজের আদেশ (আমর বিল মারুফ) এবং অসংকাজের নিষেধ করা (নাহি আনিল মুনকার) ফরজে কিফায়া। এর অর্থ হলো, যদি কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক লোক এই দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সমাজের অন্য সকলে দায়মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু যদি কেউ এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সমাজের সকলকেই এর জন্য দায়ী হতে হয়।

১৫৭. স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর প্রধান অধিকার কী?

- (ক) উত্তরাধিকার (খ) মোহর
(গ) সন্তান (ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) মোহর

ব্যাখ্যা: ইসলামী প্রেক্ষাপটে, মোহর হলো একজন নারীর প্রধান অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম, যা তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক এবং স্বামী কর্তৃক তাকে প্রদত্ত একটি সম্মানী। এটি কোনো নারীর নিজেকে স্বামীর কাছে বিক্রি করার বিষয় নয়, বরং এটি এক আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও ফরজ বিধান যা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি একটি বাধ্যবাধকতা।

১৫৮. ইসলামে পরিবার পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ সীমা নির্ধারণে কোনটি প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়?

- (ক) চিকিৎসা (খ) শরিয়াহ
(গ) রাষ্ট্রীয় নীতি (ঘ) শারীরিক অসুস্থতা

সঠিক উত্তর: (খ) শরিয়াহ

ব্যাখ্যা: ইসলামে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সীমা নির্ধারণে শরিয়াহ-এর প্রধান ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ, যা সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালন, এবং সমাজের কল্যাণের উপর গুরুত্বারোপ করে।

১৫৯. ইসলামি সমাজনীতির মৌলিক ভিত্তি কোনটি?

- (ক) ইসলামি অর্থনীতি (খ) সুশাসন
(গ) তাকওয়া (ঘ) ধর্মীয় আচরণ

সঠিক উত্তর: (গ) তাকওয়া

ব্যাখ্যা: ইসলামি সমাজনীতির মৌলিক ভিত্তি হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি, যা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি গভীর মনোযোগ এবং পাপ ও অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করার মানসিকতাকে বোঝায়।

১৬০. ইসলামে সমাজ সংস্কারের মূল মাধ্যম কোনটি?

- (ক) ইসলামি অর্থনীতি (খ) দাওয়াহ
(গ) যুদ্ধ (ঘ) ইসলামি রাজনীতি

সঠিক উত্তর: (খ) দাওয়াহ

ব্যাখ্যা: ইসলামে সমাজ সংস্কারের মূল মাধ্যম হলো দাওয়াহ (ইসলাম প্রচার)। দাওয়াহর মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও নৈতিকতার পথে আহ্বান করা হয়, যার ফলে মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত হয় এবং একটি আদর্শ ও সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলিমদের অবদান

১৬১. ফাদার অব অ্যারাবিক আলকেমি বলা হয় কাকে?

- (ক) আল-খওয়ারিজমি (খ) আল-বাত্তানি
(গ) জাবির ইবনে হাইয়ান (ঘ) ইবনে সিনা

সঠিক উত্তর: (গ) জাবির ইবনে হাইয়ান

ব্যাখ্যা: “Father of Arabic Alchemy” বলা হয় — জাবির ইবন হাইয়ানকে। তিনি পাশ্চাত্যে “Geber” নামেও পরিচিত। তিনি রসায়নবিদ্যাকে পরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৬২. প্রাথমিকভাবে মুসলিমদের বিজ্ঞান ছিল মূলত— বিজ্ঞানের অনুকরণ।

- (ক) স্প্যানিশ (খ) গ্রিক
(গ) ব্রিটিশ (ঘ) ভারতীয়

সঠিক উত্তর: (খ) গ্রিক

ব্যাখ্যা: প্রাথমিকভাবে মুসলিমদের বিজ্ঞান ছিল মূলত গ্রিক বিজ্ঞানের অনুকরণ। মুসলিমরা প্রথমে গ্রিক, পারসিক ও ভারতীয় বিজ্ঞান-দর্শনের লেখা অনুবাদ করে। তবে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গ্রিক মতামত অন্ধভাবে মানেননি। যেমন আল রাজি গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেনের অনেক মতামত ভুল প্রমাণ করেন।

১৬৩. মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসক কে?

- (ক) ইবনে রুশদ (খ) আল-বিরুনি
(গ) আল-খাওয়ারিজমি (ঘ) আল-রাজি

সঠিক উত্তর: (ঘ) আল-রাজি

ব্যাখ্যা: আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল-রাজি (৮৬৫-৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসক এবং পারস্যের একজন বিখ্যাত আলকেমিস্ট ও দার্শনিক। তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আলকেমি সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সম্মান করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিড আবিষ্কার, ইথানল উৎপাদন প্রক্রিয়া আবিষ্কার এবং হাম ও গুটিবসন্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়।

১৬৪. সর্বপ্রথম ছানি অপারেশন করেন কোন মুসলিম চিকিৎসক?

- (ক) ইবনে সিনা (খ) আল রাজি
(গ) আলি আল মাওসুলি (ঘ) আল জাহরাভি

সঠিক উত্তর: (গ) আলি আল মাওসুলি

ব্যাখ্যা: সর্বপ্রথম ছানি (Cataract) অপারেশন করেন বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক আলী আল-মাওসুলি। তিনি 'কিতাব আল-মুনতাখাব ফি ইলাজ আল-আইন' নামে চক্ষু-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৬৫. অপটিক্সে আলোক প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়ম আবিষ্কার করেন—

- (ক) ইবনে ইউনুস (খ) আল রাজি
(গ) ইবনুল হাইসাম (ঘ) আল কারাজি

সঠিক উত্তর: (গ) ইবনুল হাইসাম

ব্যাখ্যা: ইবনুল হাইসাম আলোকবিজ্ঞান (অপটিক্স) বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন এবং আলোক প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়ম আবিষ্কারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর 'কিতাবুল মানাজির' বইয়ে এই ধারণাগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন, যা আলোকবিজ্ঞানে এক বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

১৬৬. মুসলিম চিকিৎসকরা অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কোন উপকরণ ব্যবহার করতেন?

- (ক) মধু (খ) জল
(গ) বালি (ঘ) চুন

সঠিক উত্তর: (ক) মধু

ব্যাখ্যা: মুসলিম চিকিৎসকরা অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে মধু ব্যবহার করতেন, কারণ এটি প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে এবং ক্ষতের নিরাময়ে সহায়ক। মধুর অ্যান্টিসেপটিক গুণ থাকার কারণে এটি পুরনো যুগে ক্ষত সারানোর জন্য একটি কার্যকর প্রাকৃতিক ড্রেসিং হিসেবে ব্যবহৃত হত।

১৬৭. 'কিতাব আল-জাদরি ওয়াল হাসবাহ' কোন বিষয়ে লেখা গ্রন্থ?

- (ক) হৃদরোগ (খ) জ্যোতির্বিদ্যা
(গ) গুটি বসন্ত ও হাম (ঘ) চোখের রোগ

সঠিক উত্তর: (গ) গুটি বসন্ত ও হাম

ব্যাখ্যা: ‘কিতাব আল-জাদরি ওয়াল হাসবাহ’—এটি মূলত গুটি বসন্ত (smallpox) ও হাম (measles) বিষয়ে লেখা ইসলামী চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গুটি বসন্ত ও হামের লক্ষণ, কারণ ও প্রাদুর্ভাব, রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি, রোগের সময়ে শরীরের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বইটিতে।

১৬৮. আল-খাওয়ারিজমির একটি বিখ্যাত বই হলো-

- (ক) আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা (খ) কিতাবুল ফলাক
(গ) কিতাবুল মিয়ান (ঘ) কিতাবুল মানাজির

সঠিক উত্তর: (ক) আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা

ব্যাখ্যা: আল-খাওয়ারিজমি একটি বিখ্যাত বই লিখেছেন যার নাম ‘আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা’ বা ‘কিতাব আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা’। এই গ্রন্থটি মূলত বীজগণিতের উপর লেখা প্রথম বই এবং এটি থেকে ‘বীজগণিত’ শব্দটি এসেছে। এটি আনুমানিক ৮২০ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল এবং এতে ব্যবসা, জরিপ ও আইনগত উত্তরাধিকারের মতো সমস্যা সমাধানের উদাহরণ এবং গাণিতিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৬৯. মুসলিম গণিতবিদরা কোন সংখ্যার উপর গবেষণা করেছিলেন?

- (ক) দশমিক (খ) অঙ্কাত সংখ্যা
(গ) ভগ্নাংশ (ঘ) সূচক

সঠিক উত্তর: (ক) দশমিক

ব্যাখ্যা: মুসলিম গণিতবিদরা, বিশেষ করে আল-খাওয়ারিজমি, দশমিক সংখ্যার উপর গবেষণা করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে হিন্দু-আরবি সংখ্যা পদ্ধতি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আল-খাওয়ারিজমি তার পাটিগণিত বিষয়ক বইয়ের মাধ্যমে দশমিক সংখ্যা ব্যবস্থা এবং অ্যালগরিদম-এর ধারণা ইউরোপে পরিচিত করান, যা আধুনিক গণিতের ভিত্তি স্থাপন করে।

১৭০. আল জাহরাভিকে ইউরোপে কী নামে ডাকা হতো?

- (ক) Avenzoar (খ) Albucasis
(গ) Avicenna (ঘ) Geber

সঠিক উত্তর: (খ) Albucasis

ব্যাখ্যা: আল-জাহরাভিকে ইউরোপে আলবুকাসিস (Albucasis) নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন একজন আরব চিকিৎসক এবং আধুনিক শল্যচিকিৎসার জনক হিসেবে পরিচিত।

১৭১. ‘হিসাবুল জাবর’ কে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন?

- (ক) ইবনে রুশদ (খ) জিরার্ড
(গ) আল ইদ্রিস (ঘ) আল মাসউদি

সঠিক উত্তর: (খ) জিরার্ড

ব্যাখ্যা: ‘হিসাবুল জাবর ওয়াল মুকাবালাহ’ (আল-খাওয়ারিজমির রচিত) গ্রন্থটি জিরার্ড লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদের মাধ্যমেই ইউরোপে বীজগণিতের জ্ঞান প্রবেশ করে এবং আল-খাওয়ারিজমিকে ‘Algebra-এর জনক’ এর আখ্যা দেওয়া হয়।

১৭২. সালফিউরিক এসিড আবিষ্কারের কৃতিত্ব কার?

- (ক) ইবনে ওয়াহশিয়া (খ) আল রাজি
(গ) আল বিরুনি (ঘ) ইবনে সিনা

সঠিক উত্তর: (খ) আল রাজি

ব্যাখ্যা: সালফিউরিক এসিড আবিষ্কারের কৃতিত্ব আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজি। আল-রাজি শুধু সালফিউরিক এসিডই নয়, তিনি নাইট্রিক এসিড প্রস্তুতেও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

১৭৩. আধুনিক অপটিক্স ও ক্যামেরার জনক হিসেবে পরিচিত বিজ্ঞানী—

- (ক) ইবনুল হাইসাম (খ) ইবনে ইউনুস

(গ) আল কারাজি

(ঘ) আবুল ওয়াফা

সঠিক উত্তর: (ক) ইবনুল হাইসাম

ব্যাখ্যা: আধুনিক অপটিক্স ও ক্যামেরার জনক হিসেবে পরিচিত বিজ্ঞানী হলেন ইবনে আল-হাইসাম। তিনি ‘কিতাব আল-মানাজির’ গ্রন্থে আলো, দৃষ্টি ও প্রতিফলন-প্রতিসরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি ক্যামেরা অবস্কিউরা (Camera Obscura)-এর কার্যপদ্ধতি প্রথম বর্ণনা করেন। এজন্য তাঁকে “Father of Modern Optics” এবং ক্যামেরার জনক বলা হয়।

১৭৪. ইলেকট্রোইক ইউনিফিকেশন তত্ত্বের জন্য নোবেল জয়ী মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানী কে?

(ক) জামাল নজরুল ইসলাম

(খ) আবদুস সালাম

(গ) আল বিরুনি

(ঘ) আল খাজিনি

সঠিক উত্তর: (খ) আবদুস সালাম

ব্যাখ্যা: ইলেকট্রোইক ইউনিফিকেশন তত্ত্বের জন্য ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানী হলেন আবদুস সালাম। তিনি তার এই কাজের জন্য স্টিভেন ওয়াইনবার্গ ও শেল্ডন লি গ্ল্যাশোর সাথে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কার প্রাপ্তির বছর: ১৯৭৯ সাল।

১৭৫. আধুনিক সার্জারির জনক হিসেবে খ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী—

(ক) আল জাহরাভি

(খ) আল রাজি

(গ) ইবনে সিনা

(ঘ) আল মাওসুলি

সঠিক উত্তর: (ক) আল জাহরাভি

ব্যাখ্যা: আল-জাহরাভিকে (৯৩৬-১০১৩) আধুনিক সার্জারির জনক হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ তিনি মধ্যযুগীয় মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক ছিলেন এবং ২০০টিরও বেশি অস্ত্রোপচারের যন্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করেছেন। তিনি ‘কিতাব আল-তাসরিফ’ নামে একটি চিকিৎসা বিশ্বকোষ লিখেছিলেন, যেখানে অস্ত্রোপচারের কৌশল ও সরঞ্জামগুলির বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

১৭৬. ‘ক্যানন অব মেডিসিন’ নামে যে গ্রন্থ ইউরোপে প্রসিদ্ধ ছিল, সেটি কার রচনা?

(ক) আল রাজি

(খ) ইবনে সিনা

(গ) আলি আত তাবারি

(ঘ) ইবনে রুশদ

সঠিক উত্তর: (খ) ইবনে সিনা

ব্যাখ্যা: ‘ক্যানন অব মেডিসিন’ হলো একাদশ শতাব্দীর ফারসি দার্শনিক এবং চিকিৎসক ইবনে সিনা রচিত একটি বিশ্বকোষ, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি প্রভাবশালী গ্রন্থ। এটি ছিল তার সময়ের চিকিৎসা জ্ঞানের একটি সুসংহত সারসংক্ষেপ, যা পরবর্তীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর ‘ক্যানন অব মেডিসিন’ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং প্রায় ৫০০ বছর ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে চিকিৎসা শিক্ষার মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭৭. জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বাত্তানি কোন যন্ত্র ব্যবহার করে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন?

(ক) সেক্সট্যান্ট

(খ) অ্যাস্ট্রোলাব

(গ) টেলিস্কোপ

(ঘ) হাইড্রোস্ট্যাটিক ব্যালেন্স

সঠিক উত্তর: (খ) অ্যাস্ট্রোলাব

ব্যাখ্যা: মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বাত্তানি অ্যাস্ট্রোলাব ব্যবহার করে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি সূর্যের কক্ষপথ, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় নির্ণয়ে অ্যাস্ট্রোলাবকে কাজে লাগান। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও গণনার কারণে পরবর্তী কালে ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞান ব্যাপকভাবে উন্নত হয়।

১৭৮. মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবীকে ইউরোপে বলা হতো—

(ক) সেকেন্ড টিচার

(খ) ফার্স্ট ফিজিশিয়ান

(গ) প্রিন্স অব ফিজিশিয়ান

(ঘ) ফাদার অব কেমিস্ট্রি

সঠিক উত্তর: (ক) সেকেন্ড টিচার

ব্যাখ্যা: মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবীকে ইউরোপে বা প্রাচ্যের সুধীসমাজে ‘সেকেন্ড টিচার’ বা ‘দ্বিতীয় শিক্ষক’ (আল-মুআল্লিমুস সানী) বা ‘দ্বিতীয় এরিস্টটল’ বলা হতো। এর কারণ হলো, তিনি দর্শন ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অ্যারিস্টটলের পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিলেন এবং অ্যারিস্টটলের দর্শনকে উন্নত ও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

১৭৯. ‘আল-হাসিব’ বা মহান গণনাকারী উপাধি কে পেয়েছিলেন?

- (ক) আবু কামিল (খ) আল-খাওয়ারিজমি
(গ) আল কারাজি (ঘ) ইবনে ইউনুস

সঠিক উত্তর: (খ) আল-খাওয়ারিজমি

ব্যাখ্যা: ‘আল-হাসিব’ বা মহান গণনাকারী উপাধি পেয়েছিলেন মহান গণিতবিদ আল-খাওয়ারিজমি। তিনি বীজগণিতের জনক (Father of Algebra) হিসেবে পরিচিত। তাঁর গ্রন্থ ‘আল-কিতাব আল-মুখতাসার ফি হিসাব আল-জাবর ওয়াল-মুকাবাল’ থেকেই Algebra শব্দটির উৎপত্তি। Algorithm শব্দটিও এসেছে তাঁর নাম al-Khwarizmi থেকে।

১৮০. ‘হিকমাতুল আইন’ গ্রন্থ কার রচনা?

- (ক) আল রাজি (খ) ইবনে সিনা
(গ) আল ফারাবী (ঘ) ইবনে রুশদ

সঠিক উত্তর: (খ) ইবনে সিনা

ব্যাখ্যা: ‘হিকমাতুল আইন’ গ্রন্থটি রচনা করেছেন মহান দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনে সিনা। এ গ্রন্থটি মূলত চক্ষুবিদ্যা (Ophthalmology) বিষয়ক, যেখানে চোখের গঠন, দৃষ্টি প্রক্রিয়া ও চক্ষু-সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে। এজন্য ইবনে সিনাকে ইসলামের স্বর্ণযুগে চক্ষুবিদ্যার পথপ্রদর্শক বলা হয়।

মানবাধিকার

১৮১. “যে ব্যক্তি প্রাণের বদলে প্রাণ বা দেশে ফাসাদ ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল।” — এই উক্তি কোন সুরায় আছে?

- (ক) সুরা আন-নিসা (খ) সুরা আল-মায়িদা
(গ) সুরা আল-কাফিরুন (ঘ) সুরা তাওবা

সঠিক উত্তর: (খ) সুরা আল-মায়িদা

“যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।” (সুরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩২)

১৮২. কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— “সব মানুষ স্বাধীনভাবে ও সমান মর্যাদায় জন্মগ্রহণ করে”?

- (ক) অনুচ্ছেদ ১ (খ) অনুচ্ছেদ ২
(গ) অনুচ্ছেদ ৪ (ঘ) অনুচ্ছেদ ৬

সঠিক উত্তর: (ক) অনুচ্ছেদ ১

ব্যাখ্যা: “সব মানুষ স্বাধীনভাবে ও সমান মর্যাদায় জন্মগ্রহণ করে” — এই কথাটি জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights, UDHR)-এর ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে।

১৮৩. ইসলামে জিজিয়া প্রদানের বিনিময়ে অমুসলিম নাগরিকরা কী পান?

- (ক) জমির মালিকানা (খ) জান-মালের নিরাপত্তা
(গ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব (ঘ) ধর্মীয় নেতৃত্ব

সঠিক উত্তর: (খ) জান-মালের নিরাপত্তা

ব্যাখ্যা: ইসলামে রাষ্ট্রে জিজিয়া প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিকরা সামরিক সেবা থেকে অব্যাহতি এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তা লাভ করেন। এই করার বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রের সুরক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, এবং আইনগত সুরক্ষা পান।

১৮৪. মুসলিম উম্মাহর বার্ষিক মহাসম্মেলন ঘটে কোন ইবাদতের মাধ্যমে?

- (ক) বিশ্ব ইজতেমা (খ) হজ
(গ) চরমোনাই মাহফিল (ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (খ) হজ

ব্যাখ্যা: মুসলিম উম্মাহর বার্ষিক মহাসম্মেলন ঘটে হজ ইবাদতের মাধ্যমে। এই ইবাদতটি প্রতি বছর জিলহজ মাসে মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমরা একত্রিত হন।

১৮৫. মহানবি (স)-এর ঘোষণা অনুসারে সব মুমিন কীসের সদৃশ?

- (ক) গ্লোবাল ভিলেজ (খ) একটি দেহ
(গ) একটি অঙ্গ (ঘ) একটি গোত্র

সঠিক উত্তর: (খ) একটি দেহ

ব্যাখ্যা: নুমান ইবনে বাশির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন: মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়দ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে একটি মানব দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহতাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে।”

১৮৬. ইসলামে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দায়িত্ব কার?

- (ক) আলেম সমাজ (খ) রাষ্ট্র
(গ) সাধারণ জনগণ (ঘ) মজলিশে শুরা

সঠিক উত্তর: (খ) রাষ্ট্র

ব্যাখ্যা: ইসলামে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ইসলামি রাষ্ট্র শুধু নয়, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে ইসলামে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৭. মানবাধিকার দিবস (Human Rights Day) কবে পালিত হয়?

- (ক) ২৫ জুন (খ) ২১ মার্চ
(গ) ১০ ডিসেম্বর (ঘ) ৫ ডিসেম্বর

সঠিক উত্তর: (গ) ১০ ডিসেম্বর

মানবাধিকার দিবস (HRD) প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর সারা বিশ্বে পালিত হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (UDHR) এর ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গ্রহণ এবং ঘোষণাকে সম্মান করার জন্য তারিখটি বেছে নেওয়া হয়েছিল, যা মানবাধিকারের প্রথম বিশ্বব্যাপী ঘোষণা এবং নতুন জাতিসংঘের প্রথম বড় অর্জনগুলির মধ্যে একটি।

১৮৮. জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার ধারা ৭ এর মূল বক্তব্য কোনটি?

- (ক) অবৈধ গ্রেপ্তার, আটক বা নির্বাসন নিষিদ্ধ (খ) আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা
(গ) প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বিবাহের অধিকার (ঘ) সুষ্ঠু ও প্রকাশ্য বিচারের অধিকার

সঠিক উত্তর: (খ) আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ধারা ৭-এর মূল বক্তব্য হলো আইনের চোখে প্রত্যেকেই সমান এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো বিশ্বাস, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, জন্ম, বা অন্য যেকোনো অবস্থার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়াই আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী।

১৮৯. ইসলামে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে কিভাবে দেখা হয়?

- (ক) বিভাজনের উৎস (খ) আল্লাহর নিদর্শন
(গ) শত্রুতার কারণ (ঘ) অগ্রগতির প্রতিবন্ধক

সঠিক উত্তর: (খ) আল্লাহর নিদর্শন

ব্যাখ্যা: ইসলামে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়, কারণ আল্লাহ বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা, এবং এই বৈচিত্র্য মানুষের একে অপরের কাছ থেকে শেখার ও পারস্পরিক বোঝার সুযোগ তৈরি করে দেয়। ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করা হয়।

১৯০. কোন মৌলিক ইবাদাতের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

- (ক) সিয়াম (খ) যাকাত
(গ) সালাত (ঘ) হজ

সঠিক উত্তর: (গ) সালাত

ব্যাখ্যা: সালাত হলো একটি মৌলিক ইবাদত, যা সামাজিক সাম্য, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জামায়াতে নামাজ আদায়ের সময় ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু সব ধরনের মানুষ একই কাতারে দাঁড়ায়, যা সামাজিক সাম্যের এক অনুপম উদাহরণ সৃষ্টি করে।

ধর্মপাঠ

১৯১. ইসরাঈল জাতি কতটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল?

- (ক) ১০ (খ) ১১
(গ) ১২ (ঘ) ৩

সঠিক উত্তর: (গ) ১২

ব্যাখ্যা: ইসরায়েল জাতি (বনী ইসরাঈল) ১২টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এদের প্রতিটি গোষ্ঠীকে Tribe বলা হয়। এগুলি ছিল ইসরায়েলের ১২ জন পুত্রের বংশধর।

১৯২. বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ লাভের জন্য কয়টি অকুশল বা নিষেধ কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে?

- (ক) ৭টি (খ) ১০টি
(গ) ১২টি (ঘ) ১৫টি

সঠিক উত্তর: (খ) ১০টি

ব্যাখ্যা: বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ লাভের জন্য ১০টি অকুশল (পাপমূলক) বা নিষেধ কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। এগুলি সাধারণত দেহ, বাক ও মন – এই তিনটি মাধ্যমে কৃত কুশলবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড হিসেবে ভাগ করা হয়।

১৯৩. খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের রূপ নয়-

- (ক) পিতা ঈশ্বর (খ) মাতা ঈশ্বর
(গ) পুত্র ঈশ্বর (ঘ) পবিত্র আত্মা ঈশ্বর

সঠিক উত্তর: (খ) মাতা ঈশ্বর

ব্যাখ্যা: খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বর হলেন একক ও শাস্ত্র সত্তা, যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ত্রিত্ববাদী ধারণার মাধ্যমে পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মারূপে প্রকাশিত হন। খ্রিস্টানরা ঈশ্বরের এই তিন রূপকে একই ঈশ্বরের তিনটি ভিন্ন সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করে, যা একেশ্বরবাদের একটি বিশেষ রূপ, যেখানে ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য এই তিনটি রূপ ধারণ করেন।

১৯৪. কুরআনের কোন আয়াতে বলা হয়েছে, “ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই”?

- (ক) সূরা আল-মায়িদা ৩২ (খ) সূরা আল-বাকারা ২৫৬
(গ) সূরা গুরা ৩৮ (ঘ) সূরা তাওবা ৬০

সঠিক উত্তর: (খ) সূরা আল-বাকারা ২৫৬

ব্যাখ্যা: কুরআনের সূরা আল-বাকারাহ (২:২৫৬) আয়াতে বলা হয়েছে, “ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই” (লা ইকরাহা ফিদ দ্বীন)। এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না, কারণ এটি একটি স্পষ্ট ও প্রামাণিক ধর্ম।

১৯৫. ইহুদি ধর্মের আদিপুরুষ কে?

- (ক) হযরত মুসা (আ) (খ) হযরত ইসা (আ)
(গ) হযরত ইব্রাহিম (আ) (ঘ) হযরত ইদ্রিস (আ)

সঠিক উত্তর: (গ) হযরত ইব্রাহিম (আ)

ব্যাখ্যা: ইহুদি ধর্মের আদিপুরুষ হলেন আব্রাহাম বা ইব্রাহিম (রা)। তিনি ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম এই তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারীদের আধ্যাত্মিক পিতা বা পূর্বপুরুষ হিসেবে পরিচিত।

১৯৬. যীশুর শিষ্য জুডাস কীসের বিনিময়ে যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে?

- (ক) ৩০টি রৌপ্যমুদ্রা (খ) ২০টি রৌপ্যমুদ্রা
(গ) ১০টি স্বর্ণমুদ্রা (ঘ) ৩০টি স্বর্ণমুদ্রা

সঠিক উত্তর: (ক) ৩০টি রৌপ্যমুদ্রা

ব্যাখ্যা: যীশুর শিষ্য জুডাস মাত্র ৩০টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যীশুর মোট ১২জন প্রধান শিষ্য ছিল।

১৯৭. মহানবি (সা) কোন ইবাদতকে মুমিনের মিরাজ বলে ঘোষণা করেছেন?

(ক) সালাত

(খ) যাকাত

(গ) সিয়াম

(ঘ) কিয়ামুল লাইল

সঠিক উত্তর: (ক) সালাত

ব্যাখ্যা: মহানবি (সাঃ) নামাজকে মুমিনের মিরাজ বলে ঘোষণা করেছেন। নামাজের মাধ্যমে একজন মুমিন তার প্রতিপালকের সঙ্গে নিভূতে কথা বলার সুযোগ পায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

১৯৮. যীশু আত্মগোপন অবস্থা থেকে কার বিশ্বাসঘাতকতায় বন্দি হন?

(ক) সাইমন

(খ) পিটার

(গ) জুডাস

(ঘ) ফিলিপ

সঠিক উত্তর: (গ) জুডাস

ব্যাখ্যা: যীশু জুডাস ইসকারিওট নামক শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বন্দি হন। জুডাস যীশুর ১২ জন শিষ্যের একজন ছিলেন এবং তিনি অর্থের বিনিময়ে বা দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে যীশুকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন বলে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে।

১৯৯. ইহুদি ধর্মের অনুসারীগণ কার বংশধর?

(ক) জ্যাকবের

(খ) হযরত ইয়াকুব (আ) এর

(গ) হযরত ঈসা (আ) এর

(ঘ) ক+খ

সঠিক উত্তর: (ঘ) ক+খ

ব্যাখ্যা: ইহুদি ধর্মের অনুসারীরা মূলত হযরত ইয়াকুব (আ) এর বংশধর। তিনি জ্যাকব নামে অভিহিত।

২০০. বেদের কোন ভাগটি সর্বপ্রাচীন?

(ক) ঋগবেদ

(খ) সামবেদ

(গ) যজুর্বেদ

(ঘ) অথর্ববেদ

সঠিক উত্তর: (ক) ঋগবেদ

ব্যাখ্যা: বেদের চারটি ভাগের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ হল ঋগ্বেদ। এটি হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম।

❧The END❧